রাঁচি, মঙ্গলবার

26:12:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

ঘরে-বাইরে 7 রাশিয়া কীভাবে আফ্রিকায়...

ঝাড়খন্ড 5 আন্তর্জাতিক কৃষক দিবস ..

সম্পাদকীয় 4 যিশু খ্রিস্ট : ইতিহাসের চোখে .. | বড়দিনে যিশুর জন্মস্থান ...

বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>077 >> 09 Poush 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৭৭ >> << ০৯ই, পৌষ ১৪৩০>>

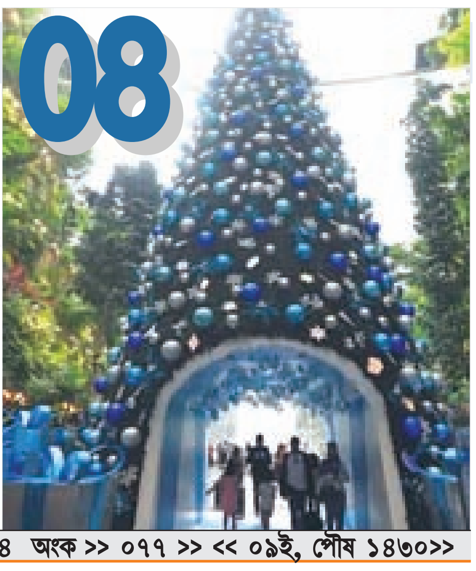

গাজা যুদ্ধের কারণে বেথলেহেম ভুতুড়ে শহর, বড় দিনের উৎসব বাতিল

বেথলেহেমঃ এ বছর ইসরাইলহামাস যুদ্ধের কারণে বেথলেহেমে বড়দিনের উৎসব বাতিল করা হয়েছে। যার ফলে, অন্যান্য বছর এই সময়টি সরগরম থাকলেও রবিবার যীশু খ্রিস্টের জন্মস্থান হিসেবে বিবেচিত বেথলেহেম পরিণত হয় এক ভুতুড়ে শহরে। ম্যাঙ্গার চত্বরের প্রথাগত উৎসবমুখর আলোকসজ্জা ও ক্রিসমাস ট্রি ছিল অনুপস্থিত। ছিল না শত শত পর্যটকদের ভিড়, যারা প্রতি বছর ছুটি উদযাপন করতে এখানে ছুটে আসেন। পরিবর্তে ফিলিস্তিনি নিরাপত্তা বাহিনীর কয়েক ডজন সদস্যকে খালি চত্বর পাহারা দিতে দেখা যায়। বড়দিনের আগের রাতেও সব উপহারের দোকান খোলেনি। প্রবল বৃষ্টির ধারা থেমে আসলে অল্প কয়েকটি দোকান খুললেও সেগুলোতে খুব বেশি ক্রেতার আগমন ঘটেনি। বড়দিনের উৎসব বাতিল হওয়াতে এই নগরীর অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বেথলেহেমের আয়ের প্রায় ৭০ শতাংশই আসে পর্যটন থেকেযার বেশিরভাগই বড়দিনের মৌসুমে। বেশ কয়েকটি প্রধান এয়ারলাইন্স ইসরাইলে তাদের ফ্লাইটগুলো বাতিল করেছে। যার ফলে খুব কম সংখ্যক বিদেশী এখানে আসছেন। স্থানীয় কর্মকর্তারা বলছেন, বেথলেহেমের ৭০টিরও বেশি হোটেল তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। যার ফলে হাজার হাজার মানুষ বেকার হয়ে পড়েছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ফিলিস্তিনি সশস্ত্র সংগঠন হামাসের বিরুদ্ধে পরিচালিত ইসরাইলি স্থল ও বিমান হামলায় ২০ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত ও ৫০ হাজারেরও বেশি আহত হয়েছে।

বাজার দর

SENSEX : 71106.96 +241.86

NIFTY : 21349.40 +94.36

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
25.00 °c	12.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.10 টা

সূর্যোদয় (কাল) >> 06.27 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম

সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম

রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

গাজায় ইসরাইলি বিমান হামলায় ৭০ জন নিহত, বলছেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা

গাজা ঃ গাজা ভূখণ্ডে হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, রবিবার গভীর রাতে মধ্য গাজার একটি শরণার্থী শিবিরে ইসরাইলের বিমান হামলায় অন্তত ৭০ জন নিহত হয়েছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, ইসরাইলের স্থল অভিযান এবং হাজার হাজার বিমান হামলা গাজার বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। হামলায় ২০ হাজার ৪শ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। ভ্যাটিকানের সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকায় একটি গৌরবময় বড়দিনের প্রাক্কালে পোপ ফ্রান্সিস দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, যিশুর জন্মস্থানে যিশুর শান্তির বার্তাকে যুদ্ধের নিরর্থক যুক্তি দিয়ে চাপা দেয়া হয়েছে। গাজার নিহতের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। পোপ ফ্রান্সিস বলেন, আজ রাতে, আমাদের হৃদয় বেথলেহেমে, যেখানে যুদ্ধের নিরর্থক যুক্তি এবং অস্ত্রের সংঘর্ষের মাধ্যমে শান্তির রাজপুত্রকে আরও একবার প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, যা তাকে আজও পৃথিবীতে জায়গা পেতে বাধা দেয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান টেড্রোস আধানম ঘেব্রেইসাস রবিবার বলেছেন, গাজার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তিনি যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত তার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন। ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ডব্লিউএইচও হাসপাতাল এবং অ্যাম্বুলেন্সসহ গাজায় স্বাস্থ্যব্যবস্থার ওপর ২৪৬টি আক্রমণ নথিভুক্ত করেছে। এসব আক্রমণে ৫৮২ জন নিহত এবং ৭৪৮ জন আহত হয়েছে। হামাস জঙ্গিরা ৭ অক্টোবর গাজা সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করে এবং ইসরাইলের দক্ষিণাঞ্চলে আক্রমণ চালায়। ইসরাইল জানায়, এ আক্রমণে ১২০০ জন নিহত হয়। যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্যরা হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে তালিকাভুক্ত করে। ৭ অক্টোবরের হামলায় হামাস ইসরাইলের ২৪০ জন জিম্মিকে আটক করে। এদের মধ্যে ১২৯ জন এখনো গাজায় রয়ে গেছে। এর জবাবে ইসরাইল হামাসকে নিশ্চিহ্ন করার অঙ্গীকার করে এবং গাজায় বিমান,স্থল ও সমুদ্র আক্রমণ শুরু করে। ইসরাইল হামাসের জনাকীর্ণ আবাসিক এলাকা ও টানেল ব্যবহারের কথা উল্লেখ করে বলেছে, বেসামরিক মৃত্যুর উচ্চ সংখ্যার জন্য হামাস দায়ী।

মধ্য গাজায় শরণার্থী শিবিরে হামলা ইসরায়েলের

গাজা ঃ ঘটনায় অন্তত ৭০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দাবি। দক্ষিণ গাজায় ইসরায়েলের অভিযান শুরু।

মধ্য গাজার মাঘাজি শরণার্থী শিবিরে হামলার অভিযোগ। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দাবি, ইসরায়েলের বোমারু বিমান ওই এলাকায় বোমাবর্ষণ করেছে। তাতেই কার্যত ধুলোয় মিশে গেছে মাঘাজি শরণার্থীশিবির। ঘটনায় শিশু ও নারীসহ অন্তত ৭০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে তারা দাবি করেছে। যদিও তাদের অভিযোগ খতিয়ে দেখা সম্ভব হয়নি। ইসরায়েলের সেনার মুখপাত্র জানিয়েছেন, তারা সমস্ত রিপোর্ট খতিয়ে দেখছেন। এখনো পর্যন্ত ইসরায়েলের তরফে এবিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট তথ্য দেওয়া হয়নি। তবে বিমান থেকে বোমাবর্ষণের তথ্য ঠিক বলেই জানা গেছে। হামাসের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তরফে আরো বলা হয়েছে যে, এখনো পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ২০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। বস্তুত, গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে ভয়াবহ আক্রমণ চালিয়েছিল হামাস। সেখানে এক হাজার ২০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। ২৪০ জনকে পণবন্দি করেছিল হামাস। তারপরই গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে ইসরায়েল।

সংবাদসংস্থা এপি জানিয়েছে, গত সপ্তাহান্তে গাজায় অভিযানের সময় অন্তত ১৫ জন ইসরায়েলি সেনার মৃত্যু হয়েছে। ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, ওই সেনার মৃত্যুর দাম দিতে হবে হামাসকে। এখনই এই লড়াই থামবে না। পাশাপাশি ইসরায়েলের সেনার তরফে জানানো হয়েছে, উত্তর গাজার সুড়ঙ্গে হামাসের সদর দপ্তর ধ্বংস করা হয়েছে। নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, এখনো পর্যন্ত এই লড়াইয়ে সেনাকে রক্তের দাম দিতে হচ্ছে। সব মিলিয়ে ১৫৩ জন ইসরায়েলি সেনার মৃত্যু হয়েছে।

ইসরায়েলের সেনা মুখপাত্র ড্যানিয়েল হাগারি জানিয়েছেন, উত্তর গাজা থেকে এবার দক্ষিণ গাজার অভিমুখে অভিযান শুরু করেছে ইসরায়েলের স্থলসেনা। তাদের অভিযান খুব সহজ নয়। ঘনজনবসতিপূর্ণ অঞ্চলের ভিতরে গিয়ে তাদের লড়াই করতে হচ্ছে। হামাসকে খুঁজে খুঁজে মারতে হচ্ছে। এই লড়াই আরো বেশ কিছুদিন চলবে বলে জানিয়েছেন তিনি। হাগারি জানিয়েছেন, হামাসের ৩০ হাজার অস্ত্র এবং বিস্ফোরক ধ্বংস করা হয়েছে। তার মধ্যে ট্যাঙ্ক ধ্বংসকারী মিসাইলও আছে। তিনি জানিয়েছেন, দক্ষিণ গাজার খান ইউনিস শহরের দিকে আপাতত অভিযান চলছে। সেখানেও হামাসের সুড়ঙ্গ আছে বলে দাবি ইসরায়েলের।

ভারতীয় যাত্রী বোঝাই আটক বিমানকে ছাড়ছে ফ্রান্স

প্যারিসঃ প্যারিসের কাছে একটি বিমানবন্দরে প্রচুর ভারতীয়সহ একটি বিমানকে আটকে রেখেছিল কর্তৃপক্ষ। মানবপাচারের অভিযোগে।

দুইদিন ধরে বিমানের যাত্রী ও বিমানকর্মীদের জেরা করেছে ফরাসি কর্তৃপক্ষ। তারপর আদালত জানায়, বিমানটিকে যেতে দেয়া হবে। সোমবার সম্ভবত সেই অনুমতি পাওয়া যাবে। তবে বিমানটি এখন কোথায় যাবে তা জানানো হয়নি। এ৩৪০ চার্টার বিমানটিনিকারাগুয়া যাচ্ছিল। দুবাই থেকে আসার সময় তা ফ্রান্সে নেমেছিল জ্বালানি নেয়ার জন্য। তখনই অজানা মানুষের কাছ থেকে সতর্কবার্তা পায় ফরাসি কর্তৃপক্ষ। বলা হয়, ওই বিমানে করে মানবপাচার করা হচ্ছে। বিমানে ৩০৩ জন যাত্রী ছিলেন। তার মধ্যে ১১ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক, তাদের সঙ্গে কোনো অভিভাবক নেই।

ফ্রান্সের স্থানীয় বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন. যাত্রীদের ভারতে নিয়ে যাওয়া হবে। তবে ভারতের তরফ থেকে এই বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি।

বার্তাসংস্থা এএফপি সূত্র উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, ওই ভারতীয় শ্রমিকদের আমিরাত থেকে নিকারাগুয়া নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তাদের চূড়ান্ত গন্তব্য ছিল অ্যামেরিকা বা ক্যানাডা। ওই বিমানটি রোমানিয়ার একটি চার্টার কোম্পানির।

ভারতীয় দূতাবাসের কর্মীদের ওই যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তারা বিষয়টি দেখছেন। এএফপি জানিয়েছে, যাত্রীদের খাবার ও অন্য সুবিধা দেয়া হয়েছে। দশজন যাত্রী আশ্রয়ের জন্য আবেদন পর্যন্ত করেছে।

রোমানিয়ার বিমানসংস্থার তরফে আইনজীবী জানিয়েছেন, তারা কোনো ভুল কাজ করেননি। যদি তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়, তাহলে তারাও পাল্টা ব্যবস্থা নেবেন।

মেক্সিকো অ্যামেরিকা সীমান্তে অভিবাসীদের বিরাট মিছিল

নিউ ইয়র্ক ঃ অন্তত ছয় হাজার মানুষ মানুষ মেক্সিকো থেকে সীমান্ত পেরিয়ে অ্যামেরিকায় ঢুকতে চায় বলে অভিযোগ।

২০২২ সালের জুনের পর মেক্সিকো সীমান্তে সবচেয়ে বেশি মানুষ জড়ো হয়েছেন বলে মার্কিন গোয়েন্দাদের দাবি। প্রায় ছয় হাজার মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে অ্যামেরিকায় ঢুকতে চাইছেন বলে অভিযোগ। মেক্সিকোর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই মানুষের দল সীমান্তে এসে পৌঁছেছেন। ক্রিসমাস ইভে তারা সীমান্তেই বড়দিন পালন করেছেন।

এই অভিবাসনপ্রত্যাশীরা মূলত সেন্ট্রাল অ্যামেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান দেশগুলি থেকে এসেছেন বলে জানা গেছে। মেক্সিকোর সীমান্ত শহর তাপাচুলা থেকে ১৫ কিলোমিটার হেঁটে তারা সীমান্তে পৌঁছেছেন বলে জানিয়েছে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম। সোমবার ভোর ৪টে নাগাদ তারা সীমান্ত পার করার পরিকল্পনা করছিল বলে দাবি করা হয়েছে।

অভিবাসনপ্রত্যাশীদের মধ্যে আছেন হনডুরাসের ক্রিশ্চিয়ান রিভেরা। সংবাদসংস্থা এপিকে তিনি জানিয়েছেন, ''প্রায় তিনচার মাস ধরে আমরা সীমান্ত পার করার চেষ্টা করছি। কিন্তু কেউ আমাদের কথা শুনছিল না। তাই আমরা মিছিল করে সীমান্ত পারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'' বাড়ির সকলকে হন্ডুরাসে রেখে একাই সীমান্ত পার করার চেষ্টা করছেন রিভেরা। অ্যামেরিকায় গিয়ে কাজ জুটিয়ে বাকি সকলকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন তিনি।

মেক্সিকোঅ্যামেরিকা সীমান্তের এই বিশাল মিছিল বাইডেনের অভিবাসননীতি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের উপর দীর্ঘদিন ধরেই অভিবাসননীতি নিয়ে চাপ তৈরি করছিলেন রিপাবলিকানরা। ইউক্রেন যুদ্ধের বাজেট কমিয়ে সেই অর্থ অভিবাসননীতিতে ব্যবহারের দাবি তুলেছে রিপাবলিকানরা। সীমান্তে পাঁচিল তোলার কথাও বলা হয়েছে। অন্যদিকে গত মে মাসে জো বাইডেনের প্রশাসন মেক্সিকোর সঙ্গে একটি চুক্তি করেছে। ভেনেজুয়েলা, নিকারাগুয়া, কিউবা থেকে আসা যে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের অ্যামেরিকা ঢুকতে দেয়নি, মেক্সিকোকে তাদের জায়গা দিতে হবে। মেক্সিকো এই চুক্তি মেনে নিয়েছে। কিন্তু বিরাট এই অভিবাসনপ্রত্যাশীদের মিছিলের কী ব্যবস্থা করবে মেক্সিকো? তৈরি হয়েছে বিরাট প্রশ্ন চিহ্ন।

বিক্ষোভ

এই রাজ্য তৃণমূল ক্ষমতায় থাকলে ঠিকভাবে স্বচ্ছ নিয়োগ হবে না

পশ্চিমবঙ্গে টেট পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ

কলকাতা (এজেন্সী)ঃ টেট পাস করেও চাকরি না পেয়ে কলকাতায় বিক্ষোভ চলছে। তার মধ্যেই টেট পরীক্ষা হলো। সেখানে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ।

রোববার পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতামান পেরোনোর পরীক্ষা ছিল। সেই পরীক্ষা শুরুর একঘণ্টার মধ্যে সামাজিক মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার অভিয়োগ উঠলো। পরীক্ষা দিয়ে বেরোবার পর পরীক্ষার্থীরা জানালেন, তারা যে প্রশ্নপত্র পেয়েছেন, তার সঙ্গে ফাঁস হওয়া প্রশ্ন হুবহু এক।

রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন, তিনি পর্ষদের কাছে রিপোর্ট চেয়েছেন। তবে সামাজিক মাধ্যম ও গণমাধ্যম সূত্রে তিনি জেনেছেন, পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর কয়েকজন পরীক্ষার্থী প্রশ্নপত্র সামাজিক মাধ্যমে দেন। তাতে কারো কোনো অসুবিধা হয়নি। পরীক্ষা নির্বিঘ্নে হয়েছে।

পর্ষদের উপসচিব পার্থ কর্মকার বলেছেন, ''পরীক্ষা শুরু হয় বেলা বারোটার সময়। একটার একটু পরে সামাজিক মাধ্যমে প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ ওঠে বলে শুনেছি। এতে কোনো পরীক্ষার্থীর কোনো অসুবিধা হয়নি।'' তিনি বলেছেন, ''পর্যদের গায়ে কালি লাগাতে কিছু অসাধু মানুষ এই কাজ করতে পারে।''

পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে পরীক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, সামাজিক মাধ্যমে যে সব প্রশ্ন ধুরছে, সেগুলি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সঙ্গে পুরোপুরি মিলে গেছে।

পরীক্ষার্থী প্রলয় রায় আনন্দবাজারকে বলেছেন, ''মোবাইল নিয়ে যেতে দেয়া হয়নি, জলের বোতল নিয়ে যেতে দেয়া হয়নি। এত কড়া সুরক্ষা ব্যবস্থা ছিল। তারপরেও কী করে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়?''

এই সময়কে একাধিক নারী পরীক্ষার্থী জানিয়েছেন, ফাঁস হওয়া প্রশ্ন এবং তারা যে প্রশ্নপত্র হাতে পেয়েছেন, তা হুবহু এক। ইপ্সিতা সাহার বক্তব্য, ''চাকরি নেই। এখন প্রশ্ন ফাঁস করছে। মানুষ প্রতিবাদ করতে গেলে মার খাচ্ছেন। এই তো হবে। হল থেকে বের হয়ে ভয়ংকর ঘটনা।'' ২০২২ সালে টেট পাস এক পরীক্ষার্থী বলেছেন, তারা পরীক্ষা দিচ্ছেন এবং প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাচ্ছে এটা মানা যায় না। টালিগঞ্জের স্বান্তনা মণ্ডল ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন, ''গত বছর পাস করা কেউ চাকরি পাননি। নোটিফিকেশন জারি হয়নি। আমরা চাই, সকলে চাকরি পান।''

পর্যদ জানিয়েছে, প্রায় দুই লাখ ৬৭ হাজার পরীক্ষার্থী রোববার টেট পরীক্ষা দিয়েছেন। রাজ্যের বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছেন, ''টেটের প্রশ্নপত্র বাইরে বিক্রি হয়েছে। তবে যতই পরীক্ষা হোক, চাকরি হবে না।''

রাজ্য সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের বক্তব্য, ''পশ্চিমবঙ্গে টাকার বিনিময়ে চাকরি হয়, টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন বিলি হয়, টাকার বিনিময়ে চাকরি হয়।'' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেছেন, ''তৃণমূল সরকার একটা পরীক্ষাও স্বচ্ছতার সঙ্গে নিতে পারেনি।''

বামেদের জোটশরিক আইএসএফের নেতা নওসাদ সিদ্দিকি জানিয়েছেন, ''এই রাজ্য তৃণমূল ক্ষমতায় থাকলে ঠিকভাবে স্বচ্ছ নিয়োগ হবে না। এই দলই দুর্নীতিগ্রস্ত।''

'নিয়োগ না করে শুধু পরীক্ষা কেন?'

প্রবীণ সাংবাদিক আশিস গুপ্ত বলেছেন, ''শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না। কিন্তু নিয়োগের পরীক্ষা হচ্ছে। নয় বছর ধরে চাকরি পাননি এমন প্রার্থী রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। গত বছরও পরীক্ষা হয়েছে, চাকরি হয়নি। এই বছরও পরীক্ষা হলো। তাতে প্রশ্নফাঁসের অভিযোগও উঠলো।'' তার মতে, ''আসলে পরীক্ষার নিয়ম মানা হলো ঠিকই, কিন্তু যারা পাস করছে, তাদের চাকরির নিশ্চয়তা দেয়া হচ্ছে না। একটা আনুষ্ঠানিকতার পর্যায়ে বিষয়টি চলে গেছে। এত বিতর্ক, আইনি লড়াই, প্রতিবাদের পরেও নিয়োগ না হওয়ার ফলে গোটা শিক্ষাব্যবস্তার উপরই আঘাত এসে পড়ছে।''

বেমালুমভাবে মালদার ইংরেজবাজার শহরের রথবাড়ি থেকে রামকৃষ্ণপল্লী প্রায় এক কিলোমিটার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের দুই লেন দখল করেই অবাধে চলছে বাজার এবং পার্কিং

মালদা ঃ ছবি দেখে বোঝার উপায় নেই যে এটা বাজার না ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক। বেমালুমভাবে মালদার ইংরেজবাজার শহরের রথবাড়ি থেকে রামকৃষ্ণপল্লী প্রায় এক কিলোমিটার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের দুই লেন দখল করেই অবাধে চলছে বাজার এবং পার্কিং। যার ফলে যানজট বাঁধার পাশাপাশি দুর্ঘটনা মাঝেমধ্যেই ঘটছে বলে অভিযোগ। এব্যাপারে ইংরেজবাজার পুরসভা ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন সাধারণ মানুষ। এখন ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের রাস্তায় রীতিমতো শাক,সবজি , ফল, ফুলসহ নানান ধরনের সামগ্রী নিয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বেচাকেনা চলছে। আরেকদিকের জাতীয় সড়কের রাস্তায় অবাধে বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের বেআইনি পার্কিং গড়ে উঠেছে। সবকিছু দেখে শুনেও পুরসভা ও প্রশাসন কেন কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না , সে ব্যাপারেও বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ইংরেজবাজার শহরের প্রাণকেন্দ্র রথবাড়ি এলাকার এখানেই রয়েছে চার লেনে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক। কথাই বলে ইংরেজবাজারের ব্যস্তবহুল রথবাড়ি মোড় কখনো নাকি ঘুমায় না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জনকলাহল এবং যানবাহনের যাতায়াত চলতেই থাকে। এছাড়াও জাতীয় ধারে বিভিন্ন ধরনের দোকান খোলা থাকে। কিন্তু এখন ধীরে ধীরে এই এলাকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের জবর দখল হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। রথবাড়ি থেকে রামকৃষ্ণপল্লী প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তায় দিয়ে কোনরকম যানবাহন সহজে চলাচল করতে পারে না। রাস্তার মধ্যেই অবাঞ্ছিতভাবে বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী নিয়ে পসরা সাজিয়ে বাজার বসছে। আর সেখানে কেনাকাটা করতেও ভিড় করছেন সাধারণ মানুষ।

সংশ্লিষ্ট এলাকার একাংশ বাসিন্দাদের অভিযোগ, দেখে বোঝার উপায় নেই যে এটা জাতীয় সড়ক। প্রতিদিনই এই বাজার আর পার্কিংয়ের জন্য যানজট বাড়ছে এবং দুর্ঘটনা ঘটছে। এজন্য নিত্যযাত্রী থেকে সাধারণ মানুষদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। সব কিছু দেখে শুনেও পুরসভা ও প্রশাসন নিশ্চুপ রয়েছে।

মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক জানিয়েছেন, খুচরো ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করুক, তাতে কোন সমস্যা নেই । কিন্তু এটাও দেখতে হবে যে সাধারণ মানুষ যাতে কোন রকম ভাবে সমস্যায় না পড়ে। জাতীয় সড়ক দখল করে বাজার বসার একটা অভিযোগ আমি শুনেছি। তবে প্রত্যেককেই বলবো নিজেদের বেচাকেনার ক্ষেত্রে যাতে মানুষের যাতে সমস্যা না হয়।

ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলর অম্লান ভাদুরী বলেন, জাতীয় সড়ক দখল করে বেআইনি পার্কিং এবং বাজার বসাটা মনেই মোটেই ঠিক কাজ নয়। আমরা চাই যাতে পুলিশ ও প্রশাসন বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখুক।

ইংরেজবাজার পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুমালা আগরওয়ালা জানিয়েছেন, পুরো বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে প্রযোজেনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে।

জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, জাতীয় সড়ক জবরদখল হওয়াটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয় । বেআইনি পার্কিং এবং জবর দখলের বিরুদ্ধে পুরসভা , পুলিশ এবং প্রশাসন আলোচনা করেই হস্তক্ষেপ করবে।

ডাবগ্রাম বিভাগীয় অফিসে অটল বিহারী বাজপেয়ীর ৯৯তম জন্মবার্ষিকীতে আযো়জিত অনুষ্ঠান

শিলিগুড়ি ঃ আজ ডাবগ্রাম মন্ডলের কার্যালয়ে সুশাসন দিবসে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, ভারতরত্ন অটল বিহারি বাজপেয়ী জীর জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলার মহিলা মোর্চার সহ সভানেত্রী তথা ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিধানসভার মহিলা মোর্চার প্রমুখ সবিতা রানী সরকার, মন্ডল সভাপতি বিমল দাস ,মহিলা মোর্চার মন্ডলের সভানেত্রী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

২৫শে ডিসেম্বর বড়দিন উপলক্ষে মালদার গাজোল ব্লকের আলমপুর শিবাজি নগর ক্যাথলিক চার্চে যীশু খ্রীষ্টের জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হলো

মালদা ঃ সোমবার ২৫শে ডিসেম্বর ডিসেম্বর বড়দিন উপলক্ষে মালদার গাজোল ব্লকের আলমপুর শিবাজি নগর ক্যাথলিক চার্চে যীশু খ্রীষ্টের জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হলো । আলমপুর ক্যাথলিক চার্চের ফাদারের উপস্থিতিতে সকল ভক্তেরা নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে বড়দিন পালন করেন। সঙ্গে চার্চেই অনুষ্ঠিত হয় সংগীতানুষ্ঠান।

এদিন ঈশ্বর যীশুখ্রিস্টের স্মরণে মোমবাতি জ্বালিয়ে তাঁর জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন ক্যাথলিক চার্চের ফাদার । পাশাপাশি চলে আদিবাসী সংগীত ও নৃত্যের মধ্যে দিয়ে দিনভর অনুষ্ঠান। যীশুখ্রিস্টের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ক্যাথলিক চার্জে সেজে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের ফুল ও লাইট দিয়ে । প্রতি বছরের মতোন এবছরও গাজলের এই ক্যাথলিক চার্চে ধুমধাম করেই যীশুখ্রীষ্টের বড়দিন পালন করা হয়। রবিবার গভীর রাত থেকে সোমবার সারাদিন পর্যন্ত ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ে।

দলীয় ফ্লেগ লাগানো কেন্দ্র করে বিবাদ। তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যর ওপর হামলা

মালদা ঃদলীয় ফ্লেগ লাগানো কেন্দ্র করে বিবাদ। তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যর ওপর হামলা। অভিযোগ সিপিএমের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে পাল্টা সিপিএম কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ তৃণমূল সদস্যের বিরুদ্ধে।

মালদার মোথাবাড়ি থানার উত্তর পঞ্চানন্দপুর এলাকার ঘটনা। ঘটনার তদন্তে মোথাবাড়ি থানার পুলিশ। আহত হয় পঞ্চায়েত সদস্যের নাম রথীন সরকার এবং তার বাবা শ্যামল সরকার। আহতরা মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযোগ উঠেছে এলাকার সিপিআইএম কর্মী বাপি সরকার সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে বাপি সরকারের পাল্টা অভিযোগ, তৃণমূল সদস্য এবং তার দলবল তাদের মারধর করেছে। আক্রান্ত বাপি সরকারও মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

২২ হাত বিশ্ব সীতা চামুন্ডা দেবীর পূজা ও মেলা

ময়নাগুড়ি ঃ বাইশ হাত মা সীতা চামুন্ডার পূজা অনুষ্ঠিত হলো বুধবার রাতে। ময়নাগুড়ি ব্লকের দোমহনী ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের রাখালহাট কুমার পাড়া গ্রামে ভবেন্দ্র নাথ রায় ২০০১ সালে কালি মায়ের পূজায় ব্রতী হন। আর তখন থেকে ভবেন্দ্রনাথ রায়ের স্বর্গীয় পিতা নন্দ রাম রায়ের নামানুসারে এই ধামের নাম রাখেন নন্দ ধাম। সেখানেই ধীরে ধীরে তিনি গড়ে তোলেন মা কালির ৯ ধরণের মূর্তি। তিনি সেখানে ৭ হাত কালি, ১১ হাত কালি, ১৪ হাত কালি মায়ের মূর্তির স্থান দিলেও তিনি সেখানেই গড়ে তুলেছেন বাইশ হাত সীতা চন্ডীর মূর্তি। উত্তরবঙ্গের সর্ব বৃহৎ এবং ঐতিহ্যবাহী জাগ্রত মা কালির এই পুজোয় দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসেন। ময়নাগুড়ি ব্লক বাদেও জলপাইগুড়ি জেলা তথা উত্তরবঙ্গের মানুষ এখানে আসেন। এই পুজোকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর জাকজমক ভাবে মেলা বসে। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বৃহস্পতিবার থেকে এই মেলার শুরু হয় যা চলবে আগামী রবিবার পর্যন্ত।

দুয়ারে সরকারে রক্তদান শিবির জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি দুয়ারে সরকারে রক্তদান শিবির জলপাইগুড়িতে। শুক্রবার জলপাইগুড়ি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কারণে এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আযো়জন করা হয়। রাজ্যের চিপ সেক্রেটারির নির্দেশে এই রক্তদান শিবি বলে জানান জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বিডিও মিহির কর্মকার। তিনি আরো বলেন চিপ সেক্রেটারির নির্দেশেই দুয়ারে সরকারের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেকটি ব্লকেই হবে রক্তদান শিবির আর সেই আদেশ কে পালন করেই বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত, বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিক এবং পুলিশের সহযোগিতায় বিভিন্ন ব্লাড ডোনারদের কে খবর দিয়ে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকেই এই রক্তদান শিবিরের আযো়জন করা হয়।

সব্যসাচী চক্রবর্তী এবং স্বাস্বত চ্যাটার্জির মতো চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বদের প্রচেষ্টায় ফুলবাড়িতে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়

শিলিগুড়ি ঃ ফুলবাড়ি ব্যারেজে হয়েছে আমুল পরিবর্তন,হয়না পিকনিক,বাজেনা মাইক,নেশা বন্ধ।এলাকায় স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেরায় এখন পরিযায়ী পাখিরা।সৌজন্যে শিলিগুড়ির পরিবেশ প্রেমী সংগঠন 'অপ্টোপিক'। তাদের লাগাতার প্রচেষ্টায় আজ সবুজায়নে মুরেছে ওই এলাকা।অবশ্য তাদের এই মহৎ কাজে সাহায্য করেছে স্থানীয় প্রশাসন ও সংবাদমাধ্যম।বরাবর এই কাজে ব্যাস্থতম সিডিউল ছেরে ছুটে আসতে দেখা গেছে সব্যসাচী চক্রবর্তী, শ্বাশ্বত চট্টোপাধ্যায় এর মতো সেলিব্রিটিদের।সংগঠনের কর্নধার দিপজ্যেতি চক্রবর্তীর ডাকে প্রত্যকবছর রুটিন মেনে ফুলবাড়িতে আলোচনা সভায় উপস্থিত হয়েছেন তারা।ব্যাতিক্রম নয় আজও।বৃহস্পতিবার ফুলবাড়ির সেই সবুজে মোড়ানো এলাকায় বৈঠক সারেন অপ্টোপিক।উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় ও পুলিশ প্রশাসন।উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা শ্বাশ্বত চট্টোপাধ্যায়।এবারও তিনি পরিবেশ বাচাতে মানুষকে সচেতন হওয়ার আবেদন জানান,বিশেষ করে যুব সমাজকে এই কাজে আগ্রহী হওয়ার আবেদন জানান তিনি।অন্যদিকে পরিবেশে দুষনের মাত্রা কমে যাওয়ায় পরিযায়ী পাখির সংখ্যা এবছর অনেকটাই বেরেছে।আগামীতে আরোও পাখির সংখ্যা বারবে বলে আশাবাদী তিনি।

মালদা শহরের কাছে দিবালোকে ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি, গুরুতর জখম

মালদা ঃমালদা শহরের উপকণ্ঠ সুস্থানি মোড়ে ভরদুপুরে চললো গুলি। গুলিবিদ্ধ হয়েছেন সুজাপুরের এক প্লাস্টিক ব্যবসায়ী। শুক্রবার দুপুর তিনটা নাগাদ এই ঘটনাকে ঘিরে ইংরেজবাজার থানার সুস্থানি মোড় এলাকায় তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। সংশ্লিষ্ট এলাকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারেই গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে থাকেন ওই প্লাস্টিক ব্যবসায়ী। এরপরই স্থানীয় মানুষ পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে আহত ওই ব্যবসায়ীকে চিকিৎসার জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, ওই ব্যবসায়ীর বাম কাঁধের সামনের অংশে গুলি লেগেছে। অস্ত্র প্রচারের মাধ্যমে সেই গুলি বের করার চেষ্টা চালাচ্ছেন চিকিৎসকেরা। জখম ব্যবসায়ীর শারিরীক পরিস্থিতি সংকটজনক বলেও জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত এই ব্যবসায়ীর নাম সফিকুল ইসলাম (৪৫) । তার বাড়ি কালিয়াচক থানার সুজাপুর এলাকায়। সুজাপুরে জাতীয় সড়কের ধারেই আহত ওই ব্যবসায়ীর একটি প্লাস্টিকের গোডাউন রয়েছে। পুরনো প্লাস্টিক রিসাইক্লিং করে ভিন রাজ্যে সরবরাহ করার কারবার রয়েছে ওই ব্যবসায়ীর।পুলিশ জানিয়েছে, এদিন সুজাপুরের বাড়ি থেকে মোটরবাইকে করে ওই ব্যবসায়ী মালদা শহরের দিকে আসছিলেন। সুস্থানি মোড়ের কাছে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে ওই ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে কেউ বা কারা অতর্কিত গুলি চালায়। সেইগুলি গিয়ে বাম কাঁধে লাগে। তখন রাস্তায় ছিটকে পড়েন ওই ব্যবসায়ী । এরপরই গোটা এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। এদিকে ইংরেজবাজার শহর থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে সুস্থানি মোড়ে ভরদুপুরে প্রকাশ্যে গুলি কাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক আতংক ছড়িয়েছে। পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। উল্লেখ্য, এই সুস্থানি মোড় দিয়েই প্রতিদিনই কয়েকশো পণ্যবাহী লরি ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সীমান্ত মহদীপুর এলাকায় যায়। আর সেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সীমান্তের করিডোর সুস্থানি মোড়ে ব্যবসায়ীকে গুলি করার ঘটনা নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।আহত ওই ব্যবসায়ীর পরিবার ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

২৫শে ডিসেম্বর বড়দিন উপলক্ষে সেজে উঠেছে কোচবিহারের বিভিন্ন চার্জগুলি

কোচবিহার ঃ ২৫শে ডিসেম্বর বড়দিন উপলক্ষে সেজে উঠেছে কোচবিহারের বিভিন্ন চার্জগুলি। সকাল থেকেই বিভিন্ন চার্জ গুলিতে ভিড় জমাতে শুরু করছে বহু মানুষ। কোচবিহার জেলায় এই উৎসব যেন শুধুমাত্র খ্রিষ্টানদেরই নয়, এই উৎসব যেন সকলের। দীপাবলির মতোই বিভিন্ন চার্জগুলি সেজেছে ক্রিসমাসের আলোয়। চার্জে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করে অনেকেই। তবে শুধু বড়দিনের আনন্দই নয়। নতুন বছরকে আহ্বান জানাতেও তৈরি প্রত্যেকে। আসন্ন বছরে পদার্পণ করার প্রস্তুতিতেও মেতেছে সকলে।

রাত বাড়তেই বড়দিনকে স্বাগত জানাতে মানুষের ঢল

জলপাইগুড়ি আসাম মোড় এলাকায় অবস্থিত সেন্ট ক্যাথিড্রাল চার্চ। রাত বাড়তেই এই চার্চে মানুষের ঢল নেমেছে। চার্চে একদিকে যেমন খৃষ্টান ধর্মালম্বীদের প্রার্থনা। পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মালম্বী মানুষও হাজির হয়েছে বড়দিনকে স্বাগত জানাতে। রবিবার সন্ধ্যা থেকেই একদিকে যেমন শহরের চার্চ গুলিতে নাচ গান চলছিলো। পাশাপাশি রাজবাড়ী পার্কেও প্রচুর মানুষের ভিড় দেখা গেছে।সব মিলিয়ে মানুষ আরও একবার ফেস্টিভ মুডে

বড়দিন উপলক্ষে সেজে উঠেছে ময়নাগুড়ি আইটি লেন

ময়নাগুড়ি আইটি লেন কার্নিভাল গ্রুপ তাদের পরিচালনায় এবং ব্যবস্থাপনায় বড়দিন উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আযো়জন করে। অনুষ্ঠান সকাল থেকেই শুরু হয়ে গভীর রাত পর্যন্ত চলবে। অনুষ্ঠানে থাকবে বহিরাগত শিল্পীদের সমন্বয়ে সঙ্গীতা অনুষ্ঠান, সঙ্গে থাকবে প্রায় ৫০০ বাচ্চাদের নিয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় প্রত্যেককে টিফিন এবং বড়দিনের গিফট দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে তাদের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চারটি গ্রুপের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হবে। পুরস্কার বিতরণ করবে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিরা। দুস্থদের মধ্যে কম্বল দান। এছাড়াও আইটি লেন গ্রুপের থেকে বিশাল আকার একটি কেক কাটা হবে। সেই কেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের মধ্যে বিতরণ করা হবে। গ্রুপ সম্পাদক রাজু সাহা, সভাপতি প্রশান্ত সরকার, সহসভাপতি মহাদেব মন্ডল, কোষাধক্ষ ্য সুদীপ দেব গুপ্ত অন্যান্য সদস্যরা এই কার্নিভালের আযো়জন করে।

২৫শে ডিসেম্বর থেকে শুরু হল কোচবিহার জেলা বইমেলা

কোচবিহার ঃ ২৫শে ডিসেম্বর থেকে শুরু হল কোচবিহার জেলা বইমেলা। কোচবিহার এবিএন শীল কলেজের মাঠে ইতিমধ্যেই চলছে বইমেলা প্রস্তুতি। এবার কোচবিহার জেলা বইমেলায় একশো দশটি স্টল থাকছে। কলকাতা বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রকাশনীরা কোচবিহার বইমেলায় বই নিয়ে আসছে। গত বছর কোচবিহার জেলা বইমেলায় দিনহাটায় অনুষ্ঠিত হলেও এবার সেই বইমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে কোচবিহার শহরে অবস্থিত এবিএন শীল কলেজের মাঠে। প্রথমবার কলেজের মাঠে এই বইমেলার আযো়জন করাতে কোচবিহারের এই বইমেলা যেন একটি অন্য মাত্রা পেয়েছে।

যিশু খ্রীষ্টের বড়দিন উপলক্ষে চারটি গোশালা বানানোর কাজ হচ্ছে

মালদা ঃ গাজোল ব্লকের আলমপুর শিবাজি নগর ক্যাথলিক চার্চে ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টের জন্ম উপলক্ষে জোর কদমে শুরু হয়েছে প্রস্তুতির কাজ । আলমপুর ক্যাথলিক চার্চের ছোট ফাদার সুধিন মাড্ডি বলেন জানিয়েছেন, যিশু খ্রীষ্টের বড়দিন উপলক্ষে চারটি গোশালা বানানোর কাজ হচ্ছে । পাশাপাশি চার্চের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ঝালট, ফুল, টুনি দিয়ে সাজানো কাজ চলছে । যীশু খ্রীষ্টের মূর্তিকে সাজানো শুরু হয়েছে। বড়দিনে মালদার আলমপুর ক্যাথলিক চার্জে মালদার বিভিন্ন জায়গা থেকে যিশুখ্রিস্টের ভক্তদেরা আগমন হয়ে থাকে । তার আগেই এই প্রস্তুতি পর্বের কাজ শুরু হয়েছে।

বিরোধীদের সাসপেন্ড করার প্রতিবাদ জানিয়ে শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক

শিলিগুড়ি ঃসংসদ ভবনে বিরোধীদের সাসপেন্ড করার প্রতিবাদ জানিয়ে শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করল দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার দুপুরে শিলিগুড়িতে অবস্থিত দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয় এই সাংবাদিক বৈঠক করেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ জেলা চেয়ারম্যান অলক চক্রবর্তী বর্ষীয়ান তৃনমূল নেতা তথা শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ অন্যান্যরা। ১৩ই ডিসেম্বর সংসদে বিরোধীরা অমিত শাহ য়ের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলায় সংসদ ভবন থেকে বিরোধীদের সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়। যার ফলে কার্যত বিরোধী শূন্য হয়ে যায় সংসদ এরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হয় তৃনমূল কংগ্রেস। শনিবার শিলিগুড়িতে একটি প্রতিবাদ মিছিল আযো়জন করে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা। বাঘা যতীন পার্ক থেকে এই মিছিলটি শুরু হয় শিলিগুড়ি শহরের মূল পথ পরিক্রমা করে এই মিছিল।

ছানা, কাজু, আর নলেন গুড় দিয়ে কেক তৈরি করে চমক দিতে চাইছে পুরাতন মালদার একটি বেকারি সংস্থা

মালদা ঃ ছানা, কাজু, আর নলেন গুড় দিয়ে কেক তৈরি করে চমক দিতে চাইছে পুরাতন মালদার একটি বেকারি সংস্থা। সম্পূর্ণ নিরামিষ পদ্ধতিতে পুরাতন মালদার একটি বেকারিতে শুরু হয়েছে বড়দিন উপলক্ষে কেক তৈরির কাজ। রাতদিন এক করেই চলছে কেক তৈরির প্রস্তুতি। তবে এবার অভিনব পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ নিরামিষ কেক তৈরি করে সাধারণ মানুষকে চমক দিতে চাইছে পুরাতন মালদার ওই বেকারি সংস্থার কর্মকর্তারা। একদিকে যেমন ছানা , কাজু, কিসমিস দিয়ে কেক তৈরি করা হচ্ছে । অপরদিকে নলেন গুড় দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে কেক। যা বড়দিনের উৎসবে মানুষের মুখরোচক খাবার হয়ে উঠবে বলেও দাবি ওই বেকারই কর্তৃপক্ষের।

সোমবার বিশ্বজুড়ে পালিত হবে বড়দিন উৎসব । মূলত যীশুখ্রীষ্টের এই জন্মদিন উপলক্ষেই কেকের সম্ভার নিয়ে হাজির হন বিভিন্ন দোকানিরা। তার আগেই পুরাতন মালদার পাপন সরকারের বেকারিতে জোর কদমে চলছে কেক তৈরির কাজ। রাতদিন এক করে এই বেকারিতে বর্তমানে ২০ থেকে ২৫ জন কর্মচারী কেক তৈরির কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। পুরাতন মালদার ওই বেকারির কর্ণধার পাপন সরকার জানিয়েছেন, ২৪ ডিসেম্বর রবিবার থেকে হাতে তৈরি গরম কেক পুরাতন মালদার বাজারে চলে আসবে। যার মধ্যে এবারে উল্লেখযোগ্য হিসাবে রয়েছে ছানা কাজু এবং নলেন গুড় দিয়ে তৈরি কেক। যা এবারের বড়দিনের সম্পূর্ণ স্পেশাল কেক হিসাবে মালদার বাজারে বিক্রি হবে। নূন্যতম ১০০ থেকে সর্বোচ্চ ৩৫০ টাকা দামের মধ্যেই রয়েছে এই কেকগুলি। বেকারি কর্মকর্তাদের আশা, এবারের শীতের আমেজ থাকলেও বড়দিনে কেক বিক্রিতে দারুন সারা পড়বে । ফলে লাভের মাত্রাটাও গতবারের থেকে এবছর অনেকটাই বেশি হবে বলেও জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট বেকারি সংস্থার কর্মকর্তারা।

রাজভবনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপন হল বড়দিন

কলকাতাঃ রাজভবনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপন হল বড়দিন। উপস্থিত ছিলেন সস্ত্রিক রাজ্যপাল। আমন্ত্রণ করা হয়েছিল বিভিন্ন মিশনারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন চার্চের ফাদার ও সিস্টাররা, ও বিশেষ অতিথিরা। বিভিন্ন নাচ গানের মাধ্যমে এক ঘন্টার অনুষ্ঠান হয়। প্রথমে ক্যারল গানের মাধ্যমে নৃত্য পরিবেশন করেন একটি স্কুলের ছাত্রীরা। পাশাপাশি বড়দিন মানেই আমরা অপেক্ষা করে থাকি বিভিন্ন উপহার সান্তা ক্লজের থেকে। আর এবার একটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সান্তা ক্লজ সেজে জিঙ্গেল বেল গানের নৃত্য পরিবেশন করেন ।

জলপাইগুড়ি মিলন সংঘ ক্লাবের উদ্যোগে শুক্রবার থেকে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে টেড ফেয়ার। ক্লাবের মাঠেই এই মেলাটি অনুষ্ঠিত হবে

শিলিগুড়ি ঃ ক্লাব সদস্যরা জানিয়েছেন শিলিগুড়ির এক বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় এই মেলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামীকাল অর্থাৎ ২২শে ডিসেম্বর থেকে ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত এই মেলা চলবে। যেখানে পাঞ্জাব, কাশ্মীর সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্টল থাকবে। হবে স্থানীয়দের সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান। এছাড়াও ৩১ শে ডিসেম্বর রাত বারোটায় জলপাইগুড়ির জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটা এবং আতসবাজীর মাধ্যমে নতুন বছরের আগমন জানাবেন তারা। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মাধ্যমে তাই জলপাইগুড়িবাসীর কাছে অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার অনুরোধ জানান ক্লাবের সদস্যরা।

শিলিগুড়ি রামকিঙ্কর সম্মিলনী হলে সভা করতে বাধা

শিলিগুড়ি রামকিঙ্কর সম্মিলনী হলে সভা করতে বাধা দেওয়া হল এসএফআই কর্মীদের। এর বিরোধিতা করে সরব হল এসএফআইয়ের নেতৃত্বরা। শুক্রবার দুপুরে শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকে এর বিরোধিতা করে এসএফআই দার্জিলিং জেলা কমিটির নেতৃত্বরা। এস এস আই দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক অঙ্কিত দে বলেন শিলিগুড়ি রামকিঙ্কর সম্মেলনি হলে একটি সভা করার কথা ছিল SFI এর।

আজকের দিনটি

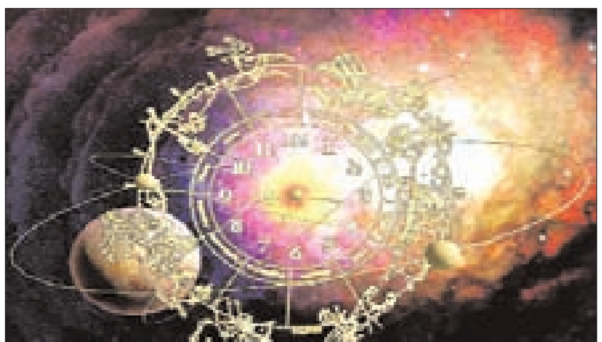

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ব্যাংক খাত : ২৪টি অনিয়ম ও লুট হওয়া ৯২ হাজার কোটি টাকা

ঢাকা : বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) হিসাবে ১৫ বছরে বাংলাদেশের ব্যাংক খাত থেকে ৯২ হাজার কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে, যা চলতি বাজেটের ১২ শতাংশের বেশি।

এই অর্থ নানা অনিয়ম ও ঋণের নামে লুটপাট হয়েছে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সামান্যই। অন্যদিকে এমন পরিস্থিতিতে দেশে কমপক্ষে ২০টি ব্যাংক এখন মূলধন সংকটে ভুগছে। সিপিডি বলছে, ২০০৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত বড় ধরনের ২৪টি অনিয়মের মাধ্যমে ৯২ হাজার ২৬১ কোটি টাকা লোপাট করা হয়েছে। সিপিডি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এই হিসাব দিয়েছে।

২০০৮ সালে খেলাপি ঋণ ছিল ২২ হাজার কোটি টাকা। সেটি এখন বেড়ে এক লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকা হয়েছে। তবে প্রকৃত খেলাপি ঋণের পরিমাণ এর তিনগুণ বলে মনে করছে আইএমএফ। কেননা, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রায়ই নানা সুবিধা দিয়ে খেলাপি হয়ে যাওয়া ঋণ পুনঃতফসিল ও পুনর্গঠন করে। সেগুলো তখন আর খেলাপির তালিকায় রাখা হয় না।

ব্যাংকিং খাতের এই পরিস্থিতির জন্য সুশাসনের অভাবকে দায়ী করছেন বিশ্লেষকেরা। দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার উদাহরণ না থাকায় অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠেন তারা।

সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক ড. সেলিম রায়হান বলেন, ''আমরাও সানেমের পক্ষ থেকে চার বছর আগে গবেষণা করে দেখিয়েছিলাম খেলাপি ঋণের কারণে আমরা দেড় ভাগের মতো জিডিপি হারাচ্ছি। আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে পরিকল্পনা করছি তার সঙ্গে ব্যাংকিং খাতের যে অবস্থা তা আসলে যায় না। এইরকম ব্যাংকিং খাত নিয়ে আসলে ওই উন্নয়ন করা কঠিন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের এই অধ্যাপক বলেন, ''খেলাপি ঋণের বড় অংশই লুটপাট হচ্ছে। তারা টাকা নেয় ফেরত না দেয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে। এরা রাজনৈতিকসহ নানাভাবে প্রভাবশালী। বিশ্বের অনেক দেশেই ব্যাংকিং খাতে কেলেঙ্কারি হয়, ব্যবস্থাও নেয়া হয়। কিন্তু আমাদের এখানে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার তেমন কোনো নজির নেই।''

তিনি বলেন, ''খেলাপি ঋণের বড় একটি অংশ পাচার হয়ে যাচ্ছে দেশের বাইরে। যা উদ্বেগজনক।

বাংলাদেশের ১৪টি ব্যাংক এখন মূলধন সংকটে আছে। তাদের মোট মূলধন ঘাটতির পরিমাণ ৩৭ হাজার ৫০৬ কোটি টাকা। এর বাইরে পাঁচটি ইসলামী ধারার ব্যাংককে মূলধন ঘাটতি কাটাতে নোটিশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। নানা অনিয়মমের কারণে ন্যাশনাল ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দেয়া হয়েছে।

সিপিডি তাদের পর্যালোচনায় আলোচিত কয়েকটি ঋণ কেলেঙ্কারির কথা উল্লেখ করেছে। তার মধ্যে আছে, ২০২২ সালে ইসলামী ব্যাংকে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার ঋণ অনিয়মের ঘটনা, যার সঙ্গে এস আলম গ্রুপের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ রয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৩ সালে বেসিক ব্যাংকে নানা অনিয়মের মাধ্যমে প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা লুটপাটের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ৬০টির মতো মামলা করেছে। এই ব্যাংকের ঋণ কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত ছিলেন ব্যাংকটির তৎকালীন চেয়ারম্যান আবদুল হাই ওরফে বাচ্চু। ৫০টির বেশি মামলা হলেও তাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

২০১০ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে সোনালী ব্যাংকের হলমার্ক কেলেঙ্কারির মাধ্যমে সাড়ে চার হাজার কোটি টাকার অনিয়ম হয়। এছাড়া ২০১০ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত জনতা ব্যাংকে ১০ হাজার কোটি টাকার ঋণ কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটে। ২০২১ সালে গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকা অবস্থায় পিকে হালদার ১১ হাজার কোটি লোপাট করেন। ২০১৩ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে সাবেক ফারমার্স ব্যাংকের ৫০০ কোটি টাকা, ২০১৩ থেকে ২০১৬ সালে জনতা ব্যাংকে থার্মেক্স গ্রুপের ৮১৬ কোটি টাকা, এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকে শহিদুল আহসানের ৭০১ কোটি টাকা, ২০১৩ থেকে ২০১৬ সালে এবি ব্যাংকে ৪০০ কোটি টাকার ঋণ অনিয়মের ঘটনা ঘটে। এর বাইরেও আরো ঋণ কেলেঙ্কারির ঘটনা আছে।

সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ''ব্যাংকিং সেক্টর একটা দেশের অর্থনীতির লাইফলাইন। সুতরাং এখনকার সংকট দূর না করে অর্থনীতি এগিয়ে নেয়া কঠিন।

এই টাকা আদায় এবং খেলাপি ঋণ যাতে আর না বাড়ে তার ব্যবস্থা নেয়ার পরামর্শ তার। তিনি বলেন, ''সেজন্য আমরা আইন করা এবং একটি ব্যাংকিং কমিশন করার কথা বলেছি। একটা ব্যাংকিং অ্যাক্ট করা হয়েছে। এখন সেই আইন অনুযায়ী স্বেচ্ছা খেলাপি এবং প্রকৃত খেলাপি আলাদা করে ব্যবস্থা নিতে হবে। আর দেউলিয়া আইনকে কার্যকর করতে হবে। এখন সব অর্থঋণ আদালতে যায়। আপনি ঋণ খেলাপি হবেন আবার মার্সিডিজ হাঁকাবেন তা তো হতে পারে না। আর বাংলাদেশ ব্যাংককে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। তারা যাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করতে পারে। কোনো হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

তার মতে একটি কমিশন গঠন করে খেলাপি ঋণের টাকা কোথায় গেছে তা বের করতে হবে। দেশে বিদেশে যেখানেই থাকুক তা উদ্ধার করতে হবে। আর ঋণের বিপরীতে যে জামানত বা সম্পদ দেখানো হয়েছে তার কী অবস্থা তাও দেখতে হবে। ''এই কাজগুলো রাজনৈতিক সদিচ্ছা নিয়ে করতে হবে। তা না হলে আইন করে কোনো কাজ হবে না। আইন যদি প্রয়োগ করা না যায় তাহলে তো সেই আইনে কোনো লাভ নেই,'' বলেন তিনি।

শীতে নানা রোগের হানা

ঢাকা : এবার শীতেও ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকে। আবার করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট নিয়েও আতঙ্ক আছে। আছে কলেরার আতঙ্ক ও নিপাহ ভাইরাস। এই শীতে তাই বাড়তি সতর্কতা জরুরি।

এদিকে আইসিডিডিআর,বি জাানিয়েছে, নভেম্বর থেকেই ডায়রিয়ার বোগী বাড়তে শুরু করে। এখন গড়ে তাদের হাসপাতালে প্রতিদিন ৬০০ বোগী আসছেন। তবে শীতে এটাকে তারা স্বাভাবিক মাত্রাই মনে করছেন। দিনে কখনো কখনো ৮০০ রোগীও হয়। সাধারণত শীত ও গরম কালকে ডায়রিয়ার 'পিক' সময় ধরা হয়। এবারও সেই মাত্রায়ই রোগী আসছে। তকে এটা দিনে হাজার ছাড়িয়ে গেলে প্রাদুর্ভাব বলা যাবে বলে জানান তারা। দেশের উত্তরাঞ্চলে শীত জেঁকে বসতে শুরু করেছে। তাই ওইসব জেলার হাসপাতালগুলোতে শীতজনিত রোগী বাড়ছে। এর সঙ্গে শিশুদের ডায়রিয়াও বাড়ছে। গাইবান্ধায় ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত আগের সাত দিনে ডায়রিয়ায় দুই শিশুসহ সাত জন মারা গেছেন। একই সঙ্গে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত শিশুও বাড়ছে। গাইবান্ধায় এক সপ্তাহে শীতজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় দেড়শ রোগী চিকিৎসা নিয়েছেন। এর মধ্যে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪০জন।

কুঁড়িগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের মোট ধারণক্ষমতা ২৫০। বৃহস্পতিবার ওই হাসপাতালে রোগী ছিলেন ৩৭৩ জন। শিশু ওয়ার্ডে রোগীর সংখ্যা ৭৪ জন। আর ডায়রিয়ায় আক্রান্ত রোগী ৪০ জন। হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক মোহাম্মদ শাহিনুর রহমান বলেন, শীতে রোগী বাড়ে। সেটা শীতজনিত রোগ ও ডায়রিয়ার রোগী। এটা স্বাভাকিক ট্রেন্ড। এখন পর্যন্ত অস্বাভাবিক পর্যায়ে যায়নি।

উত্তরেরর সব জেলায়ই হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা এই শীতে এখন পর্যন্ত ২০-২৫ ভাগ বেড়েছে। আর রোগের মধ্যে ডায়রিয়া ছাড়াও , শীতজনিত সর্দি, কাশি ছাড়াও নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছেন শিশু ও বয়স্করা। চর্ম রোাগেও আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। পঞ্চগড় জেলার সিভিল সার্জন ডা. মোস্তফা কামাল চৌধুরী জানান, জেলার হাসপাতালগুলোতে রোগীর সংখ্যা এখন পর্যন্ত শতকরা ১৫ ভাগের মতো বেড়েছে। যারা আসেন, তারা শীতজনিত সর্দি, কাশি, জ্বর ও ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছেন। শিশুরা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে বেশি।

তিনি বলেন, এখন শুধু উত্তরাঞ্চল নয়, সারা দেশেই রোগী বাড়ছে। তবে এটা কোনো অস্বাভাবিক অবস্থা নয়। শীতে স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের রোগী বাড়ে। সারা দেশের হাসপাতালেই রোগী এখন বাড়ছে। কোথাও ১০ ভাগ, কোথাও ১৫ ভাগ।

তার কথা, এই সময়ে হাসপাতালের প্রস্তুতির সঙ্গে মানুষের সচেতনতাও দরকার। ডায়রিয়া পানিবাহিত রোগ। তাই বিশুদ্ধ পাানি পান যেমন জরুরি, পরিস্কারপরিচ্ছন্ন থাকাও জরুরি।

ঢাকার শিশু হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সেখানে রোগী বাড়ছে। শিশুদের বড় একটি অংশ ডায়রিয়া নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছে। শিশুদের নিউমোনিয়াও হচ্ছে। জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের শিশু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. আব্দুল্লাহ শাহরিয়ার বলেন, এখন যে শিশুরা হাসপাতালে আসছে, তাদের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগই ঠান্ডাজনিত রোগে আক্রান্ত। আর চর্ম রোগেও আক্রান্ত হয়।

তিনি বলেন, ''এই সময়ে শিশুরা ব্রঙ্কিউলাটিস এ আক্রান্ত হয়। এটা নিউমোনিয়ার মতো অত জটিল নয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, অনেকেই না বুঝে নিউমোনিয়ার চিকিৎসা করান। এতে শিশুর আরো ক্ষতি হচ্ছে।

তার কথা, শীতে বায়ুদূষণ বেড়ে যাওয়ায় শ্বাসকষ্ট, শ্বাস নালির প্রদাহ, ফুসফুসের রোাগে আক্রান্ত হচ্ছেন অনকে।

তিনি বলেন, দেশের বাইরে করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ। শীতে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি। আমাদের এখানে স্ক্রিনিং হচ্ছে না। এটা চালু রাখা উচিত। আর ডেঙ্গু এখন সারা বছরের রোগ। শুধু বর্ষাকাল নয়, এই শীতেও মানুষ ডেঙ্গু আক্রান্ত হচ্ছে।

কমিউনিটি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. লেনিন চৌধুরী বলেন, এবার শিশুদের নিউমোনিয়া বেশি দেখা যাচ্ছে এই শীতে। শিশুরা মারাও গেছে নিউমোনিয়ায়। আর ভাইরাসজনিত ডায়রিয়া বেড়ে গেছে।

তার কথা, এবার শীতে রোগ পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে। কারণ, সারাবিশ্বের ২৯টি দেশ কলেরার ঝুঁকিতে আছে। এর মধ্যে বাংলাদেশও একটি। বাংলাদেশে ১৪১ জন কলেরা রোগী শনাক্ত হয়েছে। যদি এটা ঠিক মতো ম্যানেজ করা না যায় এবং পানীয় জল ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি করা না যায় তাহলে এর প্রাদুর্ভাব ঘটতে পরে। বাংলাদেশে কয়েক বছর ধরে নিপাহ ভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে এবং ক্রমাগত এটি বিস্তৃত হচ্ছে। শীতেই এটা বিস্তৃত হয়। আর ডেঙ্গু তো আছেই। এখন করোনার নতুন ধরন জিএন১ ভাইরাস ভারতে পাওয়া গেছে। এটা বাংলাদেশেও চলে আসতে পারে।

তিনি বলেন, শীতের প্রচলিত রোগের পাপশাপাশি ডেঙ্গু, করোনা আর নিপাহ ভাইরাস এবার আমাদের জন্য নতুন উদ্বেগ। নিউমোনিয়াও বেড়ে যাচ্ছে।

তবে তিনি মনে করেন, বাংলাদেশের হাসপাতালগুলোর এ ধরনের রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার দক্ষতা গড়ে উঠেছে। তাই সব পক্ষ সতর্ক থাকলে আতঙ্কের কিছু নাই।

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ অধাপক ড. এবিএম আব্দুল্লাহ বলেন, শীতে শীতজনিত রোগ বাড়ে। এটার জন্য সতর্কতার বিকল্প নাই। এই সময়ে শিশু এবং বয়স্করা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে। তাই তাদের যতদূর সম্ভব ঠান্ডা থেকে দূরে রাখতে হবে। সামর্থ্য থাকলে রুম হিটার ব্যবহার করতে হবে। আর কোনো রোগের লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

আর করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে তিনি এখনই সতর্ক হওয়রার পরামর্শ দেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে, দেশের হাসপতালগুলোকে শীতের রোগের পাশাপাশি করোনার ভ্যারিয়েন্টের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সচেতনতামূলক প্রচারও বাড়ানো হয়েছে। আর এই সময়ে দেশের যেসব অঞ্চলে শীত বেশি পড়ছে, সেসব অঞ্চলে নিম্নবিত্ত মানুষের মধ্যে গরম কাপড় বিতরণ জরুরি।

এদিকে শীতেও ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় গ্যাস সংকট অব্যাহত আছে। ঢাকার মোহাম্মদপুর, আদাবর, মিরপুর, সোবহান বাগ যাত্রাবাড়ি, রামপুরা, বাড্ডা, উত্তর খান ও দক্ষিণ খানসহ আরো কিছু এলাকায় গ্যাস সংকট তীব্র হচ্ছে। পেট্রোবাংলা জানিয়েছে, সহসা এই গ্যাস সংকট কাটবে না। কারণ, প্রতিদিন এখন দেশে গ্যাসের চাহিদা চার হাজার ২০০ মিলিয়ন ঘন ফুট সর্বোচ্চ তিন হাজার মিলিয়ন ঘনফুট সরবরাহ করা হচ্ছে।

ভারতে ছড়াচ্ছে নতুন প্রজাতির অ্যাডিনো ভাইরাস

কলকাতা : অ্যাডিনো ভাইরাসের নতুন প্রজাতির সংক্রমণ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সতর্ক করল কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞানীরা।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল কাউন্সিল (আইসিএমআর) একটি চিঠি পাঠিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য দপ্তরকে। সেখানে বলা হয়েছে, অ্যাডিনো ভাইরাসের একটি নতুন প্রজাতি তৈরি হয়েছে। ২০২২ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে যত শিশু অ্যাডিনো ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে, তার একটি বড় অংশ ওই নতুন প্রজাতির ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। আইসিএমআর এর বক্তব্য, নতুন ওই প্রজাতির ভাইরাসের মারণ ক্ষমতা অনেক বেশি। বস্তুত, সে কারণেই এবার অ্যাডিনো ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে শিশুমৃত্যুর ঘটনা অনেক বেশি। অ্যাডিনো ভাইরাসের ওই নতুন প্রজাতিকে চিহ্নিত করা হয়েছে 'বি৭৩' হিসেবে। আর্জেঃটিনা এবং পর্তুগালে অ্যাডিনো ভাইরাসের এই প্রজাতি দেখা গেলেও ভারতে কখনো এই প্রজাতি খুঁজে পাওয়া যায়নি। আইসিএমআর এর বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্ত শিশুদের কফের পরীক্ষা করে এই প্রজাতির ভাইরাসের দেখা মিলেছে। আইসিএমআর জানিয়েছে, কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি থেকে সব মিলিয়ে তিন হাজার ১১৫ জনের কফের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল, তার মধ্যে এক হাজার ২৫৭ জনের শরীরে অ্যাডিনো ভাইরাস পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৪০ জনের দেহে মিলেছে নতুন প্রজাতির ভাইরাস। যাদের শরীরে এই ভাইরাস পাওয়া গেছিল, তাদের অনেকেরই মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসক সাত্যকি হালদার জানিয়েছেন, ''গত বছর অ্যাডিনো ভাইরাসের প্রভাব ভালোই বোঝা গেছে। বহু শিশু এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। অনেকের মৃত্যু হয়েছে। নতুন যে প্রজাতির কথা বলা হচ্ছে, তা অত্যন্ত মারাত্মক। ফলে এখন থেকেই এই বিষয়টি নিয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।'' আইসিএম আর স্বাস্থ্য দপ্তরকে যে চিঠি দিয়েছে, অভিযোগ, তাতে বলা হয়েছে, ডেঙ্গি এবং করোনার মতো রাজ্য সরকার অ্যাডিনো ভাইরাসে আক্রান্ত এবং মৃতের সংখ্যা ক করে দেখিয়েছে। যদিও স্বাস্থ্য দপ্তর এই অভিযোগ মানতে চায়নি। তবে আগামী বছর এই ভাইরাস যে আরো জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে, তা তারা মেনে নিয়েছে। বস্তুত, এখন থেকেই এর প্রস্তুতি না নিলে অবস্থা জটিল হতে পারে বলে মনে করছেন স্বাস্থ্য দপ্তরের কোনো কোনো কর্তা।

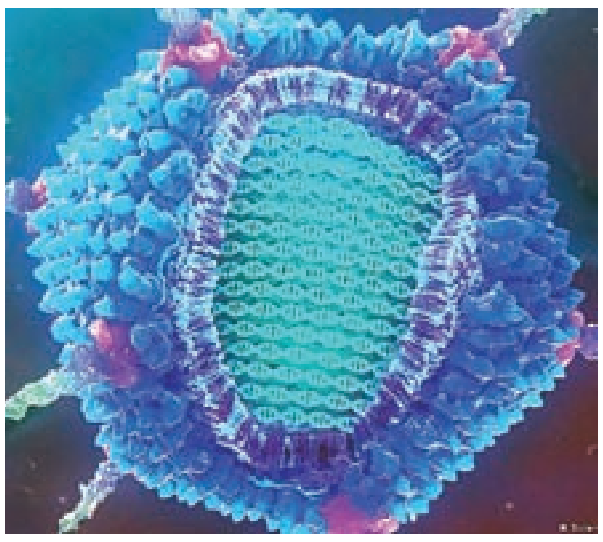

জার্মানিতে প্রবল বৃষ্টি, ছয় রাজ্যে বন্যাসতর্কতা

বাভারিয়া :জার্মানিতে বড়দিন পর্যন্ত প্রবল বৃষ্টি হবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। ছয় রাজ্যে বন্যা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। রোববার আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী ৪৮ থেকে ৯৬ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রবল বৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে বিভিন্ন রাজ্যে বন্যার আশঙ্কা তীব্র হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর স্যাক্সনি, লোয়ার স্যাক্সনি, বাভারিয়া, হেসে, নর্থ রাইন ওয়েস্টফালিয়া, রাইনল্যান্ড প্যালাটিনেটে বন্যাসতর্কতা জারি করেছে। জার্মানিতে বন্যাসতর্কতারচারটি পর্যায় আছে। এখন তৃতীয় পর্যায়ের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অনেক নদীর জল বিপদসীমার কাছাকাছি বা তার ঠিক উপর দিয়ে বইছে। বিভিন্ন জায়গায় জরুরি পরিষেবার কর্মীদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। রডেনবার্গ শহরের মেয়র জানিয়েছেন, নদীর জল বন্যানিরোধক ব্যবস্থার উপর দিয়ে বইছে। গত ২৫ বছরে এরকম অবস্থা হয়নি। স্যাক্সনির তিনটি নদীর জল অনেকটাই বেড়ে গেছে। জার্মানির অনেক জায়গায় প্রবল বৃষ্টির ফলে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। নর্থ রাইন ওয়েস্টফালিয়াতে একজন নারীর গাড়ি জলে প্রায় ডুবে যায়। জরুরি পরিষেবার ওই নারীকে উদ্ধার করেছেন।

গৃহহীনরা নির্মূলে ব্যর্থ ধনী জার্মানি?

বার্লিনঃ ২০৩০ সালের মধ্যে গৃহহীনতা নির্মূল করার পরিকল্পনা করেছে জার্মান সরকার। তবে এই পরিকল্পনা সফল হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। বার্লিনের টাবর গির্জার দরজা খোলার আধা ঘঃটা আগেই গৃহহীনরা সেখানে পৌঁছাতে শুরু করেন। সপ্তাহে একদিন গির্জাটিতে গৃহহীনদের জন্য একটি ক্যাফে খুলে দেয়া হয়। গৃহহীন মানুষেরা সেখানে বিনামূল্যে খেতে, পান করতে এবং টয়লেট ব্যবহার করতে পারেন। শিগগিরই এখানে গরম খাবারও দেয়ার আশা করছে কর্তৃপক্ষ। বার্লিনের শীতের রাতে তীব্র ঠান্ডা থেকে বাঁচতে সপ্তাহে একদিন গির্জার ভেতরে গৃহহীনদের ঘুমাতেও দেয়া হয়। ৪০ জনের মতো গৃহহীন এখানে বিছানায় ঘুমাতে পারেন। কখনও কখনও এই সংখ্যা ৬০ জনের বেশি হয়। দুজন স্বেচ্ছাসেবক ডাক্তার তাদের নানা অসুস্থতার চিকিৎসাসেবাও দিয়ে থাকেন। টাবর চার্চের যাজক সাবিনে আলব্রেশ্ট বলেন, যারা ঘুমানোর জায়গা খুঁজতে আসে আর যারা ক্যাফেতে ঘনঘন আসেন, তারা এক নন। তিনি বলেন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে যারা নন, তারা এখানে আসতে পারেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ খুবই করুণ অবস্থায় রয়েছেন। যারা ঘুমানোর জায়গা খোঁজেন, তাদের অনেকেই পূর্ব ইউরোপ থেকে এসেছেন। তারা হয় বেকার বা কাজের নিশ্চয়তা নেই। অনেকেরই মাদকাসক্তির সমস্যা রয়েছে, সহিংসতার শিকার হয়েছেন এবং মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন। আলব্রেশ্ট বলেন, একজন ব্যক্তি ''এখানে ২০ বছর ধরে ঘুমাচ্ছেন।'' কিভাবে তিনি এত দুঃখ মোকাবিলা করেন? আলব্রেশ্ট বলেন, ''হেল্পার সিন্ড্রোম (কাউকে সাহায্য করছি, এমন মানসিকতা) কোন উপকার করে না। আপনাকে কঠোর হতে হবে এবং ঘটনাগুলো ব্যক্তিগতভাবে নিলে হবে না।'' এর অর্থ হলো, আক্রমণাত্মক এবং অভদ্র হতে পারে, এমন মানুষকেও সহায়তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। মার্গট মোসার ৩০ বছর আগে চার্চটিতে প্রথম এই রাতে ঘুমানোর পরিষেবা শুরু করেন।

সম্পাদকীয়

ন্যাটো ভজঘট পাকিয়ে ফেলেছে, ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়া কি জিততে চলেছে

ইউক্রেনের সঙ্গে যুক্তরাজ্য একটি নৌচুক্তি করার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। এর মধ্য দিয়ে ভলোদিমির জেলেনস্কির নেতৃত্বে ডুবতে বসা একটি দেশকে সামরিক সহায়তার পরিমাণ দ্বিগুণ করছে তারা। জার্মানিও ইউক্রেনকে অস্ত্রসহায়তা বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যদিও বাস্তবে তাদের অস্ত্রের মজুত খালি হয়ে এসেছে। যুক্তরাজ্য ও জার্মানি তাদের অর্থভান্ডার ও অস্ত্রভান্ডার খালি করে ফেলছে। যুক্তরাষ্ট্রও একই চেষ্টা করে চলেছে। ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত বিল গার্টেজএর একটি নিবন্ধ থেকে জানা যাচ্ছে, তাইওয়ানকে সহায়তা করার জন্য চীনা কমিউনিস্ট পার্টি সংক্রান্ত হাউস সিলেক্ট কমিটির চেয়ারম্যান মহৎ একটি ধারণা হাজির করেছেন। ধারণাটি হলো, যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রভান্ডার থেকে তাইওয়ানকে বাতিল অস্ত্র দেওয়া। এর কারণ হলো, তাইওয়ানকে নতুন অস্ত্র দেওয়া প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। নিবন্ধটিতে জানানো হয়, যুক্তরাষ্ট্র থেকে অস্ত্র কেনার জন্য তাইওয়ান ২ বিলিয়ন ডলার দিলেও সেই অস্ত্র তাদের দেওয়া হয়নি। তিন বছর আগে এসব অস্ত্র কেনার চুক্তি করলেও ২০২৯ সালের আগে সেগুলো তাইপের কাছে

পৌঁছাবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষাশিল্পের এই দুর্বলতা ও সমস্যার কারণ হলো তীব্র জনবলসংকট। শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, ন্যাটোর দেশগুলোও একই সংকটে পড়েছে। জার্মানির বর্তমান সরকার খুব দ্রুত তাদের রাজনৈতিক সমর্থন হারিয়ে ফেলছে। এ পরিস্থিতিতে জার্মান পার্লামেন্টে সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক নিয়োগের জন্য কোনো ভোট হলে সেটা তাদের জন্য রাজনৈতিক আত্মহত্যা হবে। জার্মানির প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরিস পিসটোরিয়াস সমস্যাটি বুঝতে পারলেও জনসমর্থন ফিরে পাওয়া যায়, এমন কোনো সমাধান তাঁর হাতে নেই। জার্মানির রাজনীতি দ্রুত ডানপন্থার দিকে ঘুরে যাচ্ছে। জার্মানির ডানপন্থী দল অলটারনেটিভ ফর জার্মানির (এএফডি) পক্ষে ভোটারদের সমর্থন বেড়ে চলেছে। এএফডি এখন পর্যন্ত বাধ্যতামূলক নিয়োগের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো অবস্থান নেয়নি। কিন্তু রাশিয়ার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পক্ষে তারা। এ ছাড়া ইউরোপের প্রতিরক্ষার জন্য ব্যয় বাড়ানোর উদ্যোগের বিরুদ্ধে এএফডি। জার্মানির সেনাবাহিনীতে লোকবল কমতে কমতে এখন ১ লাখ ৮১ হাজার ৩৮৩ জনে পৌঁছেছে। হাজার হাজার পদ শূন্য রয়ে গেলেও তা পূরণ করা যাচ্ছে না। জার্মান ট্যাবলয়েড বিল্ড জানাচ্ছে, দেশকে রক্ষা করার মতো সেনাবল কিংবা অস্ত্রবল কোনোটাই নেই জার্মানির সেনাবাহিনীর। সেনাবাহিনীর এই সংকট যখন উঠে আসছে, সেসময়ে লিথুনিয়ায় পাঁচ হাজার সেনা পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে জার্মানি। লিথুনিয়ার সঙ্গে বেলারুশের যে সীমান্ত, তার মাত্র ২০ কিলোমিটারের মধ্যে জার্মান সেনারা অবস্থান করবেন। ২০২৪ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে সেখানে সেনা পাঠানো শুরু হবে। ব্রিগেডটি পুরোপুরি প্রস্তুত হবে ২০২৭ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে। অথচ জার্মান প্রতিরক্ষামন্ত্রী কিছুদিন আগেও বলেছিলেন, 'একটা নিষ্ঠুর আগ্রাসী যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটি দেশকে সুরক্ষা দেওয়ার মতো সেনাবাহিনী আমাদের নেই।' বোঝাই যাচ্ছে, এর চেয়ে স্ববিরোধিতা আর কি হতে পারে। যুক্তরাজ্যের সেনাবাহিনীও বড় সমস্যায় পড়েছে। আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা বিষয়ের ওয়েবসাইট ডিফেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি মনিটরের প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, 'যুক্তরাজ্যের সেনাবাহিনীকে দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বমানের সেনাবাহিনী হিসেবে বিবেচনা করা হলেও এখন তারা লোকবলের বড় সংকটে ভুগছে।' স্কাই নিউজের বরাতে 'দ্য ডিফেন্স পোস্ট' যুক্তরাজ্যের সশস্ত্র বাহিনীর একগাদা সমস্যা চিহ্নিত করেছে। তারা বলছে, যদি কারও সঙ্গে যুদ্ধ বেধে যায়, তাহলে যুক্তরাজ্যের সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্র গোলাবারুদ কয়েক দিনের মধ্যে ফুরিয়ে আসবে। ফ্রান্সের সেনাবাহিনীর দুরবস্থা নিয়ে বলতে গেলে তালিকা ফুরিয়ে যাবে। আমরা জানি যে ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রে ফ্রান্সের অস্ত্রশস্ত্র খুব ভালো কাজ করেনি। রাশিয়া যেমনটা চাইছে, ইউক্রেন এখন যদি আত্মসমর্পণ করে, তাহলে ন্যাটো একটি বড় পরাজয়ের মুখে পড়বে। এই পরাজয় হবে ১৯৪৯ সালে জোট গঠনের পর সবচেয়ে বড় পরাজয়।

যিশু খ্রিস্ট ঃ ইতিহাসের চোখে তাঁর আসল চেহারাটি কেমন ছিল

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধর্ম আর শিল্প দুটোই ইউরোপ কেন্দ্রিক হয়ে পড়ার কারণে যিশুর এই চেহারাটিই সবচেয়ে বেশী পরিচিতি পেয়েছে - একজন দাড়িওয়ালা শ্বেতাঙ্গ মানুষ, যার রয়েছে লম্বা বাদামী চুল এবং নীল চোখ। বিশ্বের প্রায় দুইশো' কোটি খ্রিস্টানের কাছে এটিই যিশুর পরিচিত ছবি, কিন্তু বাস্তবের সাথে হয়তো এর খুব কমই মিল রয়েছে।

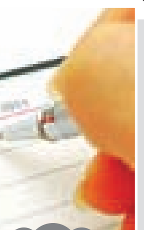

রোমা
প্রাবন্ধিক

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যিশু সম্ভবত ছিলেন কালো, খাটো এবং তিনি চুল ছোট করেই ছাঁটতেন - যেমনটা দেখা যেত ওই সময়ের অন্য সব ইহুদির মধ্যে। যিশু আসলে দেখতে কেমন ছিলেন, বাইবেল পড়ে তা জানার উপায় নেই। বাইবেলে যিশুর জীবন সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু তাঁর চেহারা সম্পর্কে কোন বর্ণনা নেই।

গসপেলগুলোতে তাঁর শরীরের কোন বর্ণনা নেই, বলা হয়নি তিনি লম্বা ছিলেন নাকি খাটো, সুদর্শন না শক্তপোক্ত - শুধু বলা হয়েছে, তাঁর বয়স ছিল আনুমানিক ৩০ বছরের মতো, বলছেন নিউজিল্যান্ডের ইতিহাসবিদ জোয়ান ই. টেলর।

লন্ডনের কিংস কলেজের ধর্মতত্ত্ব ও ধর্ম গবেষণা বিভাগের এই অধ্যাপক একটি বই লিখেছেন - হোয়াট ডিড জেসাস লুক লাইক? অর্থাৎ যিশু দেখতে কেমন ছিলেন?

এই যে তথ্যের অভাব, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, বলছেন আরেকজন ইতিহাসবিদ আন্দ্রে লিওনার্দো শেভিতারিস, যিনি ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো শহরের ফেডারেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক।

যিশু দেখতে কেমন ছিলেন, তা তাঁর প্রথমদিককার অনুসারীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিবেচ্য ছিল বলে মনে হয় না। তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো যিশুর চিন্তাভাবনার বিষয়টি লিপিবদ্ধ করা।

২০০১ সালে বিবিসি প্রযোজিত একটি তথ্যচিত্রের জন্য মুখমণ্ডল পুনর্গঠন বিষয়ক ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ রিচার্ড নিভ বাস্তবের কাছাকাছি যিশুর একটি প্রতিমূর্তি তৈরি করতে তাঁর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কাজে লাগান। যিশু যেখানে বাস করতেন সেখান থেকে পাওয়া প্রথম শতকের তিনটি খুলি ব্যবহার করে তিনি এবং তাঁর দল একটি ত্রিমাত্রিক মডেল দাঁড় করান, আর তৈরি করেন এমন একটি মুখমণ্ডল, যা হয়তো হতে পারতো যিশুর মুখ।

ওই সময়ের ইহুদিদের কঙ্কাল থেকে দেখা গেছে যে তাদের গড় উচ্চতা ছিল ১.৬০ মিটার, আর বেশীরভাগ পুরুষের ওজন ছিল ৫০ কিলোগ্রামের একটু বেশী।

অধ্যাপক টেলর যিশুর বাহ্যিক চেহারা সম্পর্কে এ রকমই একটি ধারণায় পৌঁছেছেন।

বায়োলজিক্যাল বা জৈবিক গঠনের দিকে থেকে ওই সময়ের ইহুদিরা আজকের ইরাকী ইহুদিদের অনুরূপ। তাই আমার মনে হয় যিশুর চুল ছিল ঘন বাদামী থেকে কালোর মধ্যে, চোখ বাদামী, বাদামী ত্বক -

একেবারেই একজন মধ্যপ্রাচ্যের পুরুষ, টেলরের বক্তব্য।

ব্রাজিলের গ্রাফিক ডিজাইনার এবং ফরেনসিক ফেসিয়াল রিকনস্ট্রাকশন বিশেষজ্ঞ সিসারো মোরায়েস বিবিসি ব্রাজিলের অনুরোধে যিশু খ্রিস্টের একটি বৈজ্ঞানিক ইমেজ তৈরি করেন।

তাঁর মন্তব্যে তিনি বলেন, যিশু নিশ্চিতভাবে শ্যামবর্ণের ছিলেন। কারণ ওই অঞ্চলের মানুষের গায়ের রঙটাই এমন। এরা মরুভূমির মানুষ, যাদের থাকতে হয় প্রখর সূর্যের নীচে।

আরেকটি মজার বিষয় হলো যিশুর চুল।

ঈশ্বরের বানী প্রচারের জন্য যিশুর নির্বাচিত ১২ জনের একজন পল লিখেছিলেন যে লম্বা চুল রাখা পুরুষের জন্য গ্লানিকর, তাই যিশুর লম্বা চুল রাখার কথা নয়, যদিও ছবিতে এমনটা দেখানো হয়।

তখনকার রোমে পুরুষদের মধ্যে প্রচলন ছিল দাঁড়ি কামিয়ে রাখা এবং চুল ছোট করে কাটা। যদিও প্রাচীন আমলে দার্শনিকেরা সম্ভবত লম্বা দাঁড়ি রাখতেন, বলছেন ইতিহাসবিদ জোয়ান টেলর।

অধ্যাপক লিওনার্দো শেভিতারিস বলছেন, যিশুর তৃতীয় শতকের যে প্রতিরূপটি পাওয়া গেছে, তাতে তাকে একজন তরুণ হিসেবে দেখানো হয়েছে, যার ছিল ছোট চুল।

বিষয়টি তিনি ব্যাখ্যা করেন এভাবে ঃতাকে অনেকটা তরুণ একজন দার্শনিকের মতো দেখা গেছে - একজন দাঁড়িওয়ালা দেবতা নয়, বরং একজন শিক্ষক।

সাও পাওলো ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক উইলমা স্টিগাল দেখান যে খ্রিস্টানদের প্রথমদিকের আইকোনোগ্রাফিতে যিশুকে অনেক রকমভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে - কখনো দার্শনিক বা শিক্ষকের মতো দাঁড়ি সহ, কখনো দাঁড়ি ছাড়া, টিউনিক পড়া, কখনো সূর্য দেবতার মুখাবয়ব, আবার কখনো বা সাধারণ একজন মেষপালক।

স্বর্গীয় রূপ

অধ্যাপক টেলর বলেন, গত বেশ কিছু শতাব্দী ধরে যিশুর যে ছবিটি আঁকার চেষ্টা করা হয়েছে, সেটি একটি স্বর্গীয় রূপ - ঈশ্বরের পুত্র। এই ছবিতে যিশু মানবীয় নন। এই বিষয়টি সবসময়েই আমাকে মুগ্ধ করেছে, বলছেন তিনি।

লম্বা চুলদাঁড়ির যিশুর ছবিটি উঠে আসে মূলত মধ্যযুগে, বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগে।

অধ্যাপক শেভিতারিস যেমনটা বলছেন, ওইসব ছবিতে যিশুকে দেখানো হয়েছে একজন অপরাজেয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে - ইতিহাসের ওই সময়ের রাজা কিংবা সম্রাটদের মতো করে।

সাও পাওলোর ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানী ফ্রান্সিসকো রিবেইরো নেটো বলছেন, প্রাচ্যের গির্জাগুলোতে যিশুকে সব সময়েই বিশেষভাবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যেমন তাঁর শির উঁচু, তাঁর দুই চোখের মাঝখানের ভাজে প্রজ্ঞার চিহ্ন এবং নশ্বর পৃথিবী ছাড়িয়েও তাঁর দেখার ক্ষমতা। অনেকের মাঝে যখন তাকে দেখানো হয়েছে, তখন তাকে দেখানো হয়েছে বড় করে, যার মানে হলো তিনি অন্য মানুষদের তুলনায় শ্রেয়। আর ক্রুশবিদ্ধ যিশুকে দেখানো হয়েছে জীবন্ত এবং গরিমা সমৃদ্ধ, যা ধারণা দেয় যে তিনি পুনরায় ফিরে আসবেন।

কিন্তু পশ্চিমের গির্জাগুলো এমন ধরাবাঁধা কোন নিয়ম অনুসরণ করেনি। ফলে শিল্পীরা নিজেদের মতো করে যিশুর ছবি এঁকেছেন। অনেক ছবিতে তাকে আঁকা হয়েছে মিষ্টি করে, আবার কোন কোন ছবিতে তিনি কষ্ট ভোগ করছেন কিংবা একজন শহীদ, বলছেন রিবেইরো নেটো।

এই সমাজবিজ্ঞানী বলছেন যে যখন কোন কিছুকে শিল্প হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, তখন সংস্কৃতি তাকে প্রভাবিত করে।

সেই কারণে নীল চোখের যিশুকে নিয়ে কোন সমস্যা নেই, সমস্যাটা হলো আপনি ধরে নিচ্ছেন স্বর্গীয় ভাবটিতে ইউরোপীয় ভাবধারা থাকতে হবে, কারণ এটা তাদেরই প্রতিনিধিত্ব করছে সামাজিক মাপকাঠিতে যারা ওপরের দিকে রয়েছে।

ইতিহাসবিদ শেভিতারিস মনে করেন ইউরোপীয় যিশু এবং নতুন যেসব দেশে খ্রিস্ট ধর্মের প্রচার হয়েছে, সেসব দেশের যিশুর মধ্যে পার্থক্য ঘোচাতে পরের দিকে এমন একজনকে খুঁজে বের করার চেষ্টা হয়েছে, যিনি হবে এথনিক যিশু।

তিনি বলেন, চীনে এক সময়কার পর্তুগিজ উপনিবেশ ম্যাকাওতে যে যিশুকে দেখা যায়, তাঁর চোখ বেশ সরু, আর পোশাকও পড়েন অনেকটা চীনাদের মতো করে।

আর ইথিওপিয়াতে এমন যিশুও দেখা গেছে, যার রঙ কালো।

সাময়িকী

ক্রুসেড ঃ যেভাবে খ্রিষ্টান আর মুসলমানদের মধ্যে শুরু হয়েছিল শত শত বছরব্যাপী ধর্মযুদ্ধ

দশম শতকে খৃষ্টান আর মুসলমানদের মধ্যে ধর্মের নামে তিনশো বছর ধরে যুদ্ধ চলেছিল, যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল পুরো ইউরোপ, এশিয়া আর আফ্রিকার বহু দেশ। দশম শতকে জেরুসালেমসহ প্রাচীন ফিলিস্তিনের (বর্তমানে ইসরায়েল, ফিলিস্তিন ও জর্ডানের অংশ) এমন কিছু

এস. ইসলাম
প্রাবন্ধিক

জায়গাকে পবিত্র ভূমি বলে মনে করা হতো, যা ইহুদি, খ্রিষ্টান এবং মুসলমান তিন ধর্মের মানুষের কাছে ছিল তীর্থস্থান। সেই সময় জেরুসালেমসহ এসব পবিত্রভূমি ছিল মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে। এছাড়া স্পেন, উত্তর আফ্রিকা এবং এশিয়া মাইনরে (আধুনিক তুরস্কের যে অংশটি এশিয়ায় পড়েছে) ছিল মুসলমানদের আধিপত্য।

জেরুসালেম শহরের নিয়ন্ত্রণ নেয়া আর মুসলমানদের আধিপত্য ঠেকানোর উদ্দেশ্যেই মূলত শুরু হয়েছিল খ্রিষ্টান আর মুসলমানদের মধ্যে ধর্মযুদ্ধ। খ্রিষ্টানরা যাকে ক্রুসেড বলে বর্ণনা করেন। মুসলমানরা অনেক সময় একে জিহাদ বলে অভিহিত করেছেন। পরের তিনশো বছর ধরে খ্রিষ্টানদের ক্রুসেড চলেছে।

ইসরায়েলের কাছে আরবরা কেন পরাজিত হয়েছিল?
ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে ইসরায়েলের দীর্ঘ সংঘাতের ইতিহাস
তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ইতিহাসবিদ ড. সোনিয়া নিশাত আমিন মনে করেন, ক্রুসেডের পেছনে ধর্ম ছাড়াও আরও অনেকগুলো উদ্দেশ্য ছিল।

তিনি বলছেন, ''ধর্মের কথা বলা হলেও এখানে শুধু ধর্ম একমাত্র বিষয় ছিল না। তিন চার শতাব্দী ধরে যেটা চলমান ছিল, তার পেছনে অনেকগুলো কারণ ছিল। খ্রিষ্টান এবং মুসলমান দুটি ধর্মের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই থেকেই ক্রুসেডের শুরু। কিন্তু ক্লেরমন্টে পোপ দ্বিতীয় আরবান যে বক্তব্য দিয়েছিলেন, যেখান থেকে ক্রুসেডের সূত্রপাত হয়, তা থেকে বোঝা যায়, এর পেছনে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং অর্থনৈতিক কারণও ছিল।'' ''এর পেছনে ব্যবসা বাণিজ্য, ভূমির জন্য ক্ষুধা, ক্ষমতার বিস্তার, নিজেদের সাম্রাজ্য বা প্রভাব ধরে রাখা, অনেকগুলো কারণ ছিল,'' তিনি বলছেন।

প্রথম ক্রুসেড ঃ মধ্যযুগে খ্রিষ্টানদের কাছে জেরুসালেম শহরটি ছিল তাদের ধর্মীয় প্রেরণার প্রধান কেন্দ্র। কারণ এখানেই যিশু খৃষ্টের মৃত্যু হয়েছিল এবং সমাহিত করা হয়েছিল। জেরুসালেমে থাকা চার্চ অফ দি হোলি সেপালকরে শত শত বছর ধরে খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীরা আসতেন। অন্যদিকে মুসলমানদের কাছে জেরুসালেম তৃতীয় পবিত্র নগরী, যেখান থেকে ইসলামের নবী মোহাম্মদ বেহেস্তে যাত্রা করেছিলেন বলে ইসলাম ধর্মের বিবরণে উল্লেখ করা হয়। ছয়শ আটত্রিশ সালে আরব মুসলমানরা এই শহর ও পবিত্র এলাকা বলে বিবেচিত ভূমি দখল করে নেয়। এই শহরের ডোম অফ দ্যা রক এবং আল আকসা মসজিদ মুসলমানদের কাছে অন্যতম প্রধান ধর্মীয় স্থান।

কেন গাজার খ্রিস্টানদের বেথলেহেম আসা নিষিদ্ধ হলো?
মুসলমানরা নিয়ন্ত্রণে নেয়ার পরেও খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীরা বিনা বাধায় তাদের তীর্থকেন্দ্রে আসতে পারতেন। কিন্তু প্রায় ১০৭৭ সালে সেলযুক শাসকরা তাতে কড়াকড়ি আরোপ করে। সেই সময় অনেক স্থানে খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীরা হয়রানির শিকার হন বলেও খবর ছড়িয়ে পড়ে। তখন বাইজেন্টাইন সম্রাট প্রথম আলেক্সিস কমনেনুস ভয় পেতে শুরু করেন যে, সেলযুক সাম্রাজ্য তার এলাকার দিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং কনস্টান্টিনোপলের জন্য হুমকি তৈরি করতে পারে। সেটা ঠেকাতে তিনি পোপের সহায়তা চান।

'দ্য ক্রুসেডস ঃ দি অথোরিটেটিভ হিস্টরি অফ দ্য ওয়ার ফর দ্য হোলি ল্যান্ড' গ্রন্থে থমাস অ্যাসব্রিজ উল্লেখ করেছেন, সম্রাটের অনুরোধের পর ১০৯৫ সালে ফ্রান্সের একটি ছোট্ট শহর ক্লেরমন্টে পোপ দ্বিতীয় আরবান ঘোষণা দেন, খ্রিষ্টান ধর্ম বিপদে রয়েছে, হামলা ও আগ্রাসনের মুখে পড়েছে। যিশুর সৈনিক হিসাবে ইউরোপকে জেগে ওঠার আহ্বান জানান। ইউরোপের যোদ্ধারা যদি খ্রিষ্টান ধর্মের জন্য জেরুসালেম উদ্ধারে যুদ্ধ করতে যায়, তাহলে তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হবে। ফলে ইউরোপের যোদ্ধাদের পাশাপাশি বহু সাধারণ মানুষও অস্ত্র হাতে ক্রুসেডার দলে যোগ দেন। তাদের প্রতীক ছিল লাল রঙের ক্রস চিহ্ন। প্রথম ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ শুরু হয় ১০৯৬ সালে। ফ্রান্স, জার্মানি এবং ইতালি থেকে ক্রুসেডাররা (যাদের আরবরা ডাকতো ফ্রাঙ্কস নামে) পবিত্র ভূমি উদ্ধারের জন্য রওনা দেন। প্রায় ১০ হাজার যোদ্ধা কনস্টান্টিনোপলে সমবেত হয়।

ইসরায়েলের আরব নাগরিকরা কী ধরনের বৈষম্যের শিকার?
কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট আলেক্সিস ক্রুসেডার সমর নায়কদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেন, তারা যেসব এলাকা দখল করবেন, তা তার সাম্রাজ্যের অংশ হবে। প্রথমে পিপলস ক্রুসেড নামে সাধারণ যোদ্ধাদের একটি দল বসফরাস প্রণালী অতিক্রম করে মুসলমানদের আক্রমণ করলেও তুর্কি বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। থমাস অ্যাসব্রিজ লিখেছেন, প্রায় ৭৫ হাজার ক্রুসেডারের এই বাহিনী সেলযুক রাজধানী নিকায়া দখল করে। এরপর দরিলিয়ামের যুদ্ধে মুসলমান বাহিনীকে ঠেকিয়ে দেয়। ফলে তাদের জেরুসালেমের দিকে যাওয়ার পথ পরিষ্কার হয়। এরপর তারা এডেসা এবং অ্যান্টিওচ দখল করে। এরপর ক্রুসেডাররা জেরুসালেমের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সেই সময় জেরুসালেমের গভর্নর ছিলেন ফাতিমিদ শাসক ইফতিখার আদদুলা। তখন সেখানে সহস্রাধিক সৈনিক আর চারশো অশ্বারোহী ছিল বলে ধারণা করা হয়।

'দ্য ক্রুসেডস ঃদি অথোরিটেটিভ হিস্টরি অফ দ্য ওয়ার ফর দ্য হোলি ল্যান্ড' বইতে থমাস অ্যাসব্রিজ লিখেছেন, ১০৯৯ সালের ১৫ই জুলাই দীর্ঘ অবরোধের পর তারা জেরুসালেম দল করে। খ্রিষ্টানরা সেখানে নিষ্ঠুর আক্রমণ চালিয়েছিল। হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। সেই সময় তাদের একজনের লেখায় উল্লেখ করা হয়েছে, ''এতো ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছিল যে, আমাদের লোকজনের পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত রক্তে ভরে গিয়েছিল।'' সেখানে সিনাগগে যে ইহুদি ধর্মাবলম্বীরা লুকিয়ে ছিলেন, তাদেরও হত্যা করে ক্রুসেডাররা। তেরশ শতকে ইরাকি ইতিহাসবিদ ইবন আল আথিরের মতে, সেই সময় জেরুসালেমে ৭০ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। তবে সাম্প্রতিক গবেষণায় ধারণা করা হয়, সেই সময় নিহতের সংখ্যা তিন হাজারের বেশি ছিল না।

জানা অজানা

যখন আমেরিকা ও ব্রিটেনে খ্রিষ্টানরাই ক্রিসমাস নিষিদ্ধ করেছিলো

ডিসেম্বর মানেই খ্রিস্টানদের জন্য উৎসবমুখর একটা সময়। আগেকার দিনের ব্রিটেনেও বিষয়টা তেমনই ছিলও। যিশুখ্রিস্টের জন্মদিনকে ঘিরে তখন পুরো মাস জুড়ে সাধারণ মানুষজন নানা ধরনের হৈহুল্লোড়ে মেতে থাকতেন। পানশালাগুলোতে লেগে থাকতো প্রাণবন্ত লোকজনের ভিড়। পরিবার, বন্ধুবান্ধব নিয়ে সবাই খাওয়া দাওয়া গান বাজনার মধ্যে দিয়ে সময় কাটাতেন। তবে বিশুদ্ধতাবাদী খ্রিস্টানরা এগুলোকে পাপাচারিতা বলে মনে করতেন। অনেকসময় অবশ্য বাড়াবাড়িও করতেন অনেকে। ১৬৪৪ সালে বিশুদ্ধতাবাদী খ্রিস্টানরা ক্রিসমাস রহিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তারা ছিলেন প্রটেস্টান্ট খ্রিস্টান বিশ্বাসের অনুসারী। তাদের মতে এসব বর্বর ও ধর্মহীনদের উৎসব, যার সাথে খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের কোন সম্পর্ক নেই। তারা বলতেন ২৫শে ডিসেম্বর যে যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন বাইবেলে এমন তথ্যের কোন ভিত্তি নেই। সেখানে তাই বেশ কিছুদিন ক্রিসমাসের সাথে সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম নিষিদ্ধ ছিলও। এমনকি সেদিন গির্জাগুলোতে ধর্মীয় প্রার্থনাও অবৈধ ছিলও। আমেরিকাতেও বিশুদ্ধতাবাদী খ্রিস্টানরা এই উৎসবকে ধর্মবিরোধী বলে মনে করতো। সেখানেও কিছু এলাকায় একই কারণে ক্রিসমাস নিষিদ্ধ ছিলও। যেমন ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যে ১৬৫৯ থেকে ১৬৮১ সাল পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বলবত ছিলও। প্রচলিত বিশ্বাস হলো যিশুখ্রিস্ট ২৫শে ডিসেম্বর জন্ম নিয়েছেন। কিন্তু সেনিয়ে প্রচুর বিতর্কও রয়েছে। কিছু ধর্মতত্ত্ববিদ মনে করেন তার জন্ম আসলে শীতকালে নয় বরং বসন্তে। কারণ যিশুখ্রিস্টের জন্মকে ঘিরে যেসব গল্প প্রচলিত রয়েছে তাতে মাঠে ভেড়ার পালের কথা উল্লেখ রয়েছে। তাদের বক্তব্য হলও শীতকাল হলে মাঠে ভেড়া থাকার কথা নয় কারণ তখন খুব ঠাণ্ডা হওয়ার কথা। অনেকেই আবার মনে করেন হয়ত শরৎকালে যিশুর জন্ম। কিন্তু এটা ঠিক যে বাইবেলে যিশুখ্রিস্টের জন্মের কোন তারিখ উল্লেখ নেই। এসব নিষেধাজ্ঞা সহজে মেনে নেননি অনেকেই। গান গাওয়া, পান করা আর উৎসবের অধিকারের দাবিতে ব্যাপক প্রতিবাদও হয়েছে। ইংল্যান্ডে ১৬৬০ সাল পর্যন্ত ক্রিসমাস নিষিদ্ধ ছিলও। চার্লস দ্বিতীয় যখন সিংহাসনে বসেছিলেন তখন এ সম্পর্কিত আইনটি রহিত করা হয়। আর এভাবেই শেষমেশ ক্রিসমাস ফিরে এলো।

বাংলা এবং ভারতে ইউরোপ থেকে আসা মিশনারিদের মাধ্যমে যেভাবে ছড়িয়ে পড়ে খ্রিস্টানদের ধর্ম

সায়েদুল ইসলাম

মসলা আর ভারতীয় মসলিনের খোঁজে ইউরোপ থেকে ১৪৯৮ সালে ভারতে আসার পথ আবিষ্কার করেছিলেন পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো দা গামা। এরপর দলে দলে ইউরোপীয়রা এই উপমহাদেশে আসতে শুরু করে।

তাদের সঙ্গে ভারতে আসে খ্রীস্ট ধর্মও।

সেই শুরুর দিকে ভারতের পশ্চিম উপকূলে গোয়ায় বসতি স্থাপন করেছিল ইউরোপীয়রা - আর সেখান থেকে তারা ছড়িয়ে পড়তে থাকে পুরো ভারতবর্ষ জুড়ে।

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলে পর্তুগিজরা পঞ্চদশ শতকে এলেও তখন তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা বাণিজ্য এবং এসব ব্যবসায়ীরা ধর্ম বিস্তারের দিকে খুব একটা নজর দেয়নি।

এই অঞ্চলে খ্রিষ্ট ধর্মের বিস্তার শুরু হয় মূলত মিশনারিদের হাত ধরে।

'বাংলাদেশে খ্রিষ্টমণ্ডলীর ইতিহাস' বইতে ফাদার মাইকেল ডি'রোজারিও লিখেছেন, ''১৫০০ সাল থেকে বিভিন্ন যাজক সম্প্রদায়ফ্রান্সিকান, ডমিনিকান, অগাস্টিনিয়ান প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের সাথে পর্তুগাল থেকে ভারতে এসে পর্তুগীজ শাসিত সমুদ্রোপকূলীয় জেলাগুলোতে গির্জা নির্মাণ করতে লাগলেন।''

তিনি লিখেছেন, ১৫১৭ সাল থেকেই পর্তুগীজরা নিয়মিতভাবে জলপথে বাংলা দেশে যাতায়াত শুরু করে। ১৫৩৭ সালে তারা চট্টগ্রাম এবং হুগলীর কাছে সাতগাঁয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে। জুলিয়ানো পেরেরা নামের একজন ফাদার ছিলেন সাতগাঁয়ের (হুগলির কাছে) গির্জার দায়িত্বে।

বিডিখ্রীস্টিয়াননিউজ ডটকমের নির্বাহী সম্পাদক এলড্রিক বিশ্বাস জানান যে '১৫৭৭ সালে মুঘল সম্রাট আকবর পর্তুগীজদের তৎকালীন বঙ্গদেশে স্থায়ী বসতি স্থাপন ও গির্জা নির্মাণের অনুমতি দেন। পর্তুগীজ বসবাসকারীরাই হলেন বাংলার প্রথম খ্রিস্টান, দেশীয় খ্রিস্টানরা হলেন তাদের বংশধর। পরবর্তীতে খ্রিস্ট ধর্মবিশ্বাসের বিস্তার লাভের মাধ্যমে খ্রিস্টান জনগণের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়।''

ফাদার মাইকেল ডি'রোজারিও তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে ১৫৭৬ সালে আন্তোনিও ভাজ এবং পেদ্রো দিয়াস নামক দুইজন ফাদার বাংলাদেশে বাস করতেন। কিন্তু তখনও নিয়মিত গির্জা নির্মাণ বা প্রচারণার তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না।

''১৫৯৮ সালে ফাদার ফ্রান্সিসকো এবং ফাদার দমিঙ্গো ডি'সুজা হুগলীতে পৌঁছেন। তার আগে ১৫৮০ সালে পর্তুগিজরা হুগলীতে বসতি স্থাপন করেছিল। তারা পৌঁছে সেখানে তৈরি হওয়া গির্জার দায়িত্ব নিয়ে একটি স্কুল ও হাসপাতাল নির্মাণ করেন। পরে ১৫৯৯ সালে মেলখিয়র দ্যা ফনসেকা ও আন্দ্রে বভেস নামের দুইজন ফাদার হুগলীতে আসেন এবং চারজনেই চট্টগ্রামে চলে যান।''

সেই সময় চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকলেও ওই এলাকা সত্যিকার অর্থে ছিল পর্তুগিজদের নিয়ন্ত্রণে। আরাকান রাজ খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের রাজ্যে ধর্ম প্রচারের অনুমতি দেন। এমনকি তিনি ব্যক্তিগত অর্থে চট্টগ্রামে একটি চ্যাপেলও তৈরি করে দেন। হুগলী থেকে আসা চারজন ধর্মপ্রচারক তখনকার বঙ্গদেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে যান। যেমন ফাদার ফার্নান্দেজ চট্টগ্রামে একটি গির্জা ও বাসভবন তৈরি করেন। ফাদার মেলখিয়র বাখরগঞ্জ জেলার (বর্তমানের বরিশাল) বাকলা এলাকায় ধর্ম প্রচার করেন। বাখরগঞ্জের তখনকার হিন্দু রাজা তাদের ধর্মপ্রচার এবং গির্জা স্থাপনের অনুমতি দিয়েছিলেন। এরপর ফাদার ফনসেকা একটি গির্জা নির্মাণের কাজ শুরু করেন।

এলড্রিক বিশ্বাস বলছেন, বাংলাদেশের বর্তমান সাতক্ষীরা জেলার চান্দিকান বা ইশ্বরীপুরে ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম একটি ক্যাথলিক গির্জা নির্মিত হয়, যার নাম ছিল 'হলি নেম অফ জিসাস'। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে জুন দ্বিতীয় গির্জাটি নির্মিত হয় চট্টগ্রামে - যার নাম 'সেইন্ট জন দ্যা ব্যাপ্টিস্ট চার্চ'।

এক বছর পরেই, ১৬০১ সালে চট্টগ্রামে জন ব্যাপ্টিস্টের গির্জা নির্মাণ করেন ফাদার ফার্নান্দেজ এবং ফাদার বভেজ। কিন্তু পূর্বে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকলেও সেই সময় পর্তুগিজদের শায়েস্তা করার জন্য আরাকানের রাজা চট্টগ্রামে হামলা করেন। আরাকান সৈন্যদের হাতে ফাদার ফার্নান্দেজ বন্দী হন এবং কারাগারে মারা যান। ফাদার বভেজকেও বন্দী করা হয়। সেই সময় বাংলা অঞ্চলে কর্মরত সকল যাজককে কর্তৃপক্ষ দেশে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। তবে কয়েক বছর পরে আবার বাংলায় ফিরে আসতে শুরু করেন যাজকেরা। এবার অবশ্য তারা হুগলীতে বসতি স্থাপন করেন এবং সেখান থেকেই তারা ধর্মপ্রচার করতে শুরু করেন।

মাইকেল ডি'রোজারিও তার বইতে উল্লেখ করেছেন, ১৬০৮ সালে ইসলাম খান ঢাকা শহরকে বাংলা প্রদেশের রাজধানীতে পরিণত করার পর এখানকার ব্যবসা বাণিজ্য বেড়ে যায়। ১৬১২ সালে অগাস্টিনিয়ান খ্রিস্ট ধর্মপ্রচারকেরা ঢাকায় নারিন্দায় একটি গির্জা স্থাপন করে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। পরবর্তীতে তারা ঢাকা জেলার শ্রীপুর, লরিকুল এবং কাত্রাবোতে আরও গির্জা তৈরি করেন।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

আন্তর্জাতিক কৃষক দিবস সাড়ম্বরে পালিত হলো

অনিশা গোরাই

পুরুলিয়া ঃ ডি আর সি এস সি এর সুফলা প্রকল্পের উদ্যোগে শালতোড়া ব্লকের গোগড়া পঞ্চায়েতে পালিত হলো আন্তর্জাতিক কৃষক দিবস। আদিবাসী মহিলা দলের সদস্যা এবং এলাকার কৃষি ভাইদের নিয়ে পালিত হলো দিনটি। ১৩০ জন আদিবাসী মহিলাকে নিয়ে গ্রাম পরিক্রমার মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। দলের সদস্যারা জানায় যে তারা সকলেই কৃষক পরিবারে বাস করে, কিন্তু তাদের নিয়ে কেউ কোনোদিন কিষান দিবসের মতো কোনো অনুষ্ঠান করেনি। সুফলা প্রকল্পের প্রোজেক্ট ম্যানেজার জানান যে কৃষকরাই দেশের মূল খুঁটি,, তাদের যোগ্য সম্মান দেওয়া সকলের কর্তব্য। নাচ, গান, ক্যুইজ প্রতিযোগীতা সহ নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দ্বারা আজকের দিনটি পালিত হয়। এছাড়া গ্রামের দুস্থ মানুষদের জন্য বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। সভায় উপস্থিতি ছিলেন গোগড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এর উপপ্রধান, শক্তি সংঘের সেক্রেটারি সহ পঞ্চায়েত সদস্যরা। এছাড়াও কাশীপুর ব্লকের সিমলা ধানেড়া পঞ্চায়েতও ডি আর সি এস সি এর এস ও ডি আই প্রকল্পের পক্ষ থেকে জাতীয় কৃষক দিবস পালিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কাশীপুর ব্লকের কৃষি কর্মাধক্ষ সহ পঞ্চায়েত এর সকল সদস্যবৃন্দ। সুফলার সদস্যরা একটি নাটকের দ্বারা কৃষিকাজ ও দল করার উপযোগীতা সকলের সামনে তুলে ধরেন।

শিক্ষার্থী আশু কিস্কু ও রবি কিস্কু মেমোরিয়াল টিচার ট্রেনিং কলেজের ব্যবস্থাপনা ও প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে রাজ্যপালকে চিঠি দেবে

জামশেদপুর ঃ সরায়কেলা খরসনা জেলার নিমডিহ ব্লকের লুপুংডিহে অবস্থিত আশু কিস্কু এবং রবি কিস্কু মেমোরিয়াল টিচার ট্রেনিং কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্র অমিত কুমার দাস, কলেজ পরিচালনার সদস্য সঞ্জয় মুখার্জি এবং প্রিন্সিপাল প্রিয়াঙ্কা সিংকে তার ভবিষ্যত নিয়ে খেলার অভিযোগ করেছেন। অমিত কুমার দাস বলেছেন যে আমি জামশেদপুরের করিম সিটি কলেজে বিএড সেশন ২০২১ - ২০২৩ এর শেষ সেমিস্টারের মূল পরীক্ষা লিখেছিলাম। আমি যখন অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলাম, তখন তাঁরা বলেন যে আপনার ফি বাকি আছে, জমা দিন তবেই আপনাকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে। আমি পরের দিন ২০,০০০ টাকা জমা দিয়েছিলাম এবং পরীক্ষা ছিল চারটির পত্রের জন্য। কিন্তু আমার কাছ থেকে দুটি পত্রের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। আমি যখন প্রিন্সিপাল ম্যাডামকে জিজ্ঞেস করলাম, বাকি দুটো পেপার না লিখলে কী হবে? এরপর প্রিন্সিপাল বললেন, ম্যানেজমেন্টকে জিজ্ঞেস করুন কী হবে। আমি ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য সঞ্জয় মুখার্জিকে জিজ্ঞেস করলে উনি আমাকে বলে, তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে না, তুমি পাশ করবে। ২২শে ডিসেম্বর যখন রেজাল্ট আসে, তখন আমার অনুপস্থিতি দুটি অভ্যন্তরীণ পত্রের মার্কশিটে উল্লেখ করা হয়েছে এবং আমি ফেল করেছি। ম্যানেজমেন্ট সদস্য সঞ্জয় মুখার্জি ও প্রিন্সিপাল প্রিয়াঙ্কা সিং আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা করেছে। অমিত কুমার দাস বলেন, এ বিষয়ে রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপালকে চিঠি দেওয়া হবে এবং পুরো পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হবে। ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য সঞ্জয় মুখার্জি বলেন, ছাত্র অমিত দাসের অভিযোগ ভিত্তিহীন। তিনি বলেন, ফি জমা না দিয়ে কোনো শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হবে না।

এসপি ডাঃ বিমল কুমার চান্ডিল বাঁধের বোটিং পরিদর্শন করলেন

স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ সদস্যরা বাঁশি বাজিয়ে পর্যটকদের সতর্ক করবেন

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ সেরাইকেলা খারসওয়ান জেলার পুলিশ সুপার ড. বিমল কুমার বড়দিন উপলক্ষ চান্ডিল বাঁধের বোটিং সাইটের পর্যটন স্থানগুলির পরিদর্শন করেছেন। তিনি চান্ডিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দীনেশ ঠাকুর, বোটিং স্টিয়ারিং কমিটির সেক্রেটারি শ্যামল মারডি ও সদস্যদের কাছ থেকে পর্যটকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার খবর নেন। চান্ডিল বাঁধ এলাকায় মদ বিক্রি ও সেবন এবং ডিজে সাউন্ড বাজানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার জন্য পুলিশ সুপার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। সূর্যাস্তের আগে বোটিং কমপ্লেক্স খালি করার নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, সন্ধ্যার পর যে কোনো মূল্যে চান্ডিল বাঁধে নৌকা চলাচল ও পর্যটক সমাগম করা যাবে না। এছাড়াও, এসপি বোটিং স্টিয়ারিং কমিটিকে পিকনিক স্পটে পরিচয়পত্র এবং হুইসেল (সিটি) সহ পর্যাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন করার নির্দেশ দিয়েছেন। সন্ধ্যার আগে পর্যটকদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ সদস্য ও কর্তব্যরত স্বেচ্ছাসেবকদের শিস বাজিয়ে সতর্ক করা হবে। পিকনিক স্পটে যারা গোপনে মদ পান করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন এসপি। এ প্রসঙ্গে শ্যামল মার্ডি বলেন, বোটিং স্টিয়ারিং কমিটি পর্যটকদের নিরাপত্তার সার্বিক খেয়াল রাখে। জরুরি পরিস্থিতিতে সাঁতারুদেরও মোতায়েন করা হয়েছে।

‘এই নির্বাচন এতো বিস্ময়কর না’

ঢাকা ঃ ‘‘এই নির্বাচন এতো বিস্ময়কর না। বিস্ময়কর তখন হয় যখন কোনো ঘটনা প্রথমবারের মতো হয়,’’ বলেছেন সাংবাদিক মাসুদ কামাল। ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘‘আমি বিস্মিত হয়েছিলাম ২০১৪ সালে। যে নির্বাচনে জনগণের ভোট দিতেই যেতে হয়নি।’’ ‘‘খালেদ মুহিউদ্দীন জানতে চায়’’ টকশোতে এবারের আলোচনার বিষয় ছিল সমঝোতার ভোট ও অসহযোগ। ১৪৫৫ কোটি টাকা ব্যয় করে কার্যত বিরোধী দলবিহীন এই নির্বাচনের আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা, বিএনপির অসহযোগ আন্দোলনের অর্থ ও আসন সমঝোতার নির্বাচনকে কোনোভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ বলা যায় কিনা এসব বিষয়ে আলোচনা করতে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে ছিলেন সাংবাদিক মাসুদ কামাল এবং সাংবাদিক জায়েদুল আহসান পিন্টু। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক খালেদ মুহিউদ্দীনের এক প্রশ্নের জবাবে মাসুদ কামাল বলেন, ‘‘শরিকদের ৬টা আসন দেয়া, জাতীয় পার্টিকে ২৬টি আসন ছেড়ে দেয়া এইটা একটা কৌতুক। এর মাধ্যমে আসলে এই দলগুলোকে নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে।’’ বর্তমান গণমাধ্যম এই সরকারকে একটা স্পেস দিচ্ছে বলে মনে করেন কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘‘গণমাধ্যম মালিকদের কমপক্ষে ১১জন মালিক এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে সরকারের থেকে সুবিধা নেয়ার জন্য। সবসময় আমরা দেখেছি একটা ব্যালেন্স থাকে। এই সরকারের আমলে আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টেলিভিশন, চ্যানেল ওয়ান বন্ধ হয়ে গিয়েছে।’’ আসন ভাগাভাগির এই নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে সাংবাদিক জায়েদুল আহসান পিন্টু বলেন, ‘‘নির্বাচনের বিকল্প কী? নির্বাচনের বিকল্প তো অন্য কিছু নাই। এই নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে ছেলেখেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা মনে করবেন না। নিজেরা নিজেরা অন্তত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হোক।’’ সাংবাদিক পিন্টুর এই মন্তব্যের জবাবে সাংবাদিক মাসুদ কামাল বলেন, ‘‘বিকল্প হলো দেয়াল ভাঙ্গা। বিকল্পহীন জায়গায় পুরো জাতিকে নিয়ে গেছে কে? আওয়ামী লীগ করেছে, এই সরকার করেছে। এমন অবস্থায় নিয়ে গেছে যে আর বিকল্প নাই।’’ সাংবাদিক জায়েদুল আহসান পিন্টু বলেন, ‘‘এই জায়গায় আওয়ামী লীগ এমনি এমনি চলে আসছে? আওয়ামী লীগকে ধাক্কায়ে নিয়ে আসা হয়েছে।’’ সাংবাদিক জায়েদুল আহসান পিন্টুর কথা ধরেই সঞ্চালক খালেদ মুহিউদ্দীন সম্পূরক প্রশ্ন করেন ‘‘আওয়ামী লীগ কি এটা নিশ্চিত করতে চেয়েছে যে বিএনপি যেন নির্বাচনে না আসে?’’ তার জবাবে সাংবাদিক পিন্টু বলেন, ‘‘এইবারের নির্বাচন আওয়ামী লীগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আওয়ামী লীগ চেয়েছে বিএনপি যেন নির্বাচনে দুর্বল হয়ে আসে।’’

টুকরো খবর

ভোটারদের কেন্দ্রে আনা বনাম ভোট বর্জনের আন্দোলন

ঢাকা ঃ নৌকার প্রার্থীর জন্য কাজ করার চেয়ে ভোটারদের তালিকা ধরে ভোট কেন্দ্রে নেয়ার ওপর বেশি জোর দিচ্ছে আওয়ামী লীগ। আর এজন্য গ্রাম ও ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত কমিটি গঠন করা হচ্ছে। অন্যদিকে বিএনপির হাইকমান্ড তাদের নেতাকর্মীদের যার যার এলাকায় চলে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। তারা ভোটের চারপাঁচদিন আগে থেকে ভোট বিরোধী আন্দোলন চরম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে। একজন নেতা জানিয়েছেন, ওই পর্যায়ে গ্রেপ্তারকে মাথায় রেখেই আমরা ভোটের বিরুদ্ধে অবস্থান নেব। আর নির্বাচন কমিশনার মো. আনিছুর রহমান বলেছেন,ভোট দানে নিরুৎসাহিত করাও আইনের আওতায় আসবে। তৃণমূলের আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন, কেন্দ্র থেকে আমাদের প্রতি নির্দেশনা হলো ভোট কেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিত করা। তারা যেখানেই ভোট দিক না কেন ভোট কেন্দ্রে যেতে হবে। শুধু আওয়ামী লীগ নয়, আওয়ামী লীগের সব সহযোগী সংগঠনকে ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে নেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছসেবক লীগকে মূল দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তারা যে পরিকল্পনা করেছে তা হলো, ভোটার লিস্ট ধরে নেতাকর্মীদের দায়িত্ব দিয়ে দেয়া। প্রত্যেক নেতাকর্মী কতজনকে ভোট কেন্দ্রে নেবেন তাদের নাম ঠিকানা নির্দিষ্ট করে দেয়া। তাদের দায়িত্ব থাকবে ওই ভোটারদের ভোট চলার সময় ভোট কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া। এই ভোটারদের মধ্যে আবার যারা সরকারি নানা সহায়তা প্রকল্পের সুবিধাভোগী তাদের নির্দিষ্ট করা। তাদের ওপর আলাদা নজর রাখা। তালিকা ধরে ভোটের আগেই ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য আগাম বলে রাখবেন দায়িত্বপ্রাপ্তরা। এই পদ্ধতির কারণে যারা ভোট দিতে যাবেন না তাদের চিহ্নিত করা সহজ হবে বলে কয়েকজন নেতা জানান। আওয়ামী লীগ ছাড়াও সহযোগী সংগঠনগুলোর এই কাজের জন্য এরইমধ্যে গ্রাম থেকে ওয়ার্ড পর্যন্ত কমিটি গঠন করা শুরু হয়েছে। যারা দলের ও সহয্গোী সংগঠনের বিভিন্ন পদে আছেন তাদের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হচ্ছে। এর বাইরেও লোকজন রাখা হচ্ছে। কোনো ভোটারকেই তালিকার বাইরে রাখা হবে না। আর প্রত্যেক ভোটারকেই ভোট কেন্দ্রে নেয়ার লোক থাকবে। ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে নেয়ার এই কৌশলকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে , গো ভোট ক্যাম্পেইন নাম দেয়া হয়েছে। আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্পাদক সুমন জাহিদ জানান, আমাদের টার্গেট হচ্ছে ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে নেয়া। তারা কাকে ভোট দেবেন সেটা তাদের ইচ্ছা। আমরা এজন্য কাজ শুরু করে দিয়েছি একদম গ্রাম পর্যন্ত।

আওয়ামী লীগ মনে করে নির্বাচনে স্বতন্ত্র ও বিদ্রোহীদের ব্যাপারে তাদের কৌশল সফল হয়েছে। ফলে নির্বাচনে অনেক প্রার্থী আছেন। নির্বাচন তাই তাদের ভাষায় ‘জমে উঠেছে’। আওয়ামী লীগ নেতারা মনে করছেন, গ্রামাঞ্চলে ভোটারের উপস্থিতি ভালোই হবে। বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচন নিয়ে স্বতন্ত্র ও নৌকা প্রতীকের সমর্থকদের মধ্যে সংঘাতসংঘর্ষকে কোনো কোনো আওয়ামী লীগ নেতা নির্বাচন যে জমে উঠেছে তার প্রমাণ হিসবেও উপস্থাপন করছেন। তবে শহরাঞ্চল, বিশেষ করে ঢাকা শহরের আসনগুলোতে ভোটার কতটা উপস্থিত হবেন সেটা নিয়ে চিন্তায় আছে আওয়ামী লীগ। সেই কারণে ‘গো ভোট’ পরিকল্পনা ছাড়াও বাড়তি কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তার মধ্যে শহরের বিভিন্ন এলাকার নিম্নবিত্ত ভোটারদের তালিকা করে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা। ভোটার লিস্ট ডিজিটাল করা এবং প্রত্যেক ভোটারকে তার ভোটার নম্বার ও কেন্দ্র জানিয়ে মোবাইল ফোনে মেসেজ দেয়া। আর ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার জোরদার করা। আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আফজাল হোসেন বলেন,বিএনপির নির্বাচন বিরোধী অপতৎপরতার পরও নির্বাচন জমে উঠেছে। ভোটাররা উৎসবের আমেজে ভোট দিতে যাবেন। আর নির্বাচন বাধাগ্রস্ত বা ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা দেয়া হলে নির্বাচন কমিশন এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনির সদস্যরা তা দেখবেন। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ওপর আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের চাপ ও হামলা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সবাই প্রার্থী। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা। তারা এরইমধ্যে কিছু ব্যস্থাও নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তো দলের কেউ এরকম করলে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য বলেছেন। ভোট নিরপেক্ষ হবে।

বিএনপি ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাদের অসহেযোগ কর্মসূচি শেষ করে নতুন কর্মসূচি দেবে। বিএনপি নেতারা বলছেন, নির্বাচনের চারপাঁচদিন আগে থেকে নির্বাচনে ভোট না দেয়ার ক্যাম্পেইন আরো জোড়ালো করা হবে। এজন্য নেতাকর্মীদের যার যার এলাকায় চলে যেতে বলা হেছ। এই ভোট বিরোধী আঃেদালনে বিএনপির সহযোগী সংগঠনগুলোও তৎপর রয়েছে। এখন কোনো মিছল বা পূর্ব ঘোষণা না দিয়েই তারা ঝটিকা লিফলেট বিতরণ করছেন। ঘরে ঘরে যাচ্ছেন। শহর গ্রাম সব জায়গায়াই তারা এভাবে কাজ করছেন। জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের যুগ্ম সম্পাদক ফজলে হুদা বাবুল জানান, আমাদের কেন্দ্র থেকে এখন পর্যন্ত নির্দেশনা হলো ভোটাররা যাতে ভোট দিতে না যান সেটা তাদের বুঝানো। আমরা হাটে, বাজারে, যেখানে লোকজন থাকে সেখানে যাই। আমাদের লিফলেট দিই। এটা যে কোনো ভোট না তাদের বলি। তারা যাতে ভোট দিয়ে এই অবৈধ সরকারের ক্ষমতা নবায়নে সহযোগিতা না করে তা বলি। তার কথা,যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, যেভাবে পুলিশ নামানো হয়েছে তাতে এমনিতেই ভোট কেন্দ্রে মানুষ যাবে না। আরেকটি ভোটারবিহীন নির্বাচন হবে। বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং ঢাকা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নিপুন রায় চৌধুরী বলেন,ভোটের দিনও আমাদের কর্মসূচি থাকবে। এখন পর্যন্ত যা পরিকল্পনা তাতের আমরা ভোটের দিনও ভোট কেন্দ্রের আশপাশে থেকে ভোটারদের ভোট না দেয়ার জন্য অনুরোধ করব। ভোট না দিতে ভোটারদের মধ্যে ক্যাম্পেইন নির্বাচনের চারপাঁচদিন আগে চূড়ান্ত পর্যায়ে নেয়া হবে। এখন আমরা গ্রপ্তার এড়াতে চারপাঁচ জনের ছোট ছোট গ্রুপ করে কাজ করলেও দ্রুতই আমরা একযোগে নামব। তাই আমাদের হাইকমান্ড সবাইকে যার যার এলাকায় চলে যেতে বলেছেন। গ্রেপ্তারের ভয়ে যারা ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে ছিলেন তারা এলাকায় যাওয়া শুরু করেছেন। তিনি বলেন,আমরা এবার গ্রেপ্তারকে বরণ করেই কাজ করব। কত গ্রেপ্তার করবে? সারাদেশই তো কারাগার। আমরা না হয় ছোট কারাগারে ঢুকব। ২৮ তারিখের পর যে কর্মসূচি দেয়া হবে তা আমাদের সর্বোচ্চ ঝুঁকি নিয়ে বাস্তবায়ন করতে হবে। এরকম নির্দেশই আমাদের দেয়া হয়েছে। লিফলেট ছাড়াও বিএনপি দুইএকদিনের মধ্যে ভোটবিরোধী স্টিকার তৈরি করবে। ওইসব স্টিকার যানবাহন ও বিভিন্ন স্থাপনা এবং হাটে বাজারে লাগানো হবে। তাদের কথা হলো কত স্টিকার আর তুলে ফেলবে। হাজার হাজার স্টিকার লাগানো হবে। আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভোটের বিরুদ্ধে কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যাপক প্রচার শুরু হবে বলে জানা গেছে। নিপুন রায় চৌধুরী বলেন, ভোটের দিনকে মধ্যে রেখে একটা টানা কর্মসূচি দেয়া হবে। ২৮ তারিখের পর ওই কর্মসূচি জানানো হবে। বিএনপির তৃণমূলের কয়েকজন নেতা জানান, তারেক রহমান এখন থানা পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গেও নিয়মিত কথা বলছেন লন্ডন থেকে। তিনি তাদের চাঙা রাখছেন। তিনি চাইছেন যেকোনো উপায়ে ৭ জানুয়ারির নির্বাচন যেন গ্রহণযোগ্যতা না পায়, তার জন্য যা যা করা দরকার তাই করতে হবে। গ্রেপ্তার মেনেই সেটা করতে হবে। অন্যদিকে নির্বাচন কমিশন ভোটাররা যাতে ভোট দিতে উৎসাহিত হয় তার জন্য আলদা কর্মসূচি নিয়েছে। আর নির্বাচন কমিশন মনে করে নির্বাচনে ভোট না দিতে বলা বা ভোট দিতে নিরুৎসাহিত করা নির্বাচনি আইনের লঙ্ঘন। তারা এব্যাপারে ব্যবস্থা নেবে। নির্বাচন কমিশনার মো. আনিছুর রহমান বলেন, নির্বাচনে আসা না আসা ব্যক্তিগত বিষয়, দলীয় বিষয়। নির্বাচন নিয়ে তো বিভক্তি আছে। নিবন্ধিত দল ৪৪টি। তাদের মধ্যে বিএনপি ও তাদের কয়েকটি সমমনা দল নির্বাচনে আসেনি। আমরা আহ্বান জানিয়েছি তারা আসেনি এটা তাদের দলীয় সিদ্ধান্ত। কিন্তু কাউকে ভোটদানে বাধা দেয়া, প্রতিহত করা বা ভোট দানে বিরত রাখা এই অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি। আইনে পরিস্কার বলা আছে ভোটদানে বাধা দেয়া , বিরত রাখা দণ্ডনীয় অপরাধ। সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। ভোটারদের ভোট দানে নিরুৎসাহিত করতে লিফলেট বিতরণও অপরাধ কী না জানতে চাইলে তিনি বলেন, লিফলেট বিতরণ আমি আলাদাভাবে বলব না। যেকোনো উপায়ে ভোটদানে বাধা দেয়া, ভোটদানে কাউকে নিরুৎসাহিত করা হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে। আইনে যা আছে তাই হবে। তিনি আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন,আমরা ভোটারদের ভোট দিতে উৎসাহিত করতে কিছু উদ্যোগ নিয়েছি। তবে ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে নেয়ার দায়িত্ব প্রার্থীদের। আমরা রিটার্নিং, প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসার এবং মেম্বারচেয়ারম্যানদের দায়িত্ব দিয়েছি। তারা ভোটারদের কাছে গিয়ে ভোটদানে উৎসাহিত করবেন। ভোটাররা নির্ভয়ে ভোট দিতে পারবেন কোনো সমস্যা হবেনা সেটা তারা জানাচ্ছেন। আর গণমাধ্যমের জন্য বিজ্ঞাপন ও টিভিসি তৈরি করেছি, তাও প্রচার হচ্ছে।

RASHTRIYAKHABAR.COM

বড়দিনে প্রথম গোল করেছিলেন যে ফুটবলার

কলকাতা ঃ ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের ফুটবলাররা এখন বড়দিনের ছুটিতে। এই এক দিন খেলায় বিরতি নিয়ে পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন ফুটবলাররা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজেদের বড়দিন উদ্‌যাপনের ছবিও ভক্তসমর্থকদের সঙ্গে ভাগাভাগি করেছেন। তবে লম্বা সময় ধরে ইংলিশ ফুটবল লিগে বড়দিনে ম্যাচ ছিল নিয়মিত ব্যাপার। এখনো অবশ্য বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন লিগে বড়দিনে ম্যাচ খেলা হয়ে থাকে। তবে ইংলিশ ফুটবলে বড়দিনে সর্বশেষ ম্যাচ মাঠে গড়িয়েছিল ১৯৬৫ সালে। সেই ম্যাচটি খেলা হয়েছিল ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স ও ব্ল্যাকপোলের মধ্যে। লা লিগাতেও একই বছর বড়দিনে সর্বশেষ ফুটবল ম্যাচ দেখা গিয়েছে। বড়দিনের এই উৎসবের মধ্যে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ‘দ্য গার্ডিয়ান’-এর ‘দ্য নলেজ’ বিভাগে একজন জানতে চেয়েছিলেন, বড়দিনে প্রথম গোল করা ফুটবলারের নাম। এমন কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তরে বড়দিনে প্রথম গোল করা খেলোয়াড়ের নামও জানিয়েছে গার্ডিয়ান। গার্ডিয়ানের তথ্য অনুযায়ী, বড়দিন তথা ২৫ ডিসেম্বর প্রথম ম্যাচ খেলা হয়েছিল ১৮৮৯ সালে। যে ম্যাচে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন প্রেস্টন ৩-২ গোলে হারায় অ্যাস্টন ভিলাকে। এ ম্যাচের ৬ মিনিটে স্কটিশ স্ট্রাইকার নিক রোস গোল করে এগিয়ে দেন প্রেস্টনকে। এটিই ছিল বড়দিনে ফুটবল লিগে কোনো ফুটবলারের করা প্রথম গোল। তবে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে সেটি কিন্তু প্রথম গোল ছিল না। এক বছর আগে এভারটন বড়দিনে দুটি ম্যাচ খেলে। ল্যাঙ্কাশায়ার কাপে ব্ল্যাকবার্ন পার্ক রোডের বিপক্ষে ম্যাচের পর তারা প্রীতি ম্যাচ খেলে আলস্টার এফসির বিপক্ষে। যেখানে এভারটনের বিপক্ষে ব্ল্যাকবার্ন পার্ক রোডের হয়ে গোল করেন ফরোয়ার্ড গ্যারগেট। ম্যাচটা অবশ্য পর্যন্ত ৩-২ গোলে হেরে যায় ব্ল্যাকবার্ন। অন্য ম্যাচটিও জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে এভারটন। আলস্টারকে ৩-০ গোলে হারায় তারা। স্কটিশ ফুটবলসূচির দিকে তাকালে অবশ্য জানা যায় বড়দিনে প্রথম গোল হয়েছে আরও আট বছর আগে। ১৮৮০ সালের ২৫ ডিসেম্বর স্কটিশ কাপের ম্যাচে এই গোল হয়েছিল। সেদিন তিনটি ম্যাচ একসঙ্গে মাঠে গড়িয়েছিল। তবে রেঞ্জার্স বনাম ডাম্বার্টন এবং আর্থুরলিয়ে বনাম ভেল অব লেভেনের ম্যাচ প্রথমার্ধ পর্যন্ত গোলশূন্য ড্র ছিল। তব ক্যাম্পসি সেন্ট্রাল এবং কুইনস পার্কের ম্যাচটি ছিল একপক্ষীয় গোলবন্যার। কিউপিহিস্টোরি ডটকম বলছে, সেদিন কুইনস পার্ক জিতেছিল ১০-০ গোলে। হ্যাটট্রিক করেন গিওর্গে কার ও জন স্মিথ। আর দুটি করে গোল করেন জনি কে ও হ্যারি ম্যাকনেইল। ক্রমানুসারে

দেখলে সেদিন প্রথম গোলটি এসেছিল কারের কাছ থেকে। তবে কার যদি বড়দিনে প্রথম গোলদাতা নাও হন, তবে সেটি হতে পারেন স্মিথ, কে কিংবা ম্যাকনেইলের একজন।

চল্লিশে কি ৭০০ ছোঁবেন লায়ন

পার্থঃ বয়স ৩৬। নামের পাশে ৫০১ টেস্ট উইকেট। অস্ট্রেলিয়ার অফ স্পিনার নাথান লায়নের উইকেটের সংখ্যা যে আরও বাড়বে, তাতে সন্দেহ নেই। টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি বোলার এখন লায়ন। ৫৬৪ উইকেট দিয়ে লায়নের সামনেই আছেন গ্লেন ম্যাকগ্রা। ৭০৮ উইকেট নিয়ে চূড়ায় আছেন আরেক কিংবদন্তি শেন ওয়ার্ন। লায়ন যে গতিতে এগোচ্ছেন, তাতে ম্যাকগ্রা তো বটেই, স্পিন বোলিংয়ের ‘রাজা’ ওয়ার্নকেও ছাড়িয়ে যেতে পারেন।

সাবেক অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক মার্ক টেলর তেমনই মনে করেন। লায়ন আরও তিনসাড়ে তিন বছর খেলবেন, এমন আভাসও আছে তাঁর কথায়। চ্যানেল নাইনকে টেলর এ নিয়ে বলেছেন, ‘সে যদি খেলা চালিয়ে যায়, তাহলে আমি অবাক হবো না। আমি কিছুদিন আগে তার সঙ্গে কথা বলেছি। সে ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে কথা বলছিল।’ অস্ট্রেলিয়া দল অ্যাশেজ খেলতে ইংল্যান্ড সফর করবে ২০২৭ সালে। তখন লায়নের বয়স হবে চল্লিশ ছুঁইছুঁই। তবে টেলরের কথা শুনে মনে হতে পারে লায়ন চল্লিশেও খেলা চালিয়ে যেতে চান, ‘ইংল্যান্ডে যাবে ২০২৭ সালে। সেটা তিন, সাড়ে তিন বছর পর। সে যদি ৪০ বছর বয়সেও ক্রিকেট খেলে, আমি তাতে অবাক হবো না। সে খেলাটা খুব উপভোগ করছে, উইকেট নেওয়াও। আমার মনে হয় না সে সহজে খেলা ছাড়বে।’ কে জানে, অস্ট্রেলিয়ার সর্বকালের সেরা উইকেটশিকারি বোলার হয়েই হয়তো স্পাইক জোড়া তুলে রাখবেন লায়ন। তবে

উইকেটের সংখ্যায় শীর্ষে উঠলেও লায়নকে ওয়ার্ন থেকে এগিয়ে রাখতে চান না টেলর। শুধু ওয়ার্ন নন, বিল ও’রেলি, ক্ল্যারি গ্রিমেট কারও সঙ্গেই তুলনায় যেতে চান না সাবেক এই অস্ট্রেলিয়া ওপেনার। টেলরের যুক্তি, ‘আমি ইতিহাস নিয়ে কিছু বলতে পছন্দ করি না। কারণ, এখন সময় একেবারেই ভিন্ন। আমার যুগের কথাও যদি বলি, আমরা অনেক বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছি। আপনি যদি শুধু উইকেটের সংখ্যা দেখেন, তাহলে আপনি ও’রেলি ও গ্রিমেট এবং আরও কয়েকজনের নাম ভুলে যাবেন। যারা ১২৩টা করে টেস্ট খেলার সুযোগ পায়নি।’ ওয়ার্নের প্রসঙ্গ টেনে টেলর যোগ করেন, ‘আপনি ওয়ার্নের ব্যাপারে বলছেন তো, সে ১ নম্বরে আছে কারণ, সে অনেক ম্যাচ খেলেছে। হ্যাঁ, অবশ্যই সে দারুণ স্পিনার ছিল। তবে সে অনেক ম্যাচ খেলার সুযোগও পেয়েছে। তাই আমি স্পিনারদের তুলনা করতে চাই না।’

ব্রাজিলের ফুটবল কনফেডারেশনকে আবারও নিষেধাজ্ঞার হুমকি ফিফা ও কনমেবলের

ব্রাজিলঃ নতুন চিঠি পাঠিয়ে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনকে (সিবিএফ) সতর্ক করেছে ফিফা ও দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবল কনফেডারেশন (কনমেবল)। সেই সতর্কবার্তা হলো, এ দুটি সংস্থার গঠন করা কমিশন সিবিএফ পরিদর্শনের পরই কেবল সেখানে নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে। এর পাশাপাশি সিবিএফকে আরও একবার নিষিদ্ধ করার হুমকি দিয়েছে ফিফা ও কনমেবল। ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম ‘ও গ্লোবো’ জানিয়েছে, গত রোববার এ নিয়ে বিবৃতি প্রকাশ করে ফিফা ও কনমেবল। আগামী বছর জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে কমিশন দল সিবিএফ পরিদর্শনে যাবে বলে জানানো হয়েছে বিবৃতিতে। সিবিএফ নিষিদ্ধ হলে তার ফল ব্রাজিলের জাতীয় দল এবং ক্লাবগুলোকেও ভোগ করতে হবে বলে বিবৃতিতে জানিয়েছে ফিফা ও কনমেবল।

সিবিএফে পাঠানো চিঠিতে সই করেছেন ফিফার সহযোগী ফেডারেশনগুলোর পরিচালক কেনি জ্যাঁ মারি এবং কনমেবলের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল মনসেরাত হিমিনেজ গ্রান্দা। দুজনই চিঠিতে বলেছেন, রিও ডি জেনিরো আদালত ব্রাজিলের সুপিরিয়র কোর্ট অব স্পোর্টসের (এসটিজেডি) সভাপতি হোসে পেরদিজকে সিবিএফে হস্তক্ষেপকারী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তাঁর ব্যাপারে ফিফা ও কনমেবলের এই দুই ক্ষমতাসীন জেনেছেন, ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে তিনি জোরাজুরি করছেন এবং এর পাশাপাশি এসটিজেডিকেও অনুরোধ করেছেন যেন আগামী জানুয়ারিতে সিবিএফে অন্তবর্তী বোর্ড পরিচালকদের নিয়োগ দেওয়া হয়। এই চিঠিতে সিবিএফকে দুই পক্ষ (ফিফা ও কনমেবল) আবারও মনে করিয়ে দিয়েছে যে ফিফার নিয়ম অনুযায়ী বোর্ডে বাইরের হস্তক্ষেপ অগ্রহণযোগ্য এবং সভাপতির পদ শূন্য হলে বয়োজ্যেষ্ঠ পরিচালক সে দায়িত্ব নেবেন। আগামী ৮ জানুয়ারি ব্রাজিলে যৌথ কমিশন পাঠানোর কথা চিঠিতে জানিয়েছে ফিফা ও কনমেবল। ‘ও গ্লোবো’ সেই চিঠির কিছু অংশ প্রকাশ করেছে, ‘ফিফা ও কনমবেল কঠোরভাবে জানাচ্ছে যে কমিশন পাঠানোর আগপর্যন্ত সিবিএফ এবং সেখানে নির্বাচনসম্পর্কিত কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না।’

চিঠিতে এরপর আরও বলা হয়েছে, ‘যদি এই নির্দেশ না মানা হয়, তাহলে বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ থাকবে না ফিফার। তাতে নিষেধাজ্ঞাও আসতে পারে। আর ফিফার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিবিএফ যদি নিষিদ্ধ হয়, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবেসদস্য হিসেবে (ফিফার) সব রকম অধিকার হারাতে হবে এবং সেটি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার আগপর্যন্ত।’ নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত যে ক্লাবগুলোর ওপরও প্রভাব ফেলবে, সেটাও বলা হয়েছে বিবৃতিতে, ‘(নিষেধাজ্ঞার) অর্থ হলো, সিবিএফ অধিভুক্ত কোনো দল বা ক্লাব আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে না। আর এটি কার্যকর থাকবে নিষেধাজ্ঞা চলা সময় পর্যন্ত। সিবিএফ কিংবা এর অধীনস্ত অ্যাসোসিয়েশনগুলোও ফিফা ও কনমেবলের কোনো উন্নয়নমূলক প্রকল্প, ট্রেনিং কিংবা কোর্সের আওতায় থাকবে না।’ এই চিঠি পাওয়ার পর সিবিএফের অন্তবর্তী প্রধান হোসে পেরদিজ ও গ্লোবোর ‘স্পোর্টর্স প্যানারোমা’কে পাঠানো বার্তায় বলেছেন, ‘সন্তুষ্টি ও সম্মানের সঙ্গে জানানো হচ্ছে যে ফিফার কাছ থেকে আমরা নতুন চিঠি পেয়েছি। তারা সিবিএফের নির্বাচনী প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে বলেছে। আমি বিষয়টিকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছি।’ গত ৭ ডিসেম্বর আদালতের নির্দেশে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের (সিবিএফ) সভাপতির পদ থেকে এদনালদো রদ্রিগেজকে সরিয়ে দেওয়া হয়। বার্তা সংস্থা এএফপি তখন জানিয়েছিল, রিও ডি জেনিরোর একটি বিচারিক আদালত বলেছেন, ২০২২ সালে সিবিএফ ও রিও ডি জেনিরোর কৌঁসুলিদের মধ্যে যে চুক্তির ভিত্তিতে রদ্রিগেজ সভাপতির দায়িত্ব নেন, সেটি বৈধ ছিল না। কৌঁসুলিরা তাঁদের ক্ষমতার সীমানা ডিঙিয়ে এ চুক্তি করেছিলেন। ৩০ দিনের মধ্যে সিবিএফে নতুন সভাপতি নির্বাচনও দিতে বলেছিলেন আদালত। ফিফা এর আগে পাঠানো চিঠিতে সিবিএফকে জানিয়েছিল, বোর্ডের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বাইরের হস্তক্ষেপের প্রমাণ পাওয়া গেলে নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে।

রাশিয়া কীভাবে আফ্রিকায় সাবেক উপনিবেশগুলি থেকে ফ্রান্সকে হটিয়ে দিচ্ছে

বুরকিনা ফাসো (ওয়েবডেস্ক)ঃ কর্নেল আসিমি গোইটা যখন ২০২১ সালে এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মালির ক্ষমতা দখল করেন, তখন তার সমর্থকদের হাতে দেখা গিয়েছিল রাশিয়ার পতাকা। এর এক বছর পর ক্যাপ্টেন ইব্রাহিম ট্রাওরে বুরকিনা ফাসোতে একই ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। তার অনুসারীদের হাতে কোন্ দেশের পতাকা ছিল? হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন ঃ রুশ পতাকা।

সাদা, নীল আর লাল রঙের রুশ পতাকা এখন সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকে খুবই চোখে পড়ে, এবং চাদ কিংবা আইভরি কোস্টের বিক্ষোভেও এই পতাকা দেখা গেছে। রাশিয়া এখন আফ্রিকার দিকে নজর দিয়েছে এবং তার ভাড়াটে সৈন্যদের জন্য উর্বর ভূমি খুঁজে পেয়েছে। আফ্রিকার প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শক্তি ফ্রান্সের শক্তি সেখানে নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। ওয়াগনার গ্রুপ, রুশ সৈন্যদের সাথে ইউক্রেন যুদ্ধে উপস্থিতির জন্য যারা মূলত পরিচিত, তারা বেশ জোরেশোরেই মালি এবং সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকে ঢুকে পড়েছে, বুরকিনা ফাসোতে তাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে এবং মোজাম্বিক বা মাদাগাস্কারের মতো দেশেও তাদের কিছু কার্যকলাপ রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

এর শাখাপ্রশাখা অবশ্য শুধু ফরাসিভাষী আফ্রিকার মধ্যেই সীমিত না। উত্তরে লিবিয়া থেকে শুরু করে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ওয়াগনার গ্রুপের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অঞ্চলের কিছু বিশেষজ্ঞের মতে, এরা সেখানে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা উসকে দিতে সহায়তা করছে এবং, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে, নিজেরাই সরাসরি এসব কাজে জড়িয়ে পড়েছে।

এদের কার্যকলাপে প্রায়ই গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটছে। জাতিসংঘের মত নানা প্রতিষ্ঠান এদের কার্যকলাপের নিন্দা জানিয়েছে।

রাশিয়া একটি পরিপূর্ণ প্যাকেজ উপহার দেয় ঃ তারা যা অফার করে তার মধ্যে রয়েছে নিরাপত্তা পরিষেবা, রাজনৈতিক পরামর্শ, মিডিয়া সহায়তা ও বিভ্রান্তিমূলক প্রচার এবং অস্ত্র বিক্রি, ব্যাখ্যা করছিলেন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কার্নেগি এনডাওমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিসএর সিনিয়র গবেষক পল স্ট্রোনস্কি।

এর বিনিময়ে ওয়াগনার গ্রুপ রাজনৈতিক প্রভাব অর্জন করে এবং এসব আফ্রিকান দেশের সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ করার অধিকার পায়। তবে, রাশিয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমানা সেখানেই শেষ না।

মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বিশ্বাস করে যে মস্কো আফ্রিকাতে পশ্চিমাবিরোধী রাষ্ট্রগুলির একটি কনফেডারেশন তৈরি করতে চাইছে, এবং নিরাপত্তার ফাঁকফোকরের ভেতর দিয়ে স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে সেসব দেশে অস্থিতিশীলতা তৈরি করছে।

প্রভাবশালী সংবাদপত্র ওয়াশিংটন পোস্ট বেশ কিছু গোপন সরকারি দলিল দেখতে পেয়েছে যেখানে এই দাবি করা হয়েছে।

এসব অভিযোগের জবাব পেতে বিবিসি রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করেছিল কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি রাশিয়ার প্রধান কূটনীতিক সের্গেই লাভরভ বেশ ক'টি আফ্রিকান দেশ সফরের পর তাদের আশ্বস্ত করেছেন এই বলে যে, ওয়াশিংটন, লন্ডন এবং ব্রাসেলসের রুশবিরোধী মহোৎসব সত্ত্বেও আমরা প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক জোরদার করছি এবং, ব্যাপক অর্থে, আন্তর্জাতিক সংখ্যাগরিষ্ঠের পাশে রয়েছি। বিয়েট্রিস মেসা হলেন মরক্কোর রাবাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক। আটলান্টিক মহাসাগর থেকে পূবে হর্ন অফ আফ্রিকা পর্যন্ত সাহারা মরুভূমির দক্ষিণাঞ্চলীয় এলাকা, যাকে বলা হয় সাহেল, তার ওপর তিনি একজন বিশেষজ্ঞ।

সাহেল এখন নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার এক পরীক্ষাগারে পরিণত হয়েছে, শীতল যুদ্ধের এক নতুন মঞ্চে পরিণত হয়েছে, বলছেন তিনি।

এই অঞ্চলটি আফ্রিকার অন্যতম এক অস্থিতিশীল এলাকা, বিভিন্ন সশস্ত্র জিহাদি গোষ্ঠী, বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং অপরাধী গোষ্ঠীর হাতে এলাকাটি বিপর্যস্ত এবং অভ্যুত্থান, দুর্নীতি ও কুশাসনের আবর্তে এই অঞ্চলটি আটকা পড়ে আছে।

ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য

উনিশশো ষাটের দশকে স্বাধীনতার সময় এরা উত্তরাধিকার সূত্রে যেসব প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক সীমানা পেয়েছে সেগুলিকে শাসন করা কঠিন বলে প্রমাণিত হয়েছে। এর ফলে সেখানে অসংখ্য বিদ্রোহী গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছে এবং জনগণের মধ্যে অসন্তোষও বেড়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে প্রাক্তন ফরাসিভাষী উপনিবেশ, যাকে ফ্র্যাঙ্কোফোন আফ্রিকা বলা হয়, তার সাথে ফ্রান্স সম্পর্ক এবং প্রভাব বজায় রাখতে চেয়েছিল। তাদের যোগাযোগ ঐতিহ্যগতভাবে অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং মানব উন্নয়ন সংস্থার বিষয়গুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পাশাপাশি, একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়িক উপস্থিতিও ফ্রান্স বজায় রেখেছিল।

দু'হাজার বারো সালের শেষের দিক থেকে এই পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে।

সেবছর ইসলামপন্থী গোষ্ঠীগুলি উত্তর মালির নিয়ন্ত্রণ দখল করে এবং বামাকোর সরকার এই ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারে সহায়তা করার লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক শক্তিরক্ষী বাহিনীর জন্য জাতিসংঘের কাছে সাহায্যের অনুরোধ করে। ফ্রান্স এই আহ্বানে সাড়া দেয় এবং জাতিসংঘের সমর্থন নিয়ে ফ্রান্স ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে অপারেশন সার্ভাল শুরু করে।

এক বছর পর এই অভিযান অপারেশন বারখেন নামে আরও সম্প্রসারিত হয় এবং সাহেল অঞ্চলে তৎপরতার ম্যান্ডেট পায়। সে সময় সেখানে ৫,১০০ জন ফরাসি সৈন্য মোতায়েন করা হয়।

সেই অভিযান অবশ্য ব্যর্থ হয়েছে।

জিহাদি গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করার লক্ষ্যে ফ্রান্স সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির একটি সেক্টর, তুয়ারেগ ও আরব বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে মিত্রতা করেছিল, জানালেন মিজ মেসা, যিনি সাহেল অঞ্চলের সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর ওপর একটি বই লিখেছেন।

এর ফলে, মালির উত্তরাঞ্চলে একটি ডি ফ্যাক্টো রাজ্য তৈরি হয়েছে এবং দেশের মধ্যাঞ্চলে একটি নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা হতে যাচ্ছে বলেও আমরা দেখতে পাচ্ছি। এরা বামাকোর সরকারের সমান্তরাল।

এদের কাছে মালি তার ভূখণ্ডের একটি খুব বড় অংশের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে, ফ্রান্সের সমর্থন এবং সম্মতি নিয়েই। শুধু তাই নয় ঃ সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলিও খণ্ডবিখণ্ড হয়ে সংখ্যাতেও বেড়েছে। এই মুহূর্তে সেখানে ২০টিরও বেশি গোষ্ঠী রয়েছে, ব্যাখ্যা করছিলেন বিয়েট্রিস মেসা। এই সামরিক ব্যর্থতা, লড়াইয়ের কঠোরতা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলির ধ্বংস জনগণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে।

ফ্রান্সের নৃশংস ঔপনিবেশিক অতীতের জন্য স্থানীয় জনগণের মধ্যে আগেই অসন্তোষ ছিল এবং স্বাধীনতাপরবর্তী সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের মনোভাবের সাথে যুক্ত হয়েছে ফরাসীদের প্রতি এই বিরাগ। গবেষক পল স্ট্রোনস্কি উল্লেখ করছেন, ২০২০ ও ২০২১ সালের অভ্যুত্থানের পর ঐ এলাকার মানুষ ২০২২ সালের আগস্টে ফ্রান্সকে তার সৈন্য প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেছিল।

ঐ ঘটনার পর প্যারিস সরকার তার নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রতিবেশী দেশ নিজেরে সরিয়ে নেয়। তাদের প্রতি রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ বাজুমের সমর্থন রয়েছে, কিন্তু নিজেরের জনসংখ্যার সমর্থন তাদের নেই। কারণ জনগণের আশঙ্কা, তাদের দেশেও মালির মতো সমস্যা তৈরি হতে পারে।

অসন্তোষের এই সুযোগে রাশিয়া তার ভাড়াটে সৈন্যদের ঐ এলাকায় ঢুকিয়ে দিয়েছে।

রাশিয়া তার নিরাপত্তা তৎপরতার মাধ্যমে আফ্রিকার মূল খেলোয়াড়দের হটিয়ে দেয়ার একটি উপায় খুঁজে বের করেছে, বলছিলেন বিয়েট্রিস মেসা।

বামাকোর সরকার এজন্য সঙ্গী পরিবর্তন করেছে এবং আশা করছে যে মস্কো তাকে সেই স্থিতিশীলতা দিতে পারবে যা দিতে ফ্রান্স ব্যর্থ হয়েছে।

মালিতে ওয়াগনার গ্রুপের সৈন্যরা এক বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করছে এবং যদিও দেশটির কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে কথাটা স্বীকার করেনি।

মালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুলায়ে ডিওপ স্পষ্ট করে বলেছেন, কোন ধরনের কৈফিয়ত দেয়ার দরকার তদের নেই ঃ মালির অনুরোধে রাশিয়া এখানে এসেছে এবং আমাদের কৌশলগত প্রয়োজনে কার্যকরভাবে সাড়া দিয়েছে, গত বছর তিনি বলেছেন।

একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হয়েছে বুরকিনা ফাসোতে, যেখানে ফ্রান্সের ৪০০ জন স্পেশাল ফোর্সের সদস্য বুরকিনার সেনাবাহিনীকে ইসলামপন্থী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তা করছিল।

কিন্তু বেশ ক'বছর লড়াইয়ের পর ওয়াগাডুগুর সরকার এখন কোনমতে ৬০ অঞ্চল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছে। সে দেশের জনগণের মধ্যে ফরাসিবিরোধী মনোভাব এতটাই গভীর যে কর্তৃপক্ষ প্যারিস সরকারকে বলেছিল চলতি বছরের শুরুতে তার সৈন্য প্রত্যাহার করতে।

ওয়াগনার গ্রুপ সে দেশে তৎপর, ওয়াগাডুগুর সরকারও একথা অস্বীকার করে। তবে তারা নিশ্চিত করেছে যে, মস্কোর সাথে সহযোগিতার বিষয়টি রাশিয়ার কাছ থেকে কেনা অস্ত্রের ওপর সৈন্যদের প্রশিক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

কিন্তু মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সন্দেহ, ইয়েভগেনি প্রিগোশিনের গ্রুপটি বুরকিনা সরকারের সাথে তার সৈন্য মোতায়েন করার জন্য আলাপআলোচনা করছে। তবে গানার মতো প্রতিবেশী দেশগুলো বিশ্বাস করে যে, ওয়াগনার গ্রুপের ভাড়াটে সৈন্যদের বুটের ছাপ ইতোমধ্যেই বুরকিনার মাটিতে পড়েছে।

অস্থিতিশীলতার অভিযান

বিভিন্ন আফ্রিকান, ইউরোপীয় এবং আমেরিকান সূত্র অনুযায়ী, ওয়াগনার গ্রুপের সৈন্যরা চাদেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। সাহেল অঞ্চলের কেন্দ্রে এই দেশের অবস্থান কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, লিবিয়া এবং সুদান, যেখানে ওয়াগনারের ভাড়াটে সৈন্যরা তৎপর, তার সাথে চাদের রয়েছে তুলনামূলকভাবে খোলা সীমান্ত।

পল স্ট্রোনস্কি মনে করছেন, ওয়াগনার গ্রুপ সম্ভবত চাদের স্থানীয় বিদ্রোহীদের রসদপত্র এবং অপারেশনাল সহায়তা প্রদান করছে। এই বিদ্রোহীরা মহামাত ইদ্রিস ডেবি ইটনোর নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারকে অস্থিতিশীল কিংবা উৎখাত করতে চাইছে।

সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকেও এদের জোরালে উপস্থিতি রয়েছে। কার্নেগি সেন্টারের এই গবেষকের মতে, বহু বছর ধরে হস্তক্ষেপের পরও স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করতে বঙ্গি সরকারকে সাহায্য করতে ব্যর্থ হয়ে ফ্রান্স ২০১৭ সালে সেখান থেকে তার সৈন্য প্রত্যাহার করে।

সেই থেকে ওয়াগনার গ্রুপ ফস্টিনআর্চেঞ্জ টোয়াডেরার সরকারকে ঐক্যবদ্ধ করতে এবং ২০১৩ সালে গৃহযুদ্ধ শুরু করা বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলির আগ্রাসন বন্ধ করতে সহায়তা করেছে।

ওয়াগনার সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকে রাশিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রক্সি হিসেবে কাজ করছে, সেখানে নিরাপত্তা প্রদান করছে, সেখানে রুশ রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রভাব বিস্তারকে সহজতর করছে এবং মূল্যবান খনিজ সম্পদ হাত করছে, বলছিলেন মি. স্ট্রোনস্কি।

যদিও এই স্থিতিশীলতা আপেক্ষিক, এই গবেষক ব্যাখ্যা করছেন ঃ তারা অভ্যুত্থানপরবর্তী পরিষেবা প্রদান করছে এবং তারা সংঘাতের গতিপথ পরিবর্তন করতে সক্ষম, কারণ তারা কোন একটি পক্ষকে বেছে নেয়। ফরাসিদের সাথে তুলনা করলে, তারা নিজেদেরকে এমনভাবে তুলে ধরে যারা স্থিতিশীলতা আনতে সক্ষম। বিশ্লেষক বিয়েট্রিস মেসার মতে, ওয়াগনার গ্রুপের সৈন্যরা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ে কাজ করে, এবং প্রায়ই তাদের বিরুদ্ধে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠে থাকে।

জাতিসংঘের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে দেশের বিভিন্ন স্থানে মালির সেনাবাহিনী এবং ওয়াগনারের ভাড়াটে সৈন্যদের সম্ভাব্য যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের নিন্দা করা হয়েছে, যেখানে বহু মানুষ ভয়াবহ মৃত্যুদণ্ড, গণকবর, নির্যাতন, ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতা এবং লুটপাট, নির্বিচারে গ্রেফতার এবং জোরপূর্বক গুম হয়েছে।

বিশ্বাসযোগ্য কিছু রিপোর্টে আমরা বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন যেখানে ২০২২ সালে মার্চের শেষের দিকে বেশ কিছু দিন ধরে মালিয়ান সশস্ত্র বাহিনী, ওয়াগনার গ্রুপের সদস্য বলে বিশ্বাস করা হয় এমন সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে, মধ্য মালির একটি শহর মৌরাতে আটক কয়েকশ লোকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে, জাতিসংঘ এক বিবৃতিতে বলেছে।

সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, লিবিয়া এবং সুদানের মতো অন্যান্য দেশেও, যেখানে তাদের উপস্থিতি রয়েছে, সেখানে নিপীড়নের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এই দেশগুলি এধরনের আধাসামরিক গোষ্ঠীগুলিকে সেখানে সুনির্দিষ্টভাবে পাঠাতে আগ্রহী কারণ মানবাধিকার বা অন্য কোনও কনভেনশনের প্রতি এসব গোষ্ঠীর কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই। অন্যদিকে, এসব সাহেলোসাহারান রাষ্ট্রগুলো নিজেরাও এগুলো মানে না। ফলে, তারা সব সময়ই মিলিশিয়া ব্যবহার করতে পছন্দ করে, যুক্তি দিয়ে বলেন গবেষক বিয়েট্রিস মেসা।

ফ্র্যাঙ্কোফোন আফ্রিকার বাইরে

লিবিয়ায় ওয়াগনারের ভাড়াটে সৈন্যরা প্রথম উপস্থিত হয় ২০১৯ সালে, সেখানে তারা বিদ্রোহী জেনারেল খলিফা হাফতারকে ত্রিপোলিতে জাতিসংঘসমর্থিত সরকারের ওপর আক্রমণ চালাতে সহায়তা করে। ২০২১ সালে বিবিসির এক তদন্তে দেশটিতে ওয়াগনার গোষ্ঠীর হাতে নির্যাতনের চিত্র প্রকাশ করা হয়েছিল, যে দেশে তারাই ছিল অস্থিতিশীলতার মূল উৎস।

সুদানে বর্তমানে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জেনারেলের বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট ওমর আল বশির ২০১৭ সালে রাশিয়ার সাথে একাধিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। তাদের মধ্যে ছিল লোহিত সাগরে পোর্ট সুদানে একটি নৌঘাঁটি নির্মাণ, পাশাপাশি সুরা এম ইনভেস্ট কোম্পানির সাথে সোনার খনির ব্যবসা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতে, এই কোম্পানির পেছনে রয়েছে ওয়াগনার গ্রুপ।

সিএনএন টেলিভিশনের এক তদন্ত অনুযায়ী, এই সোনা সুদানী কাস্টমসে নিবন্ধিত না করেই স্থলপথ দিয়ে সরাসরি সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও সুদান সে দেশে ভাড়াটে সৈন্যদের উপস্থিতি স্বীকার করে না, কিন্তু তখন থেকেই ওয়াগনার গ্রুপের সাথে সম্পর্কিত টেলিগ্রাম মেসেজিং চ্যানেলগুলিতে প্রকাশিত বিভিন্ন ছবিতে দেখা গেছে, ওয়াগনার সৈন্যরা সুদানী সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, বা বিক্ষোভ দমনে নিরাপত্তা বাহিনীকে সাহায্য করছে। তবে বিবিসি এসব ছবি স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি।

সুদান ট্রিবিউনের মতো স্থানীয় মিডিয়ার খবর অনুযায়ী, সে দেশে ওয়াগনারের প্রায় ৫০০ লোক কাজ করছে ‐ প্রধানত দক্ষিণপশ্চিমে, সেঃট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকের সীমান্তের কাছাকাছি জায়গায়।

টুকরো খবর

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে থাকা ভেন্ডারদের স্টল অবশেষে ভেঙে গুড়িয়ে দিল রেল এবং আরপিএফ

জলপাইগুড়ি (এজেন্সী) ঃ বারবার নোটিশ দেওয়ার পরেও স্টল না তোলাতেই এই সিদ্ধান্ত নিল রেল। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নতুন স্টলের জন্য ভেন্ডারদের টেন্ডার হয়েছে। পুরোনো স্টল তুলে দিয়ে নতুন স্টল দিচ্ছে রেল। আর এখানেই কপালে চিন্তার ভাঁজ পুরনো ভেন্ডারদের। কুড়ি পঁচিশ বছর ধরে স্টেশনে স্টল চালানো ভেন্ডাররা আজ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে। শুক্রবার সকালে রেলের তরফে বিশাল আরপিএফ এবং জিআরপিএফ এর জওয়া দের কে নিয়ে গিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় ওই স্টল গুলি। এর ফলে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে পড়ল কয়েকশ ভেন্ডারের পরিবার। মধ্যেই ভেন্ডারদের তরফে এবং রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়ন আইএনটিটিইউসির তরফে পুরনো ভেন্ডারদেরকে স্টল দেওয়ার দাবি তোলা হয়েছে। কিন্তু তা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। তার আগেই সর্বস্ব খাওয়ালেন পুরনো ভেন্ডার রা। শুক্রবার নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে থাকা প্রায় ১০ টি স্টল ভেঙে দেওয়া হল। এই ঘটনায় সকাল থেকেই চাঞ্চল্য চড়িয়েছিল নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন এলাকায়। রেলের উচ্চপদস্থ কর্তারা জানিয়েছেন আগে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও ভেন্ডাররা স্টল তুলে না নেওয়ায় আজ ভেঙ্গে দেওয়া হল।

উত্তরের জলপাইগুড়িতে শীতের আমেজ

জলপাইগুড়ি ঃ উত্তরের জলপাইগুড়িতে শীতের আমেজ। কয়েকদিন ধরে জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রীর আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। সকাল থেকেই হাল্কা কুয়াশা থাকলেও সূর্যের দেখা মিলছে। সকাল থেকে চা এর দোকান ও পুরিসবজি গরম গরম খাবারের দোকানগুলোতে ক্রেতাদের আনাগোনা লক্ষ্য করা গেছে। সকালের দিকে এবং সন্ধ্যার পর হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা থেকে একটু রেহাই পেতে আগুন জ্বালিয়ে তাপ নিচ্ছেন সাধারন মানুষজন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা বাড়লেও সন্ধ্যে নামলেই ফের হাড় হিম করা ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে জেলা জুড়ে। সামনেই বড়দিন এবং নতুন বছর। আরো ঠান্ডা বাড়বে বলে জানান জলপাইগুড়িবাসী।

গ্রামীন সড়ক তৈরীর ক্ষেত্রে অনিয়ম এবং দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সোচ্চার হলেন স্থানীয় বাসিন্দারা

মালদা ঃ গ্রামীন সড়ক তৈরীর ক্ষেত্রে অনিয়ম এবং দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সোচ্চার হলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, সরকারি নির্দেশ মেনে এই রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে না। অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী দিয়েই রাস্তার কাজ করছে একটি ঠিকাদারি সংস্থা। এরকমভাবে দায়সাড়া করে রাস্তা তৈরি হলে কয়েক দিনের মধ্যেই তা নষ্ট হয়ে যাবে। সরকারি অর্থ অপচয় করা হচ্ছে এই নিম্নমানের রাস্তার কাজ করে । শুক্রবার সকালে এই নিম্নমানের রাস্তার কাজের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। বন্ধ করে দেওয়া হয় রাস্তা তৈরীর কাজ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের দৌলতপুর থেকে কনুয়া পর্যন্ত প্রায় ৮ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার পক্ষ থেকে সাত কোটি টাকা ব্যয়ে এই রাস্তার কাজ শুরু হয়। কিন্তু রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে দুর্নীতি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রামবাসীদের অভিযোগ, রাস্তা নির্মাণে ব্যবহৃত পাথর সঠিকভাবে দেওয়া হচ্ছে না। সিডিউল অনুযায়ী তিন ইঞ্চি পাথরের প্রলেপ দেওয়ার কথা থাকলেও, সেখানে দেড় ইঞ্চি পাথরের প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। সঠিকভাবে রাস্তার কাজ করার জন্য ঠিকাদার সংস্থাকে বারবার বিষয়টি জানানো হলেও ঠিকাদার সংস্থা গায়ের জোরে সেখানে রাস্তার কাজ করাচ্ছে বলে অভিযোগ। এদিন রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের বেজপুরা গ্রামের বাসিন্দারা কাজ বন্ধ রেখে বিক্ষোভ দেখান। গোটা ঘটনা নিয়ে ব্লক প্রশাসনের কাছে লিখিত আকারে অভিযোগ জানিয়েছেন তারা। যদি ওই ঘটনায় ঠিকাদারি সংস্থার কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিজিয়া সুলতানা জানিয়েছেন, রাস্তা নির্মাণ নিয়ে যদি কোনরকম অনিয়মের অভিযোগ হয়ে থাকে তাহলে বিষয়টি অবশ্যই খতিয়ে দেখে প্রশাসনের উদ্বোধন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। চাচল মহকুমা শাসক সৌভিক মুখার্জি জানিয়েছেন, হরিশ্চন্দ্রপুরের বেজপুরা এলাকার কিছু মানুষ সেখানে পাকা রাস্তা তৈরি করার ক্ষেত্রে অসন্তোষের কথা জানিয়েছেন। ব্লক প্রশাসনকে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক স্তরে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আওয়ামী লীগ কি অস্বস্তিতে?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের আগামী সংসদ নির্বাচন নিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের তোড়জোড়, অনেক জায়গায় স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সাথে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস এবং জাতীয় পার্টিসহ ক্ষমতাসীন দলের মিত্রদের অংশগ্রহণ সত্ত্বেও নির্বাচনটি আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা কতটা পাবে, তা নিয়ে প্রবল সংশয় রয়েই গেছে। এমনকি প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল এবং নির্বাচন কমিশনার আনিছুর রহমানও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সম্ভাব্য পদক্ষেপের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন ভালো নির্বাচন না হলে 'দেশের ভবিষ্যৎ ভালো হবে না'। এসব উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যেই নির্বাচনের একেবারে দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে সরকার ও নির্বাচন কমিশন। আগামী সাতই জানুয়ারির এই নির্বাচন বিএনপি ও সমমনা দলগুলো বর্জনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর অনেক আসনে সরকারি দলের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়াই করার সুযোগ পেয়েছেন দলটিরই অনেক নেতা। আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য ও কৃষিমন্ত্রী ডঃ আব্দুর রাজ্জাক বলছেন নির্বাচনের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সংকটের এখন আর কোনও কারণ আছে বলে তার দল আওয়ামী লীগ মনে করে না। নির্বাচন জমে উঠেছে ও উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বিএনপি আসলে আরও ভালো হতো। কিন্তু নিজেদের অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে তারা আসেনি। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো জনগণের অংশগ্রহণ বা জনসমর্থন। দেশের মানুষ নির্বাচনে সামিল হওয়ায় তাই নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে অস্বস্তিতে থাকার কোনও কারণই আর নেই, বলছিলেন তিনি। যদিও সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন বলছেন নির্বাচনটি যত ভালোই হোক সবাই জানে কারা ক্ষমতায় আসবে এবং সে কারণে পশ্চিমারা যে মানের নির্বাচন চেয়েছিলো সেই প্রত্যাশা তাদের পূরণ হয়ে গেছে বলে মনে হয় না। পশ্চিমারা আগেই বলেছে তারা কেমন নির্বাচন চায়। সেটি না হলে কী ধরণের ব্যবস্থা হতে পারে তার ইঙ্গিতও তারা আগেই দিয়েছে। তাদের অনেক কংগ্রেসম্যান স্যাংশনের কথা বলেছেন। সে কারণে নির্বাচন নিয়ে তাদের আপত্তি থেকেই গেলে নানা আশঙ্কা থেকেই যায়, বলছিলেন তিনি। আওয়ামী লীগ পুরো দমে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে বেশ কয়েকদিন আগেই। নিজেদের প্রার্থী বাছাই ছাড়াও বিরোধী দল জাতীয় পার্টির সাথে সমঝোতা এবং নিজেদের জোটের মধ্যে আসন ভাগাভাগি সম্পন্ন করে দলটি এখন নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত। কিন্তু এর মধ্যেই নিজেদের মধ্যে ঘরোয়া আড্ডা কিংবা অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় যে উদ্বেগটি বড় হয়ে আসছে তা হলো ‐ নির্বাচনের পর পশ্চিমারা কোন পদক্ষেপ নেয় কি না! এবং নিলে সেটি কী ধরনের হতে পারে। বিশেষ করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিই দলটির নেতাকর্মীদের কাছে অস্বস্তিকর। শেখ হাসিনা নিজেই অনেকবার বলেছেন যে 'যুক্তরাষ্ট্র হয়তো আমাকে আর ক্ষমতায় দেখতে চায় না'। এমনকি র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের জন্য ভিসা নীতি ঘোষণার পর তিনি যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র সমালোচনাও করেছেন। ওদিকে নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক, অবাধ ও নিরপেক্ষ করতে যুক্তরাষ্ট্র শক্ত অবস্থান নেয়ার পর ইউরোপীয় ইউনিয়নও নির্বাচন প্রশ্নে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। এমনকি তারা নির্বাচনে পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষণ দল না পাঠানোর কথাও জানিয়ে দিয়েছে। এমন প্রেক্ষাপটে কিছু আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী দিয়ে জনগণের অংশগ্রহণ কতটা নিশ্চিত হবে তা নিয়ে যেমন উদ্বেগ আছে আবার তেমনি নির্বাচনের পর যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমারা কী ব্যবস্থা নেয় তা নিয়েও অস্বস্তি আছে দলের বিভিন্ন পর্যায়ে। যদিও দলের নেতারা আনুষ্ঠানিকভাবে এ বিষয়টি কেউ স্বীকার করতেই রাজি নন। ডঃ আব্দুর রাজ্জাক বলছেন নির্বাচনের পরেও সবার কাছে জনসমর্থনের বিষয়টিই বিবেচ্য হবে বলে তারা মনে করছেন। বাংলাদেশের জনগণ কী চাইছে সেটিই গুরুত্বপূর্ণ। তারা নির্বাচনে সামিল হলে বিদেশিদের কিছু বলার থাকবে বলে মনে হয় না। আর মানুষ ইতোমধ্যেই নির্বাচনের জোয়ারে এসে গেছে, বলছিলেন তিনি। অবশ্য আওয়ামী লীগের একটি বড় অংশ বিশ্বাস করেন যে বাংলাদেশের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমাদের যে তৎপরতা দেখা যাচ্ছে তার সাথে নির্বাচনের কোনও সম্পর্ক নেই। তারা মনে করেন এটি রাশিয়া, চীন ও ভারতের সাথে ভূ রাজনৈতিক কৌশলের একটি প্রতিফলন এবং বাংলাদেশ এক্ষেত্রে তার 'ভিকটিম' মাত্র। ভোট নির্বাচন কিছু না। এখানে রাশিয়া বড় কাজ করছে। চীন বিনিয়োগ করেছে। ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছে। এতে আমেরিকা মনে করে তাদের কর্তৃত্ব দুর্বল হয়েছে। সে কারণেই নির্বাচনকে ব্যবহার করে আবার দৃশ্যপটে আসতে চায় যুক্তরাষ্ট্র, আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের একজন সদস্য বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন। তবে তিনি তার নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ করেছেন। তার মতে, পাকিস্তানে সদ্য বিদায়ী প্রধানমন্ত্রীকে জেলে রেখে, নির্বাচনে অযোগ্য করে কত কিছু করা হচ্ছে ‐ তা নিয়ে 'বিশ্বমোড়লদের' কোনও কথা নেই কারণ এটি তারাই চাইছে।

রংপুরে এরশাদের আসনে জিএম কাদেরের মুখোমুখি একজন তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থী

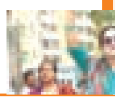

ঢাকা : একটা সময় ছিল যখন জাতীয় পার্টির লাঙ্গল প্রতীক রংপুরের মানুষের মনে আবেগ সৃষ্টি করতো। অবশ্য জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক সামরিক শাসক জেনারেল এইচ এম এরশাদ যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলেন, তখনো জাতীয় পার্টি রংপুরে ততটা জনপ্রিয় ছিলনা। এরশাদের মূল জনপ্রিয়তা দেখা যায় ১৯৯০ সালে তার পতনের পর যখন দুর্নীতির মামলায় তাকে কারাগারে যেতে হয়। কারাগারে থাকা অবস্থায় মি. এরশাদ ১৯৯১ এবং ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে পাঁচটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পাঁচটিতেই জয়লাভ করেন। অথচ সে দুটি নির্বাচনে তিনি প্রচারণার কোন সুযোগ পাননি। এরপর ২০০১ সালের নির্বাচনেও জাতীয় পার্টি রংপুর জেলার সবগুলো আসন থেকে জয়লাভ করে। রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক তুহিন ওয়াদুদ বলেন, ১৯৯১ সালে এরশাদ কারাগারে যাবার পর এই অঞ্চলে লোকমুখে একটা কথা ছড়িয়েছিল যে মি. এরশাদকে ফাঁসি দেয়া হবে। অথচ সে কথার কোন ভিত্তি ছিলনা।

বড়দিনে যিশুর জন্মস্থান বেথেলহেমে নেই কোন আনন্দ, নেই উদযাপন

বেথেলহেম : এ বছর সেখানে বড়দিনের উৎসব বাতিল করা হয়েছে। যে হাজার হাজার পর্যটক এবং তীর্থযাত্রীদের শহরের প্রাণকেন্দ্র ম্যাঞ্জার স্কয়ারে দেখা যেতো, তাদের কেউই এখন নেই।

পশ্চিম তীরের বেথেলহেমের বাসিন্দা ম্যাডেলি বিবিসির সংবাদদাতাকে বলেন, ''সুখ, আনন্দ, বাচ্চাদের হৈচৈ, সান্তা কোনকিছুই শহরটিতে নেই। নেই বড়দিনের কোন আমেজ।''

বড়দিনের বিখ্যাত ক্রিসমাস ট্রি, সাধারণত স্কয়ারের একেবারে মাঝখানে থাকে, এখন সেটাও নেই। নেই কোন ক্রিসমাসের সমবেত সঙ্গীত বা দোকানের কেনাকাটার ভিড়।

গাজার শশুদের প্রতি সম্মান জানাতে সেই স্থানে বড় বড় পাথর আর কাঁটাতারের বেড়ার মাঝে শিশু যিশুর ছবি সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

অস্বাভাবিক ফাঁকা নেটিভিটি চার্চের ফাদার ঈসা থালডিজিয়া এই প্রতিবেদককে বলেন, ''শহরটিকে এখন মৃতপুরীর মতো মনে হচ্ছে।''

তিনি বলেন, ''আমি ১২ বছর ধরে এই গির্জায় যাজক ছিলাম। আমি বেথেলহেমে জন্মগ্রহণ করেছি, এমন পরিবেশ আমি কখনো দেখিনি। এমনকি মহামারী কোভিড-১৯ চলাকালীনও এমন পরিবেশ ছিলো না।''

''বড়দিন উদযাপন করা কঠিন, কারণ গাজায় আমাদের ভাই বোন আছে। কিন্তু প্রার্থনায় আমরা এক হয়েছি এটা ভালো,'' বলে জানান ফাদার থালডিজিয়া।

জাওদাত মিখাইল বেথেলহেমে থাকেন, কিন্তু তার পরিবার উত্তর গাজায় আটকে পড়েছে।

ইসরায়েলি বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত এলাকা গাজার উত্তরে শেজাইয়া শহরের হলি ফ্যামিলি চার্চে তার বাবা, মা, ভাই এবং অন্যান্য ডজনখানেক আত্মীয় আশ্রয় নিয়েছে।

যখন এই প্রতিবেদক এবং জাওদাত কথা বলছিলেন, তখন তার বাবা হান্না মিখাইলের ফোন আসে। ফোনের নেটওয়ার্ক খুবই দুর্বল ছিলো কিন্তু তারপরও সে বাবাকে একঝলক দেখার জন্য বসে ছিলো।

হান্না তাকে জানান, তাদের পরিবারের সদস্যরা ঠিক আছে। তিনি বলেছেন, দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় চেষ্টার পর তিনি খাবার খোঁজার জন্য অবশেষে চার্চ থেকে বেরোতে পেরেছেন। তিনি জানান, চার্চের আশেপাশে সব শুধু ধ্বংসস্তূপ। সব দোকান পুড়ে গেছে। সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে এবং এখানে কোন পানি নেই।

''খাবার খুবই অল্প আছে, যাতে তোমার পেট ভরবে না কিন্তু তোমাকে জীবিত রাখবে,'' বলেন জাওদাতের বাবা।

গতবছর ক্রিসমাস কতটা আনন্দের ছিলো তা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

''এ দিন আমরা হয়তবা চার্চে আলোকসজ্জা করতাম। ক্যারোলস থাকতো কিন্তু এখন আমাদের একমাত্র প্রার্থনা এখান থেকে জীবিত বের হওয়া,'' তিনি বলেন।

পরিবার ইতোমধ্যেই নিদারুণ দুর্দশা ভোগ করেছে বলে জানান হান্না।

এক সপ্তাহ আগে, জাওদাতের দাদী নাহিদা খলিল অ্যান্তন যিনি গাজায় ওই চার্চে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তিনি বাথরুমে যাওয়ার সময় দুইবার পেটে গুলিবিদ্ধ হন। তার খালা সামার কামাল অ্যান্তন তাকে সাহায্যের জন্য ছুটে গেলে তিনিও মাথায় গুলিবিদ্ধ হন।

তারপরের ঘটনাবলী এবং জানাজার ছবি জাওদাত এই প্রতিবেদককে দেখান।

যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই তার পরিবার হলি ফ্যামিলি চার্চে আশ্রয় নিয়েছিলো। অথচ এখন তারা সেখানে তাদের প্রিয়জনদের সমাহিত করছে।

এই মৃত্যুর জন্য ইসরায়েলি স্নাইপারদের তারা দায়ী করেছে। তবে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী আইডিএফ জানিয়েছে, তারা এই অভিযোগের তদন্ত করে দেখবে।

অশ্রুসিক্ত হান্না জানায় তার চোখের সামনে পরিবারের দুই সদস্য মারা গেছে।

''এটা একটা আঘাত, যা সহ্য করা যায় না।''

তিনি প্রতিবেদকের সাথে কথা বলার সময় কান্না এবং বেশি কথা বলতে না পারার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, ''আমি খুবই দুখিত, এটা খুব কঠিন, আমরা অনেক সহ্য করেছি।''

আমরা কথা বলার সময় একটা বিস্ফারণের শব্দ শোনা যায়, তারপর জাওদাত যখন অনীহা সত্ত্বেও তার বাবাকে বিদায় জানাচ্ছিলেন, সেই সময় আরেকটা বিস্ফোরণ শোনা যায়।

সকালে বেথেলেহেমে চার্চে যখন ঘণ্টা বাজছিলো, স্থানীয় কিছু লোক যিশুর চারপাশে ধ্বংসস্তূপের সামনে জড়ো হয়। স্পিকারে তখন আরবি গান বাজছিলো , একজন আরেকজনকে সালাম দিচ্ছিলো, শিশুদের জন্য শান্তি প্রার্থনা করছিলো।

মাঝখানে কয়েক ডজন লোক একটা বড় ফিলিস্তিনি পতাকা হাতে তা উপরে নিচে উড়াচ্ছিলো।

জেরুসালেমের লাতিন ক্যাথলিক চার্চের প্রধান পিয়ারবাতিস্তা পিজ্জাবালা বেথেলহেমে তার ঐতিহ্যবাহী পরিচয়ের কারণে। তিনি ফিলিস্তিনের ঐতিহ্যবাহী সাদা কালো চেকের স্কার্ফ পরিহিত ছিলেন।

নেটিভিটি চার্চে ঢোকার আগে তিনি বলেন, এটা খুব দুঃখের একটা বড়দিন।

তিনি বলেন, ''আমরা ভয়াবহ একটা যুদ্ধের মধ্যে আছি। আমাদের ধ্যানধারণা শুধুমাত্র গাজার দিকে, গাজায় থাকা আমাদের জনগণের দিকে। দুই মিলিয়ন কষ্ট করছে।''

পিয়ারবাতিস্তা আরো বলেন, ''একটা যুদ্ধবিরতি যথেষ্ট নয়। আমাদের এই শত্রুতা বন্ধ করতে হবে। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে হবে কারণ সহিংসতা শুধুই সহিংসতা ডেকে আনে।''

ম্যাঞ্জার স্কয়ারের কিছু দূরে স্টার স্ট্রিটের দুই সাইডেই স্যুভেনিরের দোকানগুলি আছে কিন্তু নেই চিরচেনা সেই কেনাবেচা, দরকষাকষির দৃশ্য। ফিলিস্তিনের বিখ্যাত সেলাই করা স্কার্ফগুলো, কুশন কভার এবং প্রত্নবস্তুগুলি দোকানের বাইরে বিক্রেতাদের স্পর্শ ছাড়াই ঝুলে আছে। এই সময় সাধারণত বাজারের জন্য উচ্চ মৌসুম , কিন্তু এই বছর নেই।

ম্যাঞ্জার স্কয়ারের নিকটবর্তী একটি দোকানের মালিক আবুদ সুবাহ বলেন, গাজায় আমাদের অসংখ্য লোক মারা গেছে এমন পরিস্থিতিতে আমরা বড়দিন উদযাপন করতে পারি না।

নিজের ব্যবসা ও এই শহরকে এমন রূপে দেখা খুব দুঃখের বলে তিনি প্রতিবেদককে জানান।

আবুদ বলেন, এ বছর ক্রিসমাস উদযাপন করা ভুল হবে। আমরা খুশি হতে পারি না কারণ আমরা পৃথিবীর অপর প্রান্তে বাস করি না। আমরা এখনো প্যালেস্টাইনে আছি।

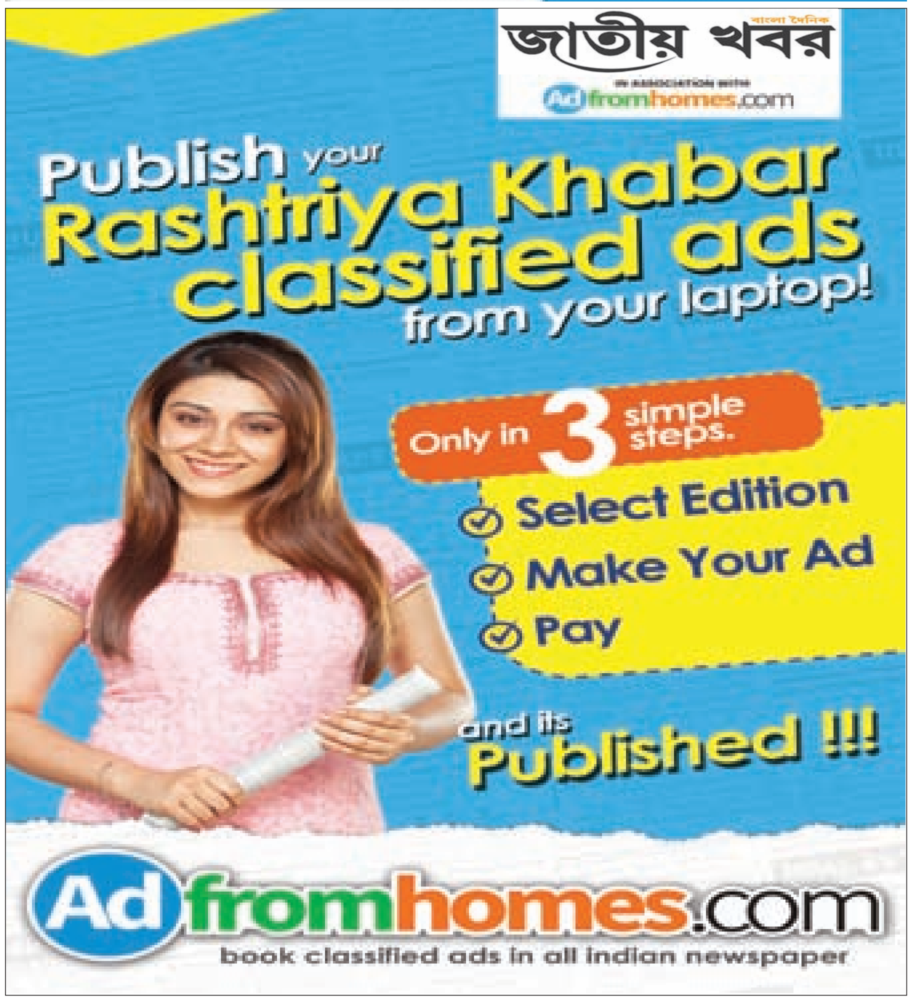

ইসলাম ধর্মে যিশু ও মেরিকে কীভাবে দেখা

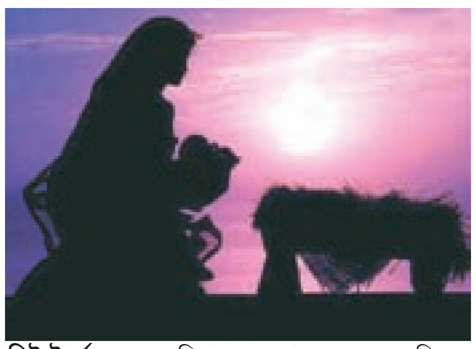

নিউ ইয়র্ক : যখন বিশ্বজুড়ে লাখ লাখ মানুষ, বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলো যিশুর জন্ম উদযাপন করে, তখন প্রশ্ন ওঠে যে মুসলমানরা ভার্জিন মেরি অর্থাৎ কুমারী মরিয়ম এবং তার পুত্র জেসাস বা যিশু বা নবী ঈসাকে কীভাবে দেখে?

বিশ্বব্যাপী যিশুর অনুসারীর সংখ্যা সর্বাধিক। এরপর দ্বিতীয় অবস্থানেই রয়েছে মুসলমানরা।

ইসলামের জন্য তাদের নবী ঈসার মা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে কোরানের একটি সূরার নাম 'মরিয়ম' রাখা হয়েছে। তিনিই একমাত্র নারী, যাকে মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থে নাম ধরে উল্লেখ করা হয়েছে। কোরানের ১১৪টি সূরার মধ্যে ১৯ নম্বর সূরাটি ওই নারীর নামে নামকরণ করা হয়।

মরিয়মের নাম ক্যানোনিকাল গসপেলগুলোয় যতবার বলা হয়েছে তার চাইতে বেশি বলা হয়েছে কোরানে। কোরানের কমপক্ষে ৭০টি আয়াতে মরিয়মের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

জন ইউনিভার্সিটির থিওলজি অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজের অধ্যাপক জেকি সারিটোপ্রাক যুক্তরাষ্ট্রের, অক্সফোর্ড বিবলিওগ্রাফিজ ওয়েবসাইটে মেরি ইন ইসলাম লেখায় এই তথ্য জানান।

আমার মনে আছে, ২০০৮ সালে যখন লন্ডনের মুসলিম ওয়েলফেয়ার হাউসের মুখপাত্র, আহমেদ মাহির সাবিকের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম, তিনি যেভাবে মরিয়মের কথা বলেছিলেন তাতে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আহমেদ মাহির সাবিক বলেছিলেন, যখন আমরা মরিয়মের নাম উল্লেখ করি তখন আমরা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'এই বাক্যাংশটি যোগ করি, যার অর্থ 'তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' মরিয়ম মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত একজন নারী এবং যারা তাকে সম্মান করে না তাদেরকে মুসলমান বলে গণ্য করা হয় না, তিনি বলেন।

নামের চাইতেও বেশি কিছু

মুসলমানদের মতে, নবী ঈসার জন্মের ছয় শতাব্দী পরে কোরান নাজিল হয়।

ঈশ্বর (ইসলাম ধর্মানুযায়ী আল্লাহ) সে সময় ফেরেশতা জিবরাইলের (খ্রিস্টান ধর্মমতে দেবদূত গ্যাব্রিয়েল) মাধ্যমে, ইসলামের নবী মুহাম্মদের কাছে কোরান নাজিল করেন।

খ্রিস্টান এবং ইসলাম ধর্ম অনুসারে, গ্যাব্রিয়েল বা জিবরাইল প্রথমবারের মতো মেরি বা মরিয়মকে জানান যে তিনি গর্ভবতী।

ইসলামের সাহিত্য অনুসারে কোরানে, নবী মুহাম্মদের পরিবারের যেকোনো সদস্যের চেয়ে মরিয়মের নাম বেশি বার উল্লেখ করা হয়েছে।

মাহির সাবিকের মতে, ইসলামে মরিয়মের মূল তাৎপর্য হল তিনি নবী ঈসার মা ছিলেন।

মুসলমানদের জন্য, নবী ঈসা ছিলেন ইব্রাহীম, মুসা, মুহাম্মদের মতো - ঈশ্বরের নবী।

খ্রিস্টধর্মের মতো ইসলামও বিশ্বাস করে যে, যিশুকে গর্ভে ধারণ করা ছিল একটি অলৌকিক ঘটনা।

সূরা আল ইমরানে এই ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয়েছে যেখানে মরিয়মকে সুসংবাদ জানানো হয়, এই বলে যে তিনি এমন একজনের মা হবেন যিনি মেসাইয়াহ বা আল্লাহর রসূল হবেন।

এ নিয়ে মরিয়মের প্রতিক্রিয়া কোরানের ৪৭ নম্বর আয়াতে উঠে এসেছে।

হে ঈশ্বর! আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ না করা সত্ত্বেও আমার সন্তান হবে কিভাবে?

পরবর্তীতে, নবীদের সূরায়, মরিয়মের সতীত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে :

এবং মরিয়ম এমন একজন যিনি তার কুমারীত্ব রক্ষা করেছিলেন, তারপর আমি তার ভেতর আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে সমগ্র জগতবাসীর জন্য এক নিদর্শন বানিয়েছিলাম।

একার শক্তি

যদিও উভয় ধর্মই মরিয়মের প্রশংসা করেছে, তবে যিশুর মাকে নিয়ে গল্পগুলোয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভিন্নতা রয়েছে। ইসলাম ধর্মে নবী ইউসুফের (খ্রিস্টান ধর্মমতে জোসেফ) কথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি, যেখানে কিনা খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল অনুসারে মেরি ছিলেন জোসেফের বাগদত্তা। অন্যদিকে ইসলাম ধর্মমতে, নবী ঈসার মা যখন গর্ভবতী হয়েছিলেন তখন তিনি বিবাহিত ছিলেন না অর্থাৎ কুমারী ছিলেন। মাহির সাবিক ব্যাখ্যা করেছেন, মরিয়ম তার পরিবার এবং তার সম্প্রদায় থেকে দূরে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন যেন তিনি একটি খেজুর গাছের ছায়ায় একা একা বাচ্চা প্রসব করতে পারেন।

কোরানে সূরা মরিয়মের ২২ থেকে ২৫ আয়াতে নবী ঈসার জন্মের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

অতঃপর তিনি গর্ভে সন্তান ধারণ করলেন এবং একটি নির্জন স্থানে চলে গেলেন। প্রসব বেদনায় তিনি এক খেজুর গাছের নীচে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। সন্তান প্রসবের বেদনায় তিনি বলেছিলেন : 'এর আগেই যদি আমি মরে যেতাম আর মানুষের স্মৃতি থেকে পুরোপুরি মুছে যেতাম!'

অতঃপর ফেরেশতা তাকে নীচ থেকে আওয়াজ দিলেন যে, তুমি দুঃখ করো না। তোমার পালনকর্তা তোমার পায়ের তলায় এক নহর বইয়ে দিয়েছেন। তুমি তোমার দিকে খেজুর গাছের কাণ্ড নাড়া দাও, সেটি তোমার সামনে তাজা, পাকা খেজুর ফেলতে থাকবে।

এক নারীর সাহসিকতা

সারিটোপ্রাকের মতে, ইসলামে মরিয়মের গুরুত্বের আরেকটি দিক হল যে কোরানের কিছু আয়াতে নবী ঈসাকে মরিয়মের পুত্র হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও ইসলামের ইতিহাসে এমন অনেক নারী আছেন যাদেরকে মুসলিমরা প্রশংসা করেন। যেমন নবী মুহাম্মদের স্ত্রী এবং কন্যা।

মরিয়ম তাদের অনেকের জন্য একটি আদর্শ ছিলেন। আসমা রেজকি নামে এক মুসলিম তরুণী সারিটোপ্রাককে ২০০৮ সালে এ কথা বলেছিলেন। রেজকি তাকে বলেছিলেন, বিশ্বের সব নারীদের মধ্যে মরিয়মকে, ঈশ্বর তাঁর নবীর মা হওয়ার জন্য মনোনীত করেছিলেন।

তিনি পবিত্রতার প্রতীক এবং ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের উদাহরণ, বলেন রেজকি।

নবী ঈসার মা মুসলমানদের জন্য ধৈর্য ও সাহসের উদাহরণও বটে। কারণ তিনি যখন তার সম্প্রদায়ে ফিরে আসেন, তখন মরিয়মকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যেমনটি সূরা মরিয়মের আয়াতগুলোয় বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর তিনি তার সন্তানকে কোলে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের সামনে হাজির হলেন। তারা বলল, হে মরিয়ম, তুমি তো এক অঘটন ঘটিয়ে বসেছ। হে হারুনের বোন! তোমার পিতা কোন অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মা ব্যভিচারিণী ছিলেন না।

বাইবেলে যিশুর জীবন সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু তাঁর চেহারা সম্পর্কে কোন বর্ণনা নেই। বিশেষজ্ঞ রিচার্ড নিভের চিত্রায়নে যিশু দেখতে হয়তো এমন ছিলেন।

কোরান অনুসারে, নবী ঈসা নবজাতক হওয়া সত্ত্বেও কথা বলে ওঠেন :আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে একজন নবী করেছেন।

অক্সফোর্ড বিবলিওগ্রাফি ওয়েবসাইটে যিশুর উপর যুক্তরাষ্ট্রের লুথার কলেজের অধ্যাপক রবার্ট শেডিংগারের লেখায় উল্লেখ করা হয়েছে, নবী ঈসা ইসলামিক ঐতিহ্যে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেন এবং প্রায়শই মুহাম্মদের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নবী হিসাবে তাকে বিবেচনা করা হয়।

শেডিংগার বলেন, মূলত মুসলমানদের সাথে কথা বলার সময় আমি লক্ষ্য করেছি যে তারা যখন নবী মুহাম্মাদের নাম উল্লেখ করে, তখন তারা তার নাম উচ্চারণ করার পরে সাল্লাল্লাহু ওলায়হি ওয়াসসাল্লাম বা তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এই বাক্যাংশটি যুক্ত করেন : তারা যখন নবী ঈসা সম্পর্কে কথা বলে তখনও একই কাজ করেন।

দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোয় যিশু এবং মেরি দুটি খুব জনপ্রিয় নাম, তেমনি মুসলিম বিশ্বে ছেলেদের ঈসা এবং মেয়েদের মরিয়ম নামটিও খুব প্রচলিত।

উপাসনা

ইসলাম এবং ক্যাথলিক ধর্মে মরিয়ম এবং তার পুত্রকে ঘিরে যেসব ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। সেখানে অন্যতম প্রধান অসঙ্গতির বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে।

ক্যাথলিকদের জন্য, ভার্জিন মেরি হলেন ঈশ্বরের মা এবং ঈশ্বর জেসাস বা যিশুর মধ্যে মানুষ রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। অন্যদিকে মুসলমানদের জন্য, নবী ঈসা ঈশ্বর নন। তাই, মরিয়ম ঈশ্বরের মা নন।

ইসলামে, মরিয়ম বা নবী ঈসা কাউকে ঈশ্বরের সামনে সুপারিশকারী হিসাবে দেখা হয়নি।

তারা মানুষ ছিলেন যাদের কাছে - ইসলাম ধর্ম অনুসারে - কিছুই প্রার্থনা করা বা চাওয়া যায় না বা চাওয়া হয় না। আমরা বিশ্বাস করি যে একমাত্র যিনি আমাদের ইহকাল ও পরকালে সাহায্য করতে পারেন, তিনি আল্লাহ (ঈশ্বর)। তাহলে আমরা কেন অন্য কারো উপাসনা করব যদি আল্লাহই সবকিছু করতে পারেন? ...মরিয়ম আমাদের সাহায্য করতে পারবে না, বলেন মাহির সাবিক। নবী ঈসার নাম কোরানে ২৫ বার উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে ঈশ্বর প্রদত্ত এক অলৌকিক বিষয় হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ... শান্তির নবী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নবী ঈসা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে মুহাম্মদ আসবেন এবং তাই তাকে ইসলামের আগাম ঘোষণাদাতা বলা যেতে পারে, ফিলিস্তিনি ইতিহাসবিদ তারিফ খালিদি মুসলিমদের চোখে যিশু নিবন্ধে এ কথা উল্লেখ করেন। কোরানেও নবী ঈসার অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতাকেও স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

প্রতিকৃতি

ক্যাথলিক গির্জা এবং খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের বাড়ি, যানবাহন এবং পোশাকে মেরির বিভিন্ন প্রতিকৃতি দেখা যায়। ক্যাথলিক গির্জা একটি বিষয় খেয়াল রাখে তা হল, তারা যখন মেরির প্রতি বিশ্বাস রেখে প্রার্থনা করে তখন সেটা যিশুর মায়ের প্রতিকৃতিকে উপাসনা করা হয় না। তারা জোর দিয়ে আরো বলে যে, মেরির কাছে তারা যে মিনতি করে এর মধ্যমে তারা মূলত ঈশ্বরের কাছে সেই প্রার্থনা পৌঁছে দিতে তার মধ্যস্থতা কামনা করে। মিস্ট্রি অব হলি ট্রিনিটিতে এই ব্যাখ্যা দেয়া হয়। ইসলামে, আল্লাহর কোন নবীকে কোন ছবি বা প্রতিকৃতির মাধ্যমে তুলে ধরা নিষেধ। এ কারণে মসজিদে মানুষের কোন ছবি থাকে না। মসজিদের দেয়ালে আরবি ক্যালিগ্রাফিতে কোরানের আয়াত লেখা থাকে। ইসলামের সুন্নি ধারাও মরিয়মকে প্রতিকৃতি রূপে প্রকাশ করাকে আপত্তিকর বলে মনে করে। যদিও অনেক শিয়া (ইসলাম ধর্মের আরেকটি শাখা) ইসলামি ব্যক্তিত্বের ছবি প্রকাশের ব্যাপারে বেশ নমনীয়। মরিয়ম আল মুকাদ্দাশ (দ্য অনারেবল সেন্ট মেরি) নামক এক ইরানি চলচ্চিত্রে কোরানের আয়াতগুলোকে পুনরায় গতিচিত্রে তুলে ধরা হয়।

যেখানে মরিয়মের গল্প বলা হয়েছে এবং সেখানে এক তরুণী অভিনেত্রী মরিয়মের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

আরেকটি অসঙ্গতি

ক্যাথলিক ধর্ম এবং ইসলামের মধ্যে জেসাসযিশু বা নবী ঈসাকে নিয়ে মূল পার্থক্য হল ইসলামে তাকে একজন মানুষ হিসেবে বিবেচনা করার হয় এবং তাকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের পুত্র বলা হয় না। সেইসাথে তিনি যেভাবে মারা গেছেন সেটা নিয়েও দুটি ধর্মে ভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। ইসলামী ঐতিহ্য অনুসারে, যিশু বা নবী ঈসাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়নি।

কোরান নবী ঈসাকে ক্রুশবিদ্ধ করা এবং পুনরুত্থান সম্পর্কে খ্রিস্টান বিশ্বাসকে অস্বীকার করে। বরং ইসলামে বলা হয়েছে, যদিও তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে ঈশ্বর তাকে আগেই তুলে নিয়েছেন, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে ইসলামিক স্টাডিজে এই তথ্য দেয়া হয়। কোরানের ১৫৭ ও ১৫৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, ''যদিও তারা বলেছে : আমরা মরিয়মের পুত্র আরেকজন আল্লাহর নবী ইসাকে হত্যা করেছি, তারা সেটা বিশ্বাস করলেও আসলে তারা হত্যা করতে পারেনি বা ক্রুশবিদ্ধ করতে পারেনি। এবং যারা তার সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেছে, বস্তুত :তারা এ সম্বন্ধে সন্দিহান ছিল, আসলে কী ঘটেছে, সেই সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। আর এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি কিন্তু আল্লাহ তাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। এ ধরনের মতভেদ থাকা সত্ত্বেও নবী ঈসা ইসলামের প্রিয় একজন নবী। কেননা তিনি একজন শিক্ষক এবং আধ্যাত্মিক নেতা। তবে মুসলমানরা তার জন্মদিন বা বড়দিন উদযাপন করে না। ক্যাথলিক ধর্মের নেতারা শুরু থেকেই মেরি এবং জেসাসযিশুর প্রতি ইসলামের গভীর শ্রদ্ধাকে স্বীকৃতি দিয়ে এসেছে। অনেকের মতে, এটি উভয় বিশ্বের মধ্যে সংলাপ স্থাপনের সেরা সেতুবন্ধনগুলোর একটি।